সম্মোহন বিদ্যা

SAMMOHAN VIDYA

OR

A COMPLETE PRACTICAL COURSE

OF

INSTRUCTION

IN

HYPNOTISM, MESMERISM, MAGNETIC HEALING, PSYCHO-THERAPEUTICS, SUGGESTIVE THERAPEUTICS, AUTO-SUGGESTION, CONCENTRATION, CLAIRVOYANCE AND CRYSTAL GAZING.

FOURTH EDITION

BY

PROF. R. N. RUDRA,

Psychical Instructor, Magnetic Healer, Public Demonstrator etc.

Tuition Fee By Mail Rs. 5/10/-

June—1935

PRINTED BY
KALACHAND BASAK.
At the Narayan Machine Press, 134, Nawabpur Road, Dacca.
Published by the Author from
100/5, Surendranath Banarjee Road, Calcutta.

সম্মোহন বিদ্যা

ও

শাখা বিজ্ঞান সমূহ হাতে-কলমে শিখিবার সরল উপদেশমালা

চতুর্থ সংস্করণ

সম্মোহন বিদ্যাবিৎ
প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র প্রণীত

আষাঢ়—১৩৪২

ডাকযোগে শিক্ষার ফিঃ ৫৸৵০ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ	
৫৪	১৭	কারলে	স্থলে	করিলে	হইবে।
৫৯	১২	"শিক্ষার" শব্দের পর "জন্য" বসিবে এবং "সময়" শব্দ লোপ পাইবে।			
৬৪	৮	"বামপা"	স্থলে	"বাম পার্শ্ব"	হইবে।
৬৮	২	"পাশ্ব"	"	"পার্শ্ব"	"
৭৯	৬	"থব"	"	"খুব"	"
৮০	৫ ও ৬	"	"	"	"
৮১ ২য় প্যারায়	১২	"	"	"	"
" " "	১৪	"কিছতেই"	"	"কিছুতেই"	"
" " "	"	"থলিতে"	"	"খুলিতে"	"
১১২ " "	২	"বালবে"	"	"বলিবে"	"
১২৩	১১	"তমাও"	"	"ঘুমাও"	"
১৭০	১৪	"সম্পাত্ত"	"	"সম্পত্তি"	"
১৭৪	১৩	"স্ফুর্ত্তি"	"	"স্ফূর্ত্তি"	"
২১০	১৯	"মাঠের	"	"মাঠ" হইবে এবং তৎপরে "বা" হইবে।	
২১৪	৬	"হপ্নোটিষ্ট"	"	"হিপ্নোটিষ্ট"	হইবে।
২২০	১৯	"কেন্দ্রীভুত"	"	"কেন্দ্রীভূত"	"
২২১	১০	"শরীরের" শব্দের পর "কোন" শব্দ হইবে।			
২৪২ ২য় প্যারায়	১৪	"পায়ের"	স্থলে	"পাত্রের"	হইবে।
২৬৯	১০	"কারয়া"	"	"করিয়া"	"
২৮০	১১	"উত্তিজিত"	"	"উত্তেজিত"	"
৩০৪	১৬	"শিকার"	"	"শিক্ষার"	"



Prof. R. N. RUDRA.

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে সম্মোহন বিদ্যার চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা জন সাধারণের মধ্যে এই মহদুপকারী বিদ্যা চর্চ্চার আগ্রহ যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার যে সকল ত্রুটি ছিল, তৃতীয় সংস্করণে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া ইহার আকার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। সেজন্য বর্ত্তমান সংস্করণে আর ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইল না; কেবল দুই এক স্থানে যৎসামান্য পরিবর্দ্ধন করা হইল। পূর্ব্ব সংস্করণের ছাপায় যে সকল মুদ্রাকর প্রমাদ ছিল, সেগুলি যথা সম্ভব সাবধানতার সহিত সংশোধন করা গেল। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বারেও ছাপার ভুল বাহির হয়, তবে পাঠকগণ দয়া করিয়া আমাকে তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। এইবার ইহাকে কাপড় দ্বারা সুদৃশ্য বাঁধাই করাতে অনেক ব্যয় বাহুল্য ঘটা সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্ব মূল্যই স্থির রাখা গেল।

যাহাতে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষাকালীন আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে অতিরিক্ত কোন উপদেশের জন্য প্রার্থী হইতে না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই ইতিপূর্ব্বে ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়া বর্ণিত নিয়ম-প্রণালী-গুলির যথাযথ অনুসরণ করিলেই সমস্ত বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য আর আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে কোন উপদেশ লইবার আবশ্যক হইবে না। দুঃখের বিষয় সময় সময় অনেকে পুস্তকখানা

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

ভালরূপে না পড়িয়াই, পুস্তকে যে সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধেও নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তিন-চার পৃষ্ঠা ব্যাপী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন এবং এই সকল পত্রে অনেক অবান্তর কথাও থাকে। ঐ সকল অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ পত্রাদির উত্তর দিতে আমার বড়ই সময় নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, কোন শিক্ষার্থী যেন এরূপ পত্রাদি আর না লেখেন।

কোন উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিলে যে উত্তরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় রূপে ডাক টিকেট দিতে হয়, একথা "নিয়মাবলীতে" অত্যন্ত স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনেকে তাহা পাঠান না। কোন কোন শিক্ষার্থী আবার পত্রে অতি সংক্ষিপ্ত নাম, অস্পষ্ট ঠিকানা ইত্যাদিও লিখেন, কেহ কেহ আবার ঠিকানাই দেন না। এ সকল পত্রের উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ শত শত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা আমার স্মরণ থাকা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে কেহ এরূপ পত্রাদি লিখিলে উহার উত্তর পাইতে বঞ্চিত হইবেন। ইতি সন ১৩৪২ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

সাধনা কুটির
পোঃ আলমনগর, রংপুর

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

তৃতীয় খণ্ড

ভূমিকা

বাল্যকাল হইতেই গুপ্ত বিদ্যাদি শিক্ষার জন্য আমার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এজন্য আমি কিছুদিন তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম্মাদি শিক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। উহাতে বিফল মনোরথ হইয়া আমি ইং ১৯০২ সালে "পাশ্চাত্য বশীকরণ বিদ্যা" (হিপ্নোটিজম্, মেসমেরিজম্ ইত্যাদি) শিক্ষায় প্রবৃত্ত হই এবং ভগবানের প্রসাদে অল্পকালের মধ্যেই ইহা শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

সম্মোহন বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি চর্চ্চা করিবার সময় উহাদের কার্য্যকারিতা দর্শন করিয়া,—উহাদের দ্বারা যে লোকের শরীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাতিক বিষয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে, বহুল পরিমাণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া উহাদের কার্য্যকলাপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত ইং ১৯০৫ সালে আমি ক্রীড়া প্রদর্শকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। তদানীন্তন মৎ প্রদর্শিত সম্মোহন ও চিন্তা-পঠন ক্রীড়া (Hypnotic and Thought-Reading Demonstrations) দর্শন করিয়া কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে প্রথম আমি এই বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি শিক্ষার উপযোগী একখানা

পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা তৎকালে ঐ পাণ্ডুলিপির নকল লইয়া এবং আবশ্যক মত আমার মৌখিক বা চিঠি-পত্রে উপদেশ পাইয়া এই বিষয় গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্তরূপে অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

উক্ত সময় হইতে ইং ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল সম্মোহন ও চিন্তা-পঠন ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের বহু স্থান, ব্রহ্মদেশ, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় অন্যূন ১৬০০০ হাজার লোক সম্মোহিত করিয়া এবং ৪০০ শতের অধিক ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞান গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে উক্ত পাণ্ডুলিপি সংশোধিত হইয়া "সম্মোহনবিদ্যা" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

যাহারা এই গুপ্ত বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিবার অভিলাষী অথচ আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা করিতে অসমর্থ বিশেষভাবে তাহাদের জন্যই এই পুস্তক সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহাতে কেবল উৎকৃষ্ট নিয়ম-প্রণালীই প্রদত্ত হইয়াছে। এই নিয়ম-প্রণালীগুলি উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি স্বয়ং উহাদের সাহায্যে সহস্র সহস্র লোক মোহিত করিয়াছি এবং আমার বহু সংখ্যক ছাত্র ও উহা-দিগকে প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অতএব আমার ভরসা আছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এই পুস্তকের সাহায্যে এবং আবশ্যক মত আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে উপদেশাদি লইয়া বিষয়গুলি

শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। যাহাদের শিক্ষার আন্তরিক স্পৃহা আছে, তাহারা উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি না করিলে বাড়ী বসিয়া, যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে, এই বিষয় গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল শিক্ষার্থী এই পুস্তকোক্ত বিষয়গুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিয়ম-প্রণালীগুলির অনুসরণ করিবেন, তাহারা আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে স্বতন্ত্র উপদেশ না লইয়া, কেবল নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে পারিবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই যথা সম্ভব সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং চতুর শিক্ষার্থিগণ আমার নিকট উপদেশ প্রার্থী না হইয়াও শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। তথাপি যদি কেহ এই পুস্তকের কোন বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারেন, তবে আমার নিকট পত্র লিখিলেই (উত্তরের জন্য পাঁচ পয়সা ডাক টিকিট সহ) আমি তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দিব। এই বিষয়ে শিক্ষার্থিগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন মনোযোগের সহিত পুস্তকখানা না পড়িয়া কোন উপদেশের জন্য পত্র না লেখেন। কারণ যে সকল বিষয় পুস্তকেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সেগুলি পুনরায় হাতে লিখিয়া জানাইবার অবকাশ আমার নাই। আর যদি কেহ আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, তবে আমি তাহাকে সমস্ত বিষয়গুলি সুন্দররূপে হাতে-কলমে শিখাইতে—অর্থাৎ যাহাকে Practical training বলে তাহা দিতেও প্রস্তুত আছি।

এই পুস্তক একবার মাত্র পাঠ করিয়াই সকল বিষয় শিক্ষা করা যাইবে, কোন শিক্ষার্থী এরূপ আশা করিবেন না। সে প্রত্যকটি পাঠ বিশেষ

মনোনিবেশ সহকারে পড়িয়া এবং উহার অর্থ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে। কোন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ শিক্ষা করিতে হইলে যে, যথোপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা প্রত্যেক শিক্ষাথীকেই বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ পুস্তক খানা দুই-একবার পাঠ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি হইলেই ফেলিয়া রাখে, আবার কেহ কেহ বা কদাচিৎ দুই-একজন লোকের উপর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেই নিরাশ হইয়া পড়ে। এরূপ প্রকৃতির লোকেরা কখনও এই সকল গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত শিক্ষালাভাকাঙ্ক্ষী উপদেশগুলিকে বিশ্বাস ও সততার সহিত অনুসরণ করিবে এবং প্রথম প্রথম দুই-একবার অকৃতকার্য্য হইলেও ধৈর্য্যের সহিত উপর্য্যুপরি কয়েকবার চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতেও সে বিফলমনোরথ হয়, তবে সে উহা আমাকে লিখিয়া জানাইলে, আমি তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিব। শিক্ষার্থিদিগের কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক না হইলেও, তাহারা শিক্ষায় কিরূপ অগ্রসর হইতেছেন, তাহা মাঝে মাঝে আমাকে সংবাদ দিবেন; কারণ তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিয়া অবগত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; যেহেতু আমার সময় নিতান্ত অল্প। তবে কেহ কোন উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিলে সেই পত্রের উত্তর অবিলম্বেই দেওয়া হইয়া থাকে। উপদেশ প্রার্থী সর্ব্বদা সংক্ষেপে তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয় সকল ব্যক্ত করিবেন, অন্যথায় তাহার পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে।

যে সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস ও সততার সহিত যথাযথরূপে এই পুস্তকের অনুসরণ করিবে, আমি তাহাদের প্রত্যেককে এই বিজ্ঞানগুলি হাতে-

কলমে শিখাইয়া দিব ; কিন্তু যদি কেহ এই উপদেশগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অবহেলা পূর্ব্বক বা আলস্য বশতঃ শিক্ষায় যত্নবান না হয়, তবে তাহার কৃতকার্য্যতার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হইব না। শিক্ষার্থী-দিগকে কৃতকার্য্য করিয়া দিবার নিমিত্ত আমি সকল প্রকার সম্ভবনীয় উপায়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি যদি কেহ উপযুক্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষার প্রয়াস না পায়, তবে তাহার অকৃতকার্য্যতার জন্য ন্যায় সঙ্গত রূপে আমার কোন দায়িত্বই থাকিতে পারে না।

পরিশেষে ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, যে শিক্ষার্থী সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যা-চর্চ্চা রূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে নিশ্চিতরূপে তাহার মনঃশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া নিজের শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে এবং অপর লোকেরও বহু প্রকার উপকার করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বন্ধো, একবার সদুদ্দেশের সহিত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হও, তোমার সাধনা অবশ্য সিদ্ধ হইবে।

আলমনগর, রংপুর
১৬ই বৈশাখ, ১৩২৭ সন

গ্রন্থকার

প্রথম খণ্ড

প্রথম পাঠ

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

যে বিদ্যা বলে মানুষকে সম্মোহিত বা বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা অভীপ্সিত কার্য্য সকল সম্পাদন করা যায়, উহাকে **"সম্মোহন বিজ্ঞান"** বা **"সম্মোহন বিদ্যা"** (Hypnotism or Mesmerism) বলে। এই বিদ্যা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের (Applied Psychology) একটি সমুন্নত শাখা।

সংবেদনার যে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়া মোহিত, সম্মোহিত বা বশীভূত ব্যক্তি সম্মোহনবিদের আদিষ্ট কার্য্য সকল সম্পাদন করে, উহাকে **"মোহিত"** বা **"সম্মোহিতাবস্থা"** (hypnosis or mesmeric state) বলা যায়। এই অবস্থা নিদ্রার সাহায্যে বা উহা ব্যতিরেকে, এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপর এক ব্যক্তির কিম্বা তাহার নিজের উপর উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মোহিত ব্যক্তির **"বহির্মন"** (Objective Mind) অল্লাধিক পরিমাণে সুপ্ত, নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয়াবস্থায়

অবস্থান করে, আর **"অন্তর্মন"** (Subjective Mind) তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনে রত থাকে। *

যে ব্যক্তি মানুষকে সম্মোহন করিতে (hypnotise or mesmerise) সমর্থ তাহাকে **"সম্মোহনবিৎ"** (hypnotist, mesmerist or operator.) বলে। যে ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণে কেবল সম্মোহন ক্রীড়া (hypnotic or mesmeric demonstrations) প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়, তাহাকে **"হিপ্নোটাইজার"** বা **"মেস্‌মেরাইজার"** (hypnotiser or mesmeriser) বলে; আর যে বৈজ্ঞানিক ভাবে এই বিদ্যার চর্চ্চা করে, তাহাকে **"হিপ্নোটিষ্ট্"** বা **"মেস্‌মেরিষ্ট্"** (hypnotist or mesmerist) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

হিপ্নোটিজ্‌ম, মেস্‌মেরিজ্‌ম ও য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম (Hypnotism, Mesmerism and Animal Magnetism) :—

হিপ্নোটিজ্‌ম হইতে মেস্‌মেরিজ্‌ম এবং মেস্‌মেরিজ্‌ম হইতে য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম প্রাচীনতর বিদ্যা। পাশ্চাত্য দেশে এই বিদ্যা প্রথম "য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম" নামে পরিচিত ছিল; পরে ইহা "মেস্‌মেরিজম" এবং তৎপরে আবার "হিপ্নোটিজ্‌ম" নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যা "মেস্‌মেরিজ্‌ম" ও "হিপ্নোটিজ্‌ম" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

হিপ্নোটিজ্‌ম অপেক্ষা মেস্‌মেরিজ্‌ম উন্নত প্রণালীর বশীকরণ বিদ্যা। হিপ্নোটিজমে যাহা সম্পন্ন করা যায়, মেস্‌মেরিজমের সাহায্যে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। মেস্‌মেরিজমে সচরাচর যে সকল

* চতুর্থ পাঠ দ্রষ্টব্য

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ (phenomena) যেমন—"দিব্যদৃষ্টি", "চিন্তা-পঠন", "দিব্যানুভূতি" ইত্যাদি (Clairvoyance, Thought-transference, Psychometry etc.) বিষয়ক নানা প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, হিপ্নোটিজ্‌ম দ্বারা তাহা কদাচিৎ সম্পন্ন হয়। এজন্য হিপ্নোটিজ্‌ম অপেক্ষা মেস্‌মেরিজ্‌মক শ্রেষ্ঠতর সম্মোহন বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। হিপ্নোটিজ্‌ম্ সহজেই শিক্ষা করা যায়, কিন্তু মেস্‌মেরিজ্‌ম শিক্ষা সময় সাপেক্ষ; যেহেতু উপযুক্ত সাধনা দ্বারা মনঃশক্তি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত না হইলে কার্য্যকুশল মেস্‌মেরিষ্ট্ হওয়া যায় না।

অষ্ট্রিয়া দেশবাসী ডাক্তার এণ্টনি মেস্‌মার (Dr. Anthony Mesmer) নামক একজন চিকিৎসক, জ্যোতির্ব্বিদ ও দার্শনিক "য়্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজ্‌ম" বা "**জৈব আকর্ষণী বিদ্যার**" চর্চ্চা করিতেন। তিনি এই বিদ্যা ফাদার হেল (Father Hehl) নামক এক পাদরীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফাদার হেলের বহু পূর্ব্বে এই বিদ্যা ইজিপ্টবাসী, রোমান ও গ্রীকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ডাক্তার মেস্‌মার এই য়্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজ্‌ম বিদ্যা বলে রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে অভিভূত বা সম্মোহিত করিয়া তাহাদের নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করিতেন। তিনি এই প্রণালীর চিকিৎসা আরম্ভ করার পর, যখন ইহাতে খুব সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সমব্যবসায়ী চিকিৎসকগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া ঘোরতর রূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং এমন কি, তজ্জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতেও ক্রটি করে নাই। যাহা হউক, তাহাদের শত্রুতাচরণ সত্বেও এই বিদ্যা চর্চ্চায় তাঁহার অসাধারণ সাফল্য লাভ দেখিয়া

জন সাধারণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহা শিক্ষার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই তাঁহার শিষ্য ও অনুসরণকারিগণের দ্বারা এই য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম বিদ্যা "মেস্‌মেরিজ্‌ম" নামে অভিহিত হয়। উহার পরে আবার ম্যানচেষ্টার নিবাসী ডাক্তার ব্রেড্ (Dr. Braid of Manchester) এই বশীকরণ বিদ্যাকে "হিপ্নোটিজ্‌ম" নামে আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু ডাক্তার ব্রেইড্‌এর আবিষ্কৃত হিপ্নোটিজ্‌ম বিদ্যা মেস্‌মেরিজ্‌ম বা য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম এর সদৃশ হইলেও উহা ভিন্ন জিনিষ। কারণ উহাদের সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহার প্রণালী হইতে হিপ্নোটিজ্‌ম এর সিদ্ধান্ত ও ব্যবহার প্রণালী স্বতন্ত্র। ব্রেইড্ নিজেও তাহার হিপ্নোটিজম্‌কে স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করতঃ য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম বা মেস্‌মেরিজ্‌ম এর পার্শ্বে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজ্‌ম বা জৈব আকর্ষণী বিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ডাক্তার মেস্‌মারের মত এই যে, একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরল পদার্থ, যাহা মনুষ্য শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে, তাহা পাস বা হাত বুলান (pass), মোহিনী দৃষ্টি ও একাগ্রতা দ্বারা মনুষ্য শরীরে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাকে মোহিত বা বশীভূত করিতে পারে।

ন্যান্সীমতবাদিগণ (The School of Nancy) বলেন যে, **"আদেশ"** বা **"ইঙ্গিত"**ই (suggestion) মেস্‌মেরিজ্‌ম বা হিপ্নোটিজ্‌ম দ্বারা উৎপাদিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহের (phenomena) মূল কারণ; এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ সকল যথার্থরূপে কোন না কোন রকমের মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ।

আর, ডাক্তার ব্রেইড এর মত (The School of Charcot) উপরোক্ত দুই মত হইতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন যে, মোহিতাবস্থা ম্যাগ্নেটিজ্‌ম বা আদেশের ফল নহে, ইহা হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছার ন্যায় এক প্রকার রোগ বিশেষ এবং ইহা দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট লোকের উপরই খুব সহজে উৎপাদিত হইয়া থাকে।

অতএব মোহিতাবস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্মোহনতত্ত্ববিদগণ যে সকল নিয়ম-প্রণালী ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, শিক্ষাভিলাষীকে এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে উহাদেরই অনুসরণ করিতে হইবে।

ম্যাগ্নেটিক্ হিলিং, সাইকো-থেরাপিউটিক্‌স, সাজেস্‌টিভ্ থেরাপিউটিক্‌স, স্পিরিচুয়াল্ হিলিং, ক্রিশ্চিয়ান্ সায়েন্স, ফেইথ্ কিওর (Magnetic Healing, Psycho-Therapeutics, Suggestive Therapeutics, Spiritual Healing, Christian Science, Faith Cure) ইত্যাদি বিষয়গুলি রোগ চিকিৎসা বিষয়ক। এই সকল প্রণালী দ্বারা ভেষজ বা ঔষধ ব্যতিরেকে নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায়। এই বিষয়গুলি নামে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ প্রায় একই রকমের চিকিৎসা। ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ আদেশ, হাত বুলান ও পাস এই তিনটিই উহাদের মূল বিষয়।

জড় দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মনশ্চক্ষু দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বস্তু বা ঘটনা দর্শন বা প্রত্যক্ষ করাকে **"দিব্যদৃষ্টি", "দিব্যদর্শন", "অতীন্দ্রিয় দর্শন"** (Clairvoyance or Second Sight) বলে।

সকল মনুষ্যের হৃদয়েই প্রকৃতি দত্ত এই দিব্যদৃষ্টি-শক্তি (clairvoyant power) অল্পাধিক পরিমাণে নিহিত আছে। যাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ইহার পরিমাণ অধিক তাহারা অল্প চেষ্টাতেই এই শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে। আবার কাহারও বা জ্ঞানের অগোচরে—কেবল প্রকৃতির অনুগ্রহেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আত্মিক সংবেদ্য ব্যক্তিগণ (psychically susceptible persons) কোন দক্ষ সম্মোহনবিদের সাহায্যেও এই শক্তিকে সমধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিয়া লইতে পারে। মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, ছল-চাতুরী, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদিকে অনভ্যস্ত এবং পবিত্র ও সৎভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সচরাচর যাঁহাদের দৃষ্ট স্বপ্ন সত্য হয় (অর্থাৎ ফলে), সাধারণতঃ তাঁহাদের হৃদয়েই এই শক্তি অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা আহার-বিহার ইত্যাদিতে সংযমী হইয়া উপযুক্ত প্রণালীতে সাধনা করিতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাকে বিকশিত করিতে পারে। মনের যে সকল নিজস্ব ক্ষমতা (psychic powers) আছে, উহাদের মধ্যে ইহা একটি প্রধান শক্তি। ইহার সাহায্যেই আর্য্য-ঋষিগণ ত্রিকালের সংবাদ বলিতে পারিতেন। দিব্যদৃষ্টির অনেক প্রকার রূপ বা অবয়ব (phases) আছে।

ক্রিষ্টেল (Crystal) এক প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্বচ্ছ কাচ বিশেষ। **"ক্রিষ্টেল গেইজিং"** (Crystal Gazing) অর্থে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উক্ত কাচ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপন বুঝায়। ইহা **'নখ দর্পণের'** ন্যায় একটি বিষয়। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কোন অতীত কালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, বা কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, কিম্বা কোন ভবিষ্যৎ কালে যাহা সংঘটিত হইবে, উহার চিত্র ক্রিষ্টেলে

প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও দিব্যদৃষ্টির মত একটি বিষয়। সকল লোক ক্রিষ্টেল গেইজিং এর অভ্যাসে সফলকাম হয়না। যাহাদের আত্মিক সংবেদনা (psychic susceptibility) স্বভাবতঃ অধিক, কেবল তাহারাই ক্রিষ্টেলের মধ্যে নানা প্রকার চিত্রাদি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ; অপরাপর ব্যক্তিরা উহাতে কিছুই দেখিতে পায় না। ইহা দ্বারা চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মকারিগণের প্রতিকৃতি বা কোন দূরস্থ রোগী বা ব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থা ইত্যাদি সঠিকরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে বিজ্ঞান অপরের মনের কথা বা চিন্তা জানিতে বা পাঠ করিতে শিক্ষা দেয়, উহাকে **"মাইণ্ড-রিডিং", "থট্-রিডিং",** বা **"থট্-ট্রান্স-ফারেন্স"** (Mind-reading, Thought-reading, or Thought-transference) বলে। **"বাঙ্গলায়"** এই বিজ্ঞানকে **"চিন্তা-পঠন বিদ্যা"** বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চিন্তা-পঠন দুই প্রকার ; "স্পর্শ যুক্ত" ও "স্পর্শ হীন"। স্পর্শ যুক্ত চিন্তা-পঠনকে ইংরাজীতে **"মাসল্-রিডিং"** (Muscle-reading) ; আর স্পর্শ হীন চিন্তা-পঠনকে **"টেলিপ্যাথি"** (Telepathy) বা "থট্ট্রান্সফারেন্স্" (Thought-transference) বলে। মাসল-রিডিং সহজ কিন্তু টেলিপ্যাথি কঠিন বিষয়। টেলিপ্যাথিতে বহু দূর স্থান হইতে দুই ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে টেলিগ্রাফের ন্যায় সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে। এজন্য কেহ কেহ ইহাকে **"মেণ্টেল্ টেলিগ্রাফি"** (Mental Telegraphy) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করাকে **"স্বপ্ন-সঞ্চরণ"** বা **"স্বপ্নভ্রমণ"** (somnumbulism) বলে। উক্তাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে **"স্বপ্নভ্রমণকারী"**

(somnumbulist) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ। নিদ্রাকালীন অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করতঃ জাগ্রত মানুষের ন্যায় লিখন, পঠন, গান, ভ্রমণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে এবং জাগ্রত হওয়ার পর তাহার আর উহা স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা, মোহিত ব্যক্তির মনে সম্মোহন আদেশের সাহায্যে অতি সহজে উৎপাদিত হইতে পারে।

জড় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মনঃ শক্তি দ্বারা দূরস্থ কোন লোকের বা পরলোকবাসী সূক্ষ্মদেহিগণের কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করার শক্তিকে **"দিব্যশ্রুতি বিদ্যা"** (Clairaudience) বলে।

মনের যে শক্তি বলে (জড় ত্বকেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিতায়) কোন পদার্থের প্রকৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি অবগত হওয়া যায়, উহাকে **"দিব্যানুভূতি"** (Psychometry) বলা যায়। ইহাও দিব্যদৃষ্টির ন্যায় একটি বিষয়। দিব্যানুভূতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোন একটি বস্তু স্পর্শ দ্বারা উহা কি, কোথায় জন্মিয়াছে, কোথা হইতে আসিল, কাহার নিকট আছে এবং তাহার ধাতু-প্রকৃতি-চেহারা কিরূপ, সে সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা করিতে পারে। ইহা দ্বারা লাভ জনক তাম্র, অভ্র, কয়লা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত, জটিল রোগ সমূহের কারণ নির্ণীত, আদিম কালের বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা প্রকার জীব-জন্তুর আকৃতি-প্রকৃতি এবং আরও অনেকানেক তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই শক্তি বলে খামে-বদ্ধ চিঠি-পত্রের সংবাদ কিংবা রুদ্ধ পুস্তকাদির অংশ-বিশেষও কেবল বাহ্য স্পর্শ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

পারসনেল ম্যাগ্নেটিজম্ (Personal Magnetism) অর্থে ইহা উপলব্ধি হয় যে, মনুষ্য-শরীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে একটি তরল পদার্থ (odyle-or life-force etc.) বিদ্যমান আছে, উহা দ্বারা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি আকর্ষণ ও তাহার জ্ঞানের অগোচরে তাহার মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে। ইহাকে **"ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি"** বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই আকর্ষণী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

"উইল্ পাওয়ার", "উইল্ ফোর্স" (Will-power or Will-Force) বা **"ইচ্ছা শক্তি"**কে 'হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা বা কামনা' বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই শক্তির প্রভাব অতি অদ্ভুত। সাধনা বলে এই শক্তিকে সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত বা বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ ইহা দ্বারা বহু প্রকার কঠিন কার্য্য, এমন কি অসাধ্যও সাধন করিতে পারে। সকল নর-নারীর হৃদয়েই প্রকৃতি-দত্ত এই শক্তি-কণা নিহিত আছে এবং উপযুক্ত সাধনায় সমর্থ হইলে সকলেই উহাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে পারে।*

বিশেষ কোন উচ্চারিত বাক্য বা অঙ্গ-ভঙ্গী কিম্বা চিন্তা দ্বারা কাহারও মনে "আবেগ" বা "বিশ্বাস" জ্ঞাপন করার নাম **"সাজ্জেস্‌সান"** বা **"কমাণ্ড"** (Suggestion or Command) এই শব্দদ্বয়কে যথাক্রমে **'ইঙ্গিত'** বা **'আদেশ'** বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে ; এবং হিপ্নোটিক্ সাজ্জেস্‌সানকে (hypnotic suggestion) **'সম্মোহন আদেশ'** বা

---

* মৎ প্রণীত "ইচ্ছাশক্তি" পুস্তকে এই শক্তি বর্দ্ধনের সরল পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে কেবল **'আদেশ'** (command) বলিয়া অভিহিত করা

ব্যক্তি বিশেষকে সম্মোহিত করিতে বা তাহার কোন রোগ আরোগ্য করিতে তাহার শরীরে যে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে 'হাত বুলাইতে' হয়, উহাকে **"পাস করা"** (pass) বা **"হাত বুলান"** বলে।

যাহাকে হিপ্নোটিজ্‌ম বা মেস্‌মেরিজমের কোন পরীক্ষায় অভিভূত অর্থাৎ সম্মোহিত বা মোহিত করা হয়, তাহাকে **"পাত্র", "মোহিত ব্যক্তি", "সম্মোহিত,"** (subject, sensitive, medium, hypnotee) ইত্যাদি বলে। প্রেততত্ত্ববাদিগণ তাহাকে **"মধ্যবর্ত্তী** বা **"আবিষ্ট"** বলিয়াও অভিহিত করেন।

পরলোকবাসী সূক্ষ্মশরীরিগণের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করিবার জন্য সহানুভূতি বিশিষ্ট স্বল্প সংখ্যক লোক লইয়া যে একটি সভা করা হয়, উহাকে **"বৈঠক"** বলে। ইংরাজীতে উহাকে **"সার্কেল", "সিটিং"** বা **"সিয়া্‌ন্স"** (circle, sitting, or seance) বলে।

দ্বিতীয় পাঠ

সিদ্ধির মূল কারণ

গভীর রহস্যপূর্ণ এই আত্মিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে শিক্ষার্থীর আত্ম-বিশ্বাস, স্থির সংকল্প, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক। যে কেহ এই কয়টি মানসিক গুণের সাহায্যে এই গুপ্ত বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানসমূহ হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে সমর্থ। উক্ত গুণগুলির সহায়তায় যে, কেবল এই বিদ্যা চর্চ্চায় সাফল্য লাভ করা যায়, তাহা নয়, যথোপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে উহারা প্রত্যেক গৃহীত কার্য্যেই মানুষকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। ফলতঃ মানুষের কর্ম্ম-জীবনের সাফল্য সমধিক পরিমাণে উহাদের উপরই নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর সর্ব্বাগ্রে চাই আত্ম-বিশ্বাস। সে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ, এরূপ স্থির ধারণাকেই "আত্ম-বিশ্বাস" বা "আত্ম-প্রত্যয়" বলে। আত্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত কঠিন কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; আর স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থাশূন্য ব্যক্তি সহজ কার্য্যেও সর্ব্বদা বিফলমনোরথ হয়। সংসারের সকল কর্ম্ম অপেক্ষা নিদ্রিত মনঃশক্তিকে জাগ্রত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন। এজন্য তাহাকে স্বীয় ক্ষমতার প্রতি দৃঢ়রূপে আস্থাবান্ হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তজ্জন্য তাহাকে এরূপ একটি ধারণা হৃদয়ে সর্ব্বদা বদ্ধমূল রাখিতে হইবে যে, যখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই

বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া সফলকাম হইয়াছে, তখন, সেও ইহা শিক্ষা করিতে পারিবে। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত সে এই উপদেশ গুলির প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিবে, অন্যথায় তাহার সিদ্ধি লাভের আশা অতি অল্প। চিকিৎসক-প্রদত্ত কোন ঔষধের প্রতি রোগীর বিশ্বাস না থাকিলে যেমন উহার সাহায্যে, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না, সেইরূপ এই উপদেশ গুলির প্রতি আস্থা শূন্য হইলে এই বিদ্যা শিক্ষায় সেও সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

তৎপরে সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। সংকল্পের দৃঢ়তাই সিদ্ধি লাভের আদি কারণ। স্থির সংকল্প ব্যতীত কেহ কখনও এই অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দুই সপ্তাহে হউক, দুই মাসে হউক অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক সময়েই হউক, যে পর্য্যন্ত তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি না হইবে, তদবধি সে কখনও সংকল্প ভ্রষ্ট হইবে না। এ-বিষয়ের কিছু, ও-বিষয়ের কিছু শিক্ষা করা যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা একটি কার্য্য আরম্ভ করিয়া উহার সুসম্পন্ন না হইতেই অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহারা এই সকল গুপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নহে। অতএব, যদি সে এই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা করিতে আন্তরিক অভিলাষী হইয়া থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত এই শক্তি তাহার আয়ত্তাধীন না হয়, ততদিন সে, "নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিব" বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিবে।

তৎপরে তাহার অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। এই কর্ম্মময় সংসারে এমন কার্য্য অতি বিরল যাহা অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা বলে সম্পন্ন হয় না। একটি কার্য্য প্রথমে যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, অধ্যবসায় ও

সহিষ্ণুতার সহিত চেষ্টা করিলে উহা নিশ্চয় সুসম্পন্ন করা যায়। এই পুস্তক যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এবং আমি আশা করি যে, শিক্ষার্থী এই নিয়ম-প্রণালীগুলি যথাযথরূপে অনুসরণ করিলে, সে প্রথম বা দ্বিতীয় চেষ্টাতেই "শারীরিক পরীক্ষাগুলিতে" কৃতকার্য্য হইবে। আর যদি সে শিক্ষার প্রারম্ভে উহাতে দুই-একবার অকৃতকার্য্য হয়, তথাপি নিরাশ হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না; বরং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে এবং উহাতে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত থাকিবে না। শিক্ষার্থী শুনিয়া হয়ত আশ্বস্ত হইবে যে, আমার শিক্ষার প্রাক্‌কালীন কোন একটি বিশেষ পরীক্ষায় আমি ৩৮ বার অকৃতকার্য্য হইয়াও চেষ্টা পরিত্যাগ করি নাই। ফলতঃ অকৃতকার্য্যতা হইতে অভিজ্ঞতা জন্মে এবং পরে সেই অভিজ্ঞতাই মানুষকে যথাসময়ে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিয়া থাকে।

শিক্ষার্থী এই পুস্তকখানা সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে, এবং উহার এক বর্ণও কাহারো অলস অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্তির জন্য কদাপি প্রকাশ করিবেনা। কারণ এইটি গুপ্ত বিষয়। গুপ্ত বিষয় গোপনে রক্ষা করার উপরই উহার কার্য্যকরী শক্তি নির্ভর করে। এজন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিম্বা স্বপ্নলব্ধ ঔষধাদির নাম লোকে অপরের নিকট প্রকাশ করে না। ইহার কোন অংশ যদি তাহার সহজ বোধ্য না হয়, তবে সে বরাবর আমার নিকট পত্র লিখিয়া (এক আনার ডাক টিকিট সহ) উহা বুঝিয়া লইবে; কিন্তু কখনও উহা অপরকে দেখাইয়া বুঝিবার চেষ্টা পাইবে না। আর সে কখনও ইহার নিয়ম-প্রণালীগুলি অপর কোন পুস্তকের (সেই পুস্তক তাহার নিকট যতই ভাল

বলিয়া বোধ হউক) নিয়ম-প্রণালীর সহিত মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিবে না। আমি এই পুস্তকের সাহায্যে তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বিদ্যা শিখাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি; সুতরাং সে তাহার শিক্ষার ভার আমার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। যদি এই নিষেধ সত্ত্বেও কোন শিক্ষার্থী ঐরূপ কোন কার্য্য করে, তবে তাহার কৃতকার্য্যতার জন্য আমি দায়ী হইব না।

পদার্থ বিজ্ঞানের ন্যায় সম্মোহন বিজ্ঞানেরও ভাল-মন্দ দুইটা দিক আছে; এবং সম্মোহন-শক্তি লোকের উপকার ও অপকার এই দুই রকম কার্য্যেই নিয়োজিত হইতে পারে। এই শক্তি দ্বারা মানুষের যেমন অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধন করা যায়, পক্ষান্তরে আবার উহার সাহায্যে তাহার গুরুতর অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত শিক্ষার্থীর নিকট আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, সে যেন মৎপ্রদত্ত এই উপদেশ-গুলির সাহায্যে শক্তি লাভ করিয়া কদাপি কাহারো কোনরূপ অনিষ্টের চেষ্টা না পায়। যাহারা হীন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া এই শক্তি সাহায্যে লোকের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সমাজের পরম শত্রু। তাহারা মানুষের বিচারালয়ের কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারিলেও পরম নিয়ন্তার বিচারালয়ে তাহাদের কৃত পাপের সমুচিত দণ্ড পাইবে। শিক্ষার্থী সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিজ্ঞান-চর্চ্চা রূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, সে অল্পায়াসেই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পাঠ

আহার-বিহার

সম্মোহন বিদ্যা দুই রকমে শিক্ষা করা যাইতে পারে।৮ প্রথম প্রকার উপযুক্ত সাধনা বলে মনঃশক্তির বিকাশ ও তৎসঙ্গে সম্মোহন করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়া, আর দ্বিতীয় প্রকার কেবল উক্ত কৌশল আয়ত্তের দ্বারা। মানুষকে মোহিত করিবার কৌশল সহজেই আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে মনঃ শক্তি লাভ সাধনা সাপেক্ষ। যিনি এই দুই বিষয়ই সুন্দর রূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন,তিনিই যথার্থ "সম্মোহনবিৎ" পদ বাচ্য। বাস্তবিক উচ্চশ্রেণীর সম্মোহনবিদের সংখ্যা নিতান্ত বিরল; কারণ অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত সাধনা না করিয়া বা উহাতে অপারগ হইয়া, কেবল কৌশল আয়ত্তের দ্বারা আংশিক ভাবে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে।

যাহারা উচ্চশ্রেণীর সম্মোহনবিৎ হইবার অভিলাষী, তাহাদিগকে শক্তি লাভের নিমিত্ত উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। আর যাহাদের তদ্রূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা কেবল সম্মোহনের কৌশল আয়ত্তের দ্বারা ইহা শিক্ষা করিতে পারে। মনের অন্তর্নিহিত যে শক্তি দ্বারা অপ্রতিহতভাবে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্ত্রীপুরুষের মনের উপর আধিপত্য এবং নিজের শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, শিক্ষার্থী সেই শক্তি লাভের প্রয়াসী হইলে তাহাকে বিশেষরূপে সংযমী হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অনিষ্টকর মনোবৃত্তি সমূহের সংযত প্রয়োগ, সৎবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ, ব্রহ্মচর্য্য, সাত্ত্বিকাহার, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সাধুভাবে জীবন যাপন এই শক্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ। আর যাহারা কেবল কৌশল শিক্ষা দ্বারা এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার অভিলাষী তাহাদের আহার-বিহার, চলা-ফেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে বাধাবাধি কোন নিয়ম নাই। সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃ যেরূপ ভাবে চলা-ফেরা ও সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়া থাকে, তাহারা সে সমস্তই করিতে পারিবে; আর যাহারা মনঃশক্তি লাভ করিয়া উচ্চশ্রেণীর সম্মোহনবিৎ হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য সংযম-সাধনা, আহার-বিহার, চলা-ফেরা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইল; তাহারা তদনুযায়ী শিক্ষা বা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

উচ্চ শ্রেণীর সম্মোহনবিদগণের শক্তি যথার্থই অসাধারণ। তাঁহারা সংখ্যায় যেমন অধিক পরিমাণে লোক সম্মোহিত করিতে পারেন, সম্মোহন চিকিৎসা (hypnotic or mesmeric treatment) দ্বারাও তেমন নানা প্রকার কঠিন রোগ সকল সহজে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। উপযুক্ত পরিমাণে সংবেদ্য (susceptible) পাত্রগণের দিব্যদৃষ্টি, চিন্তা-পঠন, দিব্যানুভূতি ইত্যাদি শক্তি কেবল তাঁহারাই বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এমন আকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট বা বিশেষত্ব পূর্ণ যে, উহা দ্বারা সহজেই লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বর্দ্ধিত মনঃশক্তি বলে শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েরও প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আর যাহারা শেষোক্ত

প্রণালীতে ইহা শিক্ষা করে, তাহারা সাধারণ ভাবে কেবল অল্প সংখ্যক লোক মোহিত করিয়া সম্মোহন ক্রীড়াদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়; ইহা ভিন্ন অপরাপর বিষয়ে তাহারা তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মিঃ র‍্যাণ্ডেল্ (Mr. Randall) প্রথমোক্ত সম্মোহনবিদের শক্তিকে "প্রকৃত" (real) আর শেষোক্ত ব্যক্তির শক্তি "কৃত্রিম" (artificial) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে যে পথ শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত হয়, সে উহারই অনুসরণ করিবে।

চতুর্থ পাঠ

মনের দ্বিত্বভাব

(Duality Of Human Mind)

মানব-মনের বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট দুইটি বিশেষ 'ভাব' বা 'অবস্থা' আছে। কেহ কেহ উহাদিগকে 'ভাব' বা 'অবস্থা' না বলিয়া 'বৃত্তি' বলেন; আবার কেহ কেহ বা উহাদিগকে দুইটি স্বতন্ত্র 'মন' বলিয়াই উল্লেখ করেন। আমিও সুবিধার নিমিত্ত 'মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির বিশিষ্ট দুইটি মন আছে' বলিয়াই উল্লেখ করিব।

মানুষের মন দুইটি। ইংরাজীতে উহাদের একটিকে "অব্‌জেক্টিভ্ মাইণ্ড" (Objective Mind)* ; আর অপরটিকে "সাব্‌জেক্টিভ্ মাইণ্ড্" (Subjective Mind)† বলে। বাঙ্গলায় উহাদিগকে যথাক্রমে "বহির্মন" ও "অন্তর্মন" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই মন দুইটিই মানুষকে প্রতিনিয়ত চালনা করিয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্য মানুষ যে সকল কার্য্য করে, সেইগুলি সমস্তই এই দুই মনের উত্তেজনায় সম্পন্ন হয়। উহাদের উত্তেজনা ব্যতিরেকে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, আর অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, কোন কার্য্যই করিতে পারে না। সুতরাং

---

* Conscious Mind, Voluntary Mind, Objective Faculty, Intellect, etc.

† Sub Conscious Mind, Invountary Mind, Subjective Faculty Subliminal Self, Sleeping-Mind etc.

এই মন দুইটিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ; মানুষ তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। প্রভুর আদেশ ব্যতীত ভৃত্য যেমন কোন কায করিতে সমর্থ হয়না, সেইরূপ এই প্রভু দুইটির উত্তেজনা বা প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে মানুষ কোন কর্ম্মই করিতে পারেনা। সে জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় (normal condition) যে মনের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া আপনাকে পরিচালিত করে, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় যে মন কার্য্য করে, উহাকে "বহির্ম্মন" আর নিদ্রিতাবস্থায় বা অজ্ঞাতসারে যে মনের দ্বারা পরিচালিত হয়, অর্থাৎ মানুষের এই অবস্থায় যে মন কার্য্য করে, উহাকে "অন্তর্ম্মন" বলে। বহির্ম্মনের সর্ব্ব প্রধান গুণ বা ধর্ম্ম বিচার করা, এবং উহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষকে পরিচালিত করা। এই মন ইন্দ্রিয়গণের এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্য লইয়া ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করিয়া থাকে ; সুতরাং উহাকে যুক্তি বা প্রমাণের বিরুদ্ধে, কোন-কিছু স্বীকার, বিশ্বাস অথবা কোন কায করিতে প্রবৃত্ত করা যায় না। যখন আমরা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে কোন-কিছু স্বীকার, বিশ্বাস অথবা কোন কায করিতে আদেশ করি, তখন তাহার বহির্ম্মন ইন্দ্রিয়গণের এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্য লইয়া, উহা বিচার করিয়া দেখে যে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য কিনা ? অথবা আমাদের আদিষ্ট কার্য্যটি করা উচিত কি না ? যদি সত্য বা উচিত হয়, তাহা হইলে সে উহা করে, আর মিথ্যা বা অনুচিত হইলে করিতে স্বীকৃত হয় না। এই নিমিত্ত আমরা কাহারও দ্বারা কোন মিথ্যা বা অসঙ্গত কথা স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে, অথবা কোন অনুচিত কার্য্য করাইতে পারি না ; কারণ তাহার বিচার-বুদ্ধি বিশিষ্ট বহির্ম্মন তাহাকে উহা করিতে দেয়না। মানুষ

জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় জ্ঞানতঃ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল শারীরিক বা মানসিক কার্য্য সম্পন্ন করে, সে গুলি সমস্তই তাহার বহির্মনের।

অন্তর্মন বিচার শক্তিহীন। এজন্য এই মন বহির্মনের ন্যায় ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করিতে পারে না। ইহার সর্ব্বপ্রধান গুণ বা ধর্ম্ম কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আদেশ পালন করা এবং উহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষকে পরিচালিত করা। এই মন বিচার শক্তিহীন বলিয়া ইন্দ্রিগণের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত বা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের দ্বারা প্রমাণিত কোন বস্তু বা বিষয়ের বিরুদ্ধেও উহাকে কোন-কিছু স্বীকার বিশ্বাস অথবা কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করা যায়। যদি কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে একখানা পুস্তক দেখাইয়া, উহাকে বাঘ বলিয়া স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে কখনও উহা করিবে না; যেহেতু তাহার বিচার-শক্তি বিশিষ্ট বহির্মন উহা করিতে দিবে না। বহির্মনের ধর্ম্ম বিচার করা, সুতরাং এস্থলে এই মন দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিবে যে, উহা সত্য নহে, অর্থাৎ উহা বাঘ নয়,—একখানা পুস্তক। কিন্তু আবার সেই ব্যক্তিকেই সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ঐ পুস্তকখানাকে বাঘ বলিয়া স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে বলিলে, সে তখন তাহাই করিবে। যেহেতু তখন সে তাহার বিচার-শক্তিহীন অন্তর্মন কর্তৃক চালিত হইতেছে। এই মন বিচার-শক্তিহীন ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা বহ বলিয়া, সে উহা বিশ্বাস করিবে এবং হঠাৎ বাঘ দেখিলে লোক যেরূপ ভীত ও বিচলিত হয়, সে ব্যক্তিও ঐ পুস্তকখানা দেখিয়াই তদ্রূপ ভীত ও পলায়নপর হইবে। মানুষ স্বাভাবিক ও সম্মোহন নিদ্রায় এবং

অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করে, সে গুলি সমস্তই তাহার অন্তর্মনের।

বহির্মন মটর নার্ভ (Motor nerve) এবং অন্তর্মন সেনসরি নার্ভ (Sensory nerve) নামক স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বহির্মন পঞ্চ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেও অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উপর কোনরূপ আধিপত্য করিতে পারে না; যেমন আমরা জ্ঞানতঃ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষুর পাতা উঠাইতে ও নামাইতে পারি, কিন্তু যকৃত, পাকস্থলী, হৃদযন্ত্র ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে ইচ্ছামত নাড়া-চাড়া করিতে পারি না। আর অন্তর্মন শরীরস্থ প্রত্যেক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়ের উপরই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নানাবিধ সঙ্কোচন-প্রসারণ-কার্য্য অনেক সময়, আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় এবং ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃত ইত্যাদির ক্রিয়াও স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেজন্য আমাদিগকে কোনরূপ ইচ্ছা করিতে হয় না। শরীরস্থ তাবৎ ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রগুলির উপর অন্তর্মনের এইরূপ আধিপত্য বিদ্যমান থাকাতে, আমরা উহার সাহায্যে শরীর ও মনের বহু প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই।

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রতিপদক্ষেপ মানুষের বহির্মন তাহার বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; কারণ এই মন যেমন অনুসন্ধিৎসু ও বিচারক্ষম, তেমনি আবার নিয়ত জাগ্রত ও সতর্ক। বাস্তবিক ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে সে কখনও নিরাপদে তাহার বিষয়-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহার বহির্মন উন্নত নহে, সে পশুর সমান; যেহেতু সে বিচার-শক্তিহীন।

বিচার-শক্তিহীন মানুষকে যে প্রতিপদে বশীভূত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহা শিশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অন্তর্ম্মন যদিও অধিকাংশ সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করে, তথাপি আমরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া বলে, উহার সহায়তা লাভ করিয়া মানুষের শরীর ও মনের উপর, আমাদের ইচ্ছানুরূপ অনেক প্রকার কার্য্য করিতে পারি,—তাহাকে বশীভূত করিয়া প্রায় যদৃচ্ছারূপে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই। এই মনই শারীরিক-মানসিক-নৈতিক রোগ সকল আরোগ্য করে, মানসিক বৃত্তিনিচয়কে তীক্ষ্ণ ও উন্নত করে, এবং সম্মোহনবিদের আদেশানুসারে মানুষকে পরিচালিত করে। সুতরাং মানুষকে বশীভূত করিতে হইলে আমাদিগকে তাহার এই মনের উপরই কার্য্য করিতে হইবে।

বহির্ম্মন ও অন্তর্ম্মনকে নিম্নোক্ত ভাবে চিত্রিত করিতে পারা যায়। উহারা দুই ভাই; অন্তর্ম্মন বড় আর বহির্ম্মন ছোট। তাহারা দুই ভাইয়ে একটি ব্যবসায় করিতেছে। বড় ভাই কারবারের মালিক ও গুদামের কর্ত্তা; আর ছোট ভাই উহার অংশীদার ও একমাত্র পরিচালক—ম্যানেজার। বড় ভাই অসতর্ক, সরল বিশ্বাসী ও আজ্ঞাবহ বলিয়া ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন। সে তাহার খরিদ্দারদিগকে সহজে বিশ্বাস করে, এবং তাহারা যে দরে মাল-পত্র বিক্রয় করিতে বলে, সে লাভ লোকসানের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই দরেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে; এজন্য তাহাকে সর্ব্বদাই ঠকিতে হয়। এই সব কারণে বড় ভাই অনুপযুক্ত হওয়াতে ছোট ভাইই ব্যবসায়ের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ ক্রয় বিক্রয়াদি সমস্ত কার্য্য স্বয়ং সমাধা করে। ছোট ভাই বুদ্ধিমান,

সুচতুর, বিচারক্ষম ও সর্ব্বদা সতর্ক ; সুতরাং সে ব্যবসায়ের উপযুক্ত লোক সন্দেহ নাই। সে যেমন তাহার খরিদ্দারদিগের নিকট অধিক লাভ লইয়া মাল-পত্র বিক্রয় করে, তেমনি আবার মাল-পত্র খরিদ করিবার সময়ও ভাল জিনিষ দুই পয়সা কম দরে ক্রয় করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। বড় ভাই গুদামের কর্ত্তা রূপে সর্ব্বদা ঘরের ভিতর বসিয়া থাকে, আর ছোট ভাই স্বয়ং প্রহরী রূপে দোকানের সম্মুখ দরজায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অত্যন্ত সতর্কতায় সহিত ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। যখন কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা আসিয়া তাহার নির্ব্বোধ বড় ভাইএর সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে চেষ্টা করে, তখনই সে উপস্থিত হইয়া উহাতে বাধা দেয় এবং তাহার সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে স্বয়ং আলাপ করতঃ কার্য্য সমাধা করে, এবং কোন ক্রমেই তাহাকে বড় ভাইএর সম্মুখীন হইতে দেয় না।

এইক্ষণ আমরা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ আমরা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ছোট ভাইকে কার্য্যে বিরত করিতে না পারিব, ততক্ষণ তাহাকে এড়াইয়া বড় ভাইএর সঙ্গে, আমাদের অভীষ্ট বিষয়ে আলাপ করিতে সমর্থ হইব না। বড় ভাইএর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিয়া তাহাকে আজ্ঞাধীন করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন আমরা কি উপায়ে ছোট ভাইকে স্থানান্তরিত করিতে পারিব, আমাদিগকে এখন তাহাই দেখিতে হইবে। বহির্মনকে আমরা তিনটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিশ্চেষ্ট, সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় করিতে পারি। সেই তিনটি প্রক্রিয়া এই—"সম্মোহন আদেশ", "দৃষ্টিক্ষেপন" ও ''হাত-বুলান''। এই বিভিন্ন প্রক্রিয়া তিনটি কাহারো উপর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োগ করিলে

তাহার বহির্মনকে অল্প বা অধিক সময়ের জন্য নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়াবস্থায় আনয়ন করা যায় এবং তখন তাহার অন্তর্মন আদেশ পালনে বাধ্য হইয়া থাকে।

অন্তর্মনকে আমরা যাহা করিতে আদেশ করি, বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় বিনা আপত্তিতে সে তাহাই করিয়া থাকে; আমাদের আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। যদি তাহাকে এরূপ আদেশ করা যায় যে, সে কুকুর, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং আপনাকে বাস্তবিক কুকুর বলিয়া মনে করিবে! যদি তখন তাহাকে কুকুরের ডাক ডাকিতে বলা যায়, তবে সে কুকুরের মতই 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ করিতে আরম্ভ করিবে। তখন তাহাকে বানর বা ভল্লুক বলিয়া নাচাইতে, এক টুক্‌রা কাগজকে বিস্‌কুট বলিয়া, কিম্বা কতকগুলি পিঁয়াজ-রশুনকে সুস্বাদু লিচু বলিয়া খাওয়াইতে পারা যায় ইত্যাদি। উক্তরূপে আদেশ দিয়া যেমন তাহার মনে ইচ্ছামত যে কোন প্রকার মায়া ও ভ্রম জন্মাইতে পারা যায়, সেইরূপ তাহার শরীরস্থ অভ্যন্তরীণ যন্ত্র ও মানসিক বৃত্তিগুলিকেও অল্প বা অধিক পরিমাণে, স্থায়ী বা অস্থায়ীরূপে বশে আনিতে পারা যায়। এক কথায়, আমরা তাহাকে প্রায় যদৃচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারি। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা তাহার নৈতিক চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্তর্মন সেরূপ কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয় না।

পঞ্চম পাঠ

সম্মোহন আদেশ

যখন আমরা কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কোন-কিছু বিশেষভাবে বা দৃঢ়রূপে কাহারও হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার ইচ্ছায় বাক্য প্রয়োগ করি, তখন ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটিকে "সম্মোহন ইঙ্গিত" বা "সম্মোহন আদেশ" (hypnotic suggestion) বলে। এই আদেশ যে কেবল বাক্য দ্বারা দিতে হয়, তাহা নহে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভাব-ভঙ্গী দ্বারা বা মানসিক চিন্তা দ্বারাও কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমরা ভাল-মন্দ যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তাহাও অল্লাধিক পরিমাণে লোকের মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হই। মানসিক চিন্তা দ্বারা বা মনে মনে যে আদেশ প্রদান করা যায়, উহাকে "মানসিক আদেশ" (mental suggestion) বলে। সুতরাং যখনই আমরা এই তিন প্রকারের কোন রকমে অর্থাৎ বাক্য, চিন্তা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব-ভঙ্গী দ্বারা কাহাকেও কোন বস্তু বা বিষয়ের বিশেষ কোন দোষ-গুণ স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে কিম্বা কোন কার্য্য করাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা পাই, তখনই উহাকে "ইঙ্গিত" বা "আদেশ" বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

এই আদেশ সম্মোহন বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড। কারণ বিচার শক্তিবিশিষ্ট মানুষকে বশীভূত করিবার জন্য তাহার উপর যে সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, তন্মধ্যে এই আদেশই সর্ব্ব প্রধান। মানুষকে জাগ্রত (স্বাভাবিক) বা নিদ্রিত অবস্থায় হউক, বশীভূত করিতে তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আদেশ দিতে হয়। আদেশের ভাষা সাধারণ কথা-বার্ত্তার মত হইলেও উহা একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রযুক্ত হয় বলিয়া উহার

কার্য্যকরী শক্তি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। কেহ এক ব্যক্তিকে কোন একটি কায করিতে অনুরোধ করিলে, সে উহা করিতে পারে, কিম্বা নাও করিতে পারে ; কিন্তু তাহাকে সম্মোহিত করণান্তর আদেশ প্রদান করিলে, সে অবশ্য উহা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কাহাকেও কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের দোষ-গুণ স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে হউক, অথবা কঠিন বা সহজ কোন কার্য্য করাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মাইতে হউক, যথোপযুক্ত রূপে আদেশ প্রদান করিতে পারিলে উহা তাহার জাগ্রদবস্থায়ও কার্য্যকর হইয়া থাকে। প্রখর আদেশের শক্তি অনিবার্য্য ; আজ বা কাল হউক, অথবা দুই মাস পরেই হউক, উহা নিশ্চিতরূপে আশানুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। অতীতকালে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ম্ম জগতের কোন বিভাগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত গুণ ও ক্ষমতার মধ্যে প্রখর আদেশ দ্বারা মানুষকে বশীভূত করিবার শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান যুগেও এইরূপ শক্তিশালী স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, যাহাদের প্রবল ইঙ্গিত বা আদেশে শত শত লোক ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে আদেশ প্রদান করিতে পারি। যথা—বাক্য, চিন্তা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিশেষ ভাবভঙ্গী দ্বারা। যাহার সহিত স্বাধীনভাবে আলাপ করিবার সুবিধা হয়, তাহাকে মৌখিক আদেশ, আর যাহার সহিত কথা-বার্ত্তার কোন সুবিধা নাই, তাহাকে মানসিক আদেশ প্রদান করিতে হয়। মৌখিক আদেশের সহিত মানসিক আদেশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী পূর্ণ

ইঙ্গিত প্রদান করিলে, সেই আদেশের শক্তি প্রখরতর হয়। এই নিমিত্ত মৌখিক আদেশের সঙ্গে উক্ত দুই প্রকার আদেশও প্রয়োগ করা উচিত। এই তিনটি বিভিন্ন প্রকার আদেশ একযোগে প্রদান করার অর্থ এই যে, কার্য্যকারক মুখে যাহা বলিবে মনেও তাহাই ভাবিবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভাব-ভঙ্গী-দ্বারাও সেরূপ ভাবই প্রকাশ করিবে। মৌখিক আদেশের ন্যায় মানসিক আদেশও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গীপূর্ণ ইঙ্গিত তাহা করিতে পারে না। সে লোকের সহিত বিষয় কর্ম্মের আলাপে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত কার্য্যে সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত তাহাকে যাহা বলা আবশ্যক, সেই কথাগুলি পূর্ব্বেই মনোনীত করিয়া লইবে। ঐ কথাগুলি সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ তাহার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশক হইবে; এবং বলিবার সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক শব্দগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়া প্রকাশ করিবে। যদি কেহ দোকানদার রূপে কাহারও নিকট একখানা সাবান বা পুস্তক বিক্রি করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এই মত কিছু বলা উচিত হইবে; যথা—"এইখানা **খুব উৎকৃষ্ট** সাবান," বা সাবানের মধ্যে "**এইখানাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট**"; অথবা "এইখানা **খুব ভাল বই**" বা "এই বিষয়ে যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে **এইখানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**", অথবা "এরূপ **উৎকৃষ্ট পুস্তকই আপনি চান**" ইত্যাদি। অন্য কোন জিনিষ বিক্রি করিবার সময়ও সেই জিনিষের উৎকর্ষ বাচক ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক শব্দগুলির উপর উক্তরূপে বিশেষ জোর দিয়া, বাক্যটি ধীর, গম্ভীর ও সুস্পষ্ট স্বরে বলিবে। সে ক্রেতা, দশটি জিনিষ দেখিয়া হয়ত উহাদের মধ্য হইতে একটি পছন্দ করিবে। কিন্তু

তাহার দোকানে যে জিনিষগুলি আছে, ঐগুলিকেই তাহাকে পছন্দ করাইতে হইবে। সুতরাং যতক্ষণ সে তাহার জিনিষগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে এবং বিশ্বাস করাইতে না পারিবে, ততক্ষণ সে তাহার নিকট উহাদিগকে বিক্রয়ের আশা করিতে পারেনা। তাহাকে ঐ জিনিষগুলি পছন্দ করাইবার জন্য উহাদের প্রশংসা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে কেবল কতকগুলি বাজে কথা না বলিয়া, সরল, সুস্পষ্ট, গম্ভীর ও বিশ্বাসোদ্দীপক স্বরে, উহাদের গুণ বাচক ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির, অনুকূল শব্দগুলির উপর জোর দিয়া এমন ভাবে কথাগুলিকে ব্যক্ত করিবে, যেন উহাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র সংশয় না থাকে। যদি সে তাহাকে উক্তরূপ আদেশ প্রদান করতঃ তাহার মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়, তবে সে নিশ্চয় তাহার আদিষ্ট দ্রব্যগুলি ক্রয় করিতে বাধ্য হইবে। আর যদি সে কোন কারণে আজ চলিয়া যায়, তথাপি তাহার এই আদেশের অনিবার্য্য শক্তি প্রভাবে, তাহাকে পুনরায় আর এক দিন আসিয়া উহা ক্রয় করিতে হইবে। এইরূপে আইন ব্যবসায়ী বিচারককে, বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে, চিকিৎসক রোগীকে ও নিম্নতন কর্ম্মচারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বশীভূত বা প্রভাবিত করিয়া তাহার দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতে পারে। ফলতঃ আদেশ যথোপযুক্ত রূপে প্রদত্ত হইলে উহা কখনও নিষ্ফল হয় না। যে সকল ব্যবসায়ী আদেশের এই গুপ্ত রহস্য অনবগত, তাহাদের ব্যবসায়-স্থল বিফলতার লীলা-ভূমি।

শিক্ষার্থী যে কথাগুলি আদেশ রূপে ব্যবহার করিবে, সেইগুলিকে পূর্ব্বেই দুই চার বার মনে মনে আওড়াইয়া লইবে, যেন বলিবার সময় মুখে না-আটকায়। আদেশগুলিকে খুব একাগ্রচিত্তে প্রদান করিবে এবং

বলিবার সময় মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ যদি সে নিজেই তাহার কথার প্রতি আস্থাশূন্য হয়, কিম্বা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার এরূপ ধারণা হয় যে, "বুঝি সে তাহার কথা বিশ্বাস করিল না", বা "বুঝি সে তাহার মন আকৃষ্ট করিতে পারিল না",তাহা হইলে তাহার সেই আদেশের অন্তর্নিহিত কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা সে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে, আন্তরিক উৎসাহের সহিত বলিবে এবং দৃঢ়তার সহিত মনে এরূপ বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তাহার কথাগুলি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। একাগ্রতার সহিত মৌখিক আদেশের পুনরাবৃত্তি করিলে উহার শক্তি বৃদ্ধি পায়; এজন্য একটি আদেশ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে উহা অধিক নিশ্চয়তার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাকে আদেশ প্রদান করিবে, সে যেরূপ ভাষা সহজে বুঝে সর্ব্বদা সেইরূপ শব্দ ব্যবহার করিবে এবং সে যে ভাষা জানেনা, তাহাতে কখনও তাহাকে আদেশ করিবে না।

আমার বিশ্বাস, আমার মনের ভাবগুলি আমি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি এবং শিক্ষার্থীও উহাদিগকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। মানুষকে বশীভূত করিতে যে যে শক্তি আবশ্যক, তন্মধ্যে ইহা একটি প্রধান শক্তি; এই নিমিত্ত আমি এই বিষয়টি বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সে বৈষয়িক জীবনে উন্নতি লাভের প্রয়াসী হইলে, প্রতিপদক্ষেপে যে সকল লোকের সংশ্রবে আসিবে, তাহাদিগকে আবশ্যকানুযায়ী আদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা পাইবে।

ষষ্ঠ পাঠ

চক্ষুর মোহিনী শক্তি

উপযুক্তরূপে সম্মোহন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে, শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি বা চাহনিকে স্থির ও প্রখর করিবে। যদিও মানুষকে কেবল আদেশ দ্বারাও সম্মোহিত করা যায়, তথাপি তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে, প্রথম সম্মোহন আদেশ শক্তির এবং তৎপরেই চক্ষুর মোহিনী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ চক্ষুর যে মোহিনী শক্তি আছে, তাহা সর্ব্বত্র সুবিদিত। কর্ম্মানুরোধে শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত যে সকল লোকের সংস্রবে আসিতে হয়, তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যাহাদের দৃষ্টির এই মোহিনী শক্তি আছে, অর্থাৎ যাহারা স্থির ও প্রখর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আপনাপন বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাদের নিকট সে সহজেই বশীভূত হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনা সে কখনও লক্ষ্য না করিতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য কথা। আর যদি লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত মনে করিবে যে, তাহার 'চক্ষুলজ্জা' বশতঃই সে তাহাদের 'অনুরোধ' রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু উহা কি বাস্তবিক 'চক্ষুলজ্জা' ?—না মনের 'দুর্ব্বলতা' ? যে মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সে নির্ব্বোধের মত, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কি, অনেক স্থলে বিবেকের বিরুদ্ধেও তাহাদের আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন

করিতে বাধ্য হইয়াছে? অনভিজ্ঞ লোকেরা যাহা 'চক্ষুলজ্জা' বলিয়া মনে করে, অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানবিদগণ তাহা 'মনের দুর্ব্বলতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর যাহা সে 'অনুরোধ' বলিতে চায়, তাহাও বাস্তবিক অনুরোধ নহে,—তাহাদের প্রবল আদেশ ;—যাহার অন্তর্নিহিত গুপ্তশক্তি তাহাকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য করিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে পারে না এবং ঘন ঘন চক্ষু বুজে কিম্বা চক্ষুর পাতা উঠা-নামা করে, তাহাদের দৃষ্টির কোন বিশেষত্ব নাই। এরূপ দৃষ্টি কখনও কাহাকে বশীভূত করিতে পারে না। সুতরাং যথোপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা শিক্ষার্থীর দৃষ্টি স্থির ও প্রখর করিতে হইবে।

চক্ষুর মোহিনী দৃষ্টি অনেক প্রকারে বৰ্দ্ধিত করা যায়। কেহ কেহ পকেট বা হাত ঘড়ির চলন্ত কাটার উপর, কেহ বা সাদা দেওয়ালে রূপার দোয়ানীর আকারে একটি কাল বৃত্ত চিত্রিত করিয়া তাহার উপর, আবার কেহ বা হাতের তালুতে খুব চকচকে একটি সিকি বা আধুলি রাখিয়া উহার উপর 'দৃষ্টি স্থির করণ' অভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালীটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, উহা দ্বারা 'দৃষ্টি স্থির করণ' এবং 'অপরের মোহিনী দৃষ্টির কার্য্য প্রতিরোধ বা বিফল করিবার' শক্তি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য আমি শিক্ষার্থীকে উহা অভ্যাস করিতেই পরামর্শ দিতেছি। অবশ্য, উহা অভ্যাস করিতে যদি কাহারও কোন অসুবিধা হয়, তবে সে, তাহার ইচ্ছামত পূর্ব্ব কথিত প্রণালী সমূহের যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে।

অনুশীলন

একটি নিভৃত ও নির্জ্জন গৃহে একখানা পুরু আয়না লইয়া, উহা দেওয়ালের গায়ে, শিক্ষার্থীর মুখের সমান উচুতে, এমন ভাবে ঝুলাইবে, যেন উহার সম্মুখে সরল ভাবে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলে সম্পূর্ণ মুখের ছবি উহাতে প্রতিফলিত হয়। তৎপরে শিক্ষার্থী ঐ আয়নার ২।৩ ফুট দূরত্বের মধ্যে হাত দুই খানি দুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া সরলভাবে দাঁড়াইবে এবং চক্ষু দুইটি সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ঐ আয়নার প্রতি তাকাইলে যে উহাতে তাহার মুখের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইবে, সেই প্রতিকৃতির নাকের গোড়ায় (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে) আধ মিনিট বা এক মিনিট সময় দৃষ্টি স্থির রাখিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে চক্ষু দুইটিকে কখনও নাড়া চাড়া করিবে না। একবার ঐরূপ করা হইলে, আধ মিনিটের জন্য চক্ষু দুইটিকে একটু বিশ্রাম দিয়া, (আধ মিনিটের স্থলে ১০ বার এবং এক মিনিটের স্থলে ৭ বার) উহার পুনরাবৃত্তি করিবে ও প্রতিবার আধ মিনিট সময় উহাদিগকে বিরাম দিবে। সে ১০ মিনিট কাল প্রতি দিন নিয়মিতরূপে এই অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে এবং বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত না হইলে কোন দিন অনুশীলন বন্ধ রাখিবে না।

শিক্ষার্থী এই অনুশীলনটি একটি নীরব ও নির্জ্জন গৃহে দিনের বেলা অভ্যাস করিবে। সকাল, মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ণে যখন তাহার অবসর বা সুবিধা হইবে, তখনই সে উহা করিতে পারে; কিন্তু উহা রাত্রিতে অভ্যাস করিবে না। কারণ তাহাতে অপ্‌টিক নারভ্‌ (optic nerve) নামক স্নায়ুর উপর বেশী চাপ লাগিয়া চক্ষের অনিষ্ট করিতে পারে।

অভ্যাস করিবার সময় বাহিরের বাতাস তাহার চক্ষে না লাগে, অথচ ঘর ও অন্ধকার না হয়, এরূপ ভাবে সে ঐ ঘরের দরজা-জানালাগুলি পূর্ব্বে বন্ধ করিয়া দিবে। ইহা অভ্যাস করিবার সময় চক্ষু হইতে জল পড়িলে কিম্বা চক্ষু জ্বালা করিলেও উহাদিগকে রগড়াইবে না; অনুশীলনটি শেষ হওয়া মাত্র উহাদিগকে শীতল জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিলেই আর কোন জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিবে না।

শিক্ষার্থী তাহার সামর্থ্যানুসারে আধ মিনিট বা এক মিনিট সময় লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিবে। যাহার চোখ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সে আধ মিনিটেরও কম সময় (১৫ বা ২০ সেকেণ্ড), আর যাহার দৃষ্টি সবল সে এক মিনিটেরও অধিক সময় লইয়া প্রথম অভ্যাস আরম্ভ করিতে পারে। দৃষ্টির স্থিরতা সম্বন্ধে উন্নতি বুঝিলে (অর্থাৎ কিছুদিন অভ্যাস করার পর তাহার দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীক্ষণ স্থায়ী ও প্রখর হইয়াছে এরূপ বোধ করিলে) সে প্রতি ৩।৪ দিন অন্তর আধ মিনিট বা এক মিনিট হিসাবে অভ্যাসের সময় বাড়াইতে পারে। যতদিন সে বিনাক্লেশে স্থির ও সতেজ দৃষ্টিতে ১৫।২০ মিনিট কাল তাকাইয়া থাকিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন উক্ত নিয়মে অভ্যাসের সময় বাড়াইতে থাকিবে। এই অনুশীলনটি সে কেবল দশ মিনিট অভ্যাস করিবে; সুতরাং যেমন সে ৩।৪ দিন পর পর অভ্যাসের সময় বাড়াইবে, সেই পরিমাণে তাহাকে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও কমাইতে হইবে। যে আধ মিনিট লইয়া অভ্যাস করিবে সে ১০ বার, আর যে এক মিনিট লইয়া করিবে, সে ৭ বার উহার পুনরাবৃত্তি করিবে; কিন্তু যখন সে ২ মিনিট সময় লইয়া অভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন কেবল ৪ বার উহার পুনরাবৃত্তি করিবে। বলা

বাহুল্য যে, অভ্যাসের সময় বাড়াইবার সঙ্গে তাহাকে উক্ত নিয়মে পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও কমাইতে হইবে। সে প্রথম প্রথম ১০ মিনিটের বেশী সময় লইয়া উহা অভ্যাস করিবে না। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর তাহার চাহনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্থির ও সতেজ হইলে তখন সে ১৫ বা ২০ মিনিট কাল উহা অভ্যাস করিতে পারে।

এই অনুশীলনটি অভ্যাস করিবার সময়, চক্ষের মোহিনী শক্তি লাভ সম্বন্ধে, শিক্ষার্থী একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবে এবং প্রত্যেক দিনের অভ্যাসেই তাহার উক্ত শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে এরূপ ধারণা করিবে। উক্ত অনুশীলনের সাহায্যে এই শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া যখন সে কাহারও নাসিকা-মূলে স্থির ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক আদেশ দিবে, তখন সেই শক্তি প্রায় অনিবার্য্যরূপে কার্য্যকরী হইবে সে গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে, নিশ্চয় এই মোহিনী শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সপ্তম পাঠ

পাস করণ বা হাত বুলান

ইংরাজীতে যাহাকে "পাস করণ" কহে, বাঙ্গলায় তাহাকে "হাত বুলান" বলা যায়। লোককে সম্মোহিত (hypnotise or mesmerise) করিতে তাহার শরীরে পাস করিতে বা হাত বুলাইয়া দিতে হয়। এই হাত বুলান বা পাস (laying on of hands) বিশেষভাবে কেবল রোগ চিকিৎসার জন্যই প্রাচীন এশিয়াতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচলন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও এতদ্দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার খুব প্রচলন আছে। এখনও সময় সময় সাধু-সন্ন্যাসী, ওঝা-ফকির ইত্যাদি ব্যক্তিগণকে তাহাদের বিশেষ প্রণালীতে "হাত বুলাইয়া" বা "ঝাড়িয়া" (ঝাড়-ফুক্ করিয়া) অত্যন্ত কঠিন কঠিন রোগ অত্যাশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিতে দেখা যায়। এই পাস বা হাত বুলান আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতায় নিকট এত অধিক পরিচিত যে, কাহার শরীরের কোন স্থানে কোন রোগ হইলে বা কোন প্রকার আঘাত লাগিলে নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাও সেই পীড়িত স্থানের উপর হাত বুলাইয়া যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা পাইয়া থাকে। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্য বা অনুসরণকারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারিতেন। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর, বোধ হয় পাদরিগণের দ্বারাই ইহার ব্যবহার ইয়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে এই পাসের বহুল প্রচলন থাকিলেও ইহার প্রকৃত অর্থ বোধহয় খুব কম লোকেরই জানা ছিল।

যাহা হউক, জৈব আকর্ষণী বিদ্যাবিৎ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেস্‌মার্‌ই সর্ব্বপ্রথম ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ মোহিতাবস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত নিয়মিতরূপে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করেন।

ডাক্তার মেস্‌মার মোহিতাবস্থাকে (mesmerised condition) ম্যাগ্নেটিজম্ বা জীবনী শক্তির ক্রিয়ার স্পষ্ট ফল (direct effect) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবনী শক্তি হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে বলিয়া একটি বিশেষ প্রণালীতে অঙ্গুলি চালনা দ্বারা (অর্থাৎ পাস করিয়া বা হাত বুলাইয়া) পাত্রের শরীরে উহা প্রেরণ বণ্টন, সঞ্চালন এবং লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালন, (transmitting, distributing, circulating and directing) ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারা যায়। অতএব মেস্‌মেরিজমে পাসের ব্যবহার অপরিহার্য্য।

পক্ষান্তরে হিপ্নোটিষ্ট্‌দের মত এই যে, মোহিতাবস্থা (hypnosis) ম্যাগ্নেটিজম্ এর ফল নয়; যেহেতু পাস ব্যতিরেকে কেবল আদেশের সাহায্যেও এই অবস্থা উৎপাদন করা যায়। তবে পাস দ্বারা পাত্রের স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর আরামপ্রদ একটি কোমল অনুভূতি জন্মে বলিয়া উহা কিয়ৎপরিমাণে তাহার নিদ্রা উৎপাদনের সাহায্য করিয়া থাকে মাত্র। এজন্য তাঁহারা সম্মোহন করিতে পাস অপেক্ষা আদেশই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং বেশী পরিমাণে উহাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পাস প্রধানতঃ দুই প্রকার;—"নিম্নগামী" (downward) ও "ঊর্দ্ধগামী" (upward); উহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—"স্পর্শযুক্ত" (with contact) ও "স্পর্শহীন" (without contact)। সম্মোহনবিৎ

পাস করণ বা হাত বুলান

যখন পাত্রের শরীর স্পর্শ করতঃ, তাহার মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে "স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস" (downward pass with contact), আর যখন সে তাহার হাত দ্বারা পাত্রের শরীর স্পর্শ না করিয়া (শরীরের এক ইঞ্চি উপর দিয়া) তাহার মাথার দিক হইতে আরম্ভ করতঃ পা পর্য্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে "স্পর্শহীন নিম্নগামী পাস" (downward pass without contact) বলে। আবার যখন সম্মোহনবিৎ পাত্রের শরীর স্পর্শ করিয়া তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে "স্পর্শযুক্ত ঊর্দ্ধগামী পাস" (upward pass with contact) বলে; এবং যখন পাত্রের শরীর স্পর্শ না করিয়া উক্তরূপে পাস করে, তখন তাহাকে "স্পর্শহীন ঊর্দ্ধগামী পাস" (upward pass without contact) বলে। নিম্নগামী পাস পাত্রকে মোহিত করিতে, আর ঊর্দ্ধগামী পাস কেবল মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাস করিবার প্রণালী :—পাত্রকে সম্মোহিত করিতে কার্য্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি অল্প ফাঁক করিয়া হাত দুইখানা কাঁপাইতে কাঁপাইতে তাহার সমস্ত শরীরে বা উহার বিশেষ কোন অংশে, শরীরের উপর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর নীচের দিকে উহাদিগকে বুলাইয়া দিয়া থাকে। সর্ব্বদাই উভয় হাত দ্বারা পাস করা হয় না; কখনও ডান হাত দ্বারা আবার কখনও বা বাম হাত দ্বারা পাস করিতে হয়; সুতরাং এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্টরূপে কোন উপদেশ দেওয়া কঠিন। পাত্রকে মোহিত করিবার সময় কখন কিরূপ পাস দিতে হয়, তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইয়াছে এবং মেস্‌মেরাইজ্ করিতে যে সকল পাস সর্ব্বদা

ব্যবহৃত হয়, তাহাও দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে; সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পাঠে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যকতা নাই।

একখানা ইজি চেয়ারে কিম্বা বিছানায় একটি লোক শুইয়া আছে, এরূপ কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত মনুষ্য-শরীরের উপর, মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত পাস করিবে, একবার করা হইলে পুনর্ব্বার করিবে এবং ক্রমা গত দশ মিনিট উক্তরূপ পাস দিবে। পাত্রকে ঘুম পাড়াইবার আদেশের (যাহা পরে বিবৃত হইতেছে) সহিত এই অনুশীলনটি সুন্দররূপে অভ্যাস করিয়া লইলে, শিক্ষার্থী পাত্রকে শীঘ্র নিদ্রিত বা সম্মোহন করিতে সমর্থ হইবে। পাস প্রয়োগ না করিয়া কেবল আদেশ এবং মোহিনী-দৃষ্টি দ্বারা মোহিত করিতে পারা যায়; কিন্তু তৎসঙ্গে পাস ব্যবহার করিলে, উহাদের সম্মিলিত শক্তি প্রখরতর হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থী এই অনুশীলনটি সুন্দররূপে অভ্যাস করিয়া লইবে। যেহেতু অভ্যাস না থাকিলে ক্রমাগত অধিকক্ষণ পাস দেওয়া যায়না—হাত, কোমর ইত্যাদি স্থানে বেদনা হয় এবং তজ্জন্য অস্বস্তি বোধ হয়। মোহিত করিবার সময় অস্বচ্ছন্দতা বোধ কারলে প্রখর ভাবে মনঃ শক্তি প্রয়োগ করা যায়না। এজন্য ইহাতে তাহার এমন অভ্যাস থাকা চাই, যেন আবশ্যক হইলে, সে কিছু মাত্র কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ না করিয়া ক্রমাগত ২৫।৩০ মিনিট কাল পাস দিতে পারে।

অষ্টম পাঠ

শরীরে শিথিলতা উৎপাদন

শরীরের বিশেষ কোন অংশে বা সমস্ত শরীরে ইচ্ছামত শিথিলতা উৎপাদন, সম্মোহন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশের প্রথম পাঠ। যেমন অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সর্ব্বাগ্রে সংখ্যা লিখন ও পঠন শিখিতে হয়; কিম্বা কোন ভাষায় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিলে, ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি প্রথম উপলব্ধি করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ এই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে কৃতকার্য্যতা লাভের প্রয়াসী হইলে, শিক্ষার্থীকে বর্ত্তমান পাঠের উপদেশানুসারে শরীরে ইচ্ছামত শিথিলতা-উৎপাদন অনুশীলনটি সর্ব্ব প্রথম অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে।

কয়েকটি যুবককে আহ্বান করিয়া চেয়ারে বসাইবে। তাহারা স্থির ও শান্তভাবে চেয়ারে বসিলে পর, তাহাদের দক্ষিণ তর্জ্জনীগুলি সরল রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে খাড়া করিয়া ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলিকে মুষ্টিবদ্ধ করিতে বলিবে; তৎপরে তাহাদের দণ্ডায়মান দক্ষিণ তর্জ্জনীগুলির উপর, বামতালুগুলি সম্পূর্ণরূপে শিথিল ও বলশূন্য করিতে বলিবে। তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের বামহাতগুলি এরূপ ভাবে অসার ও বলশূন্য করিবে, যেন শিক্ষার্থী তাহাদের ডান হাতগুলি সরাইয়া লইবা মাত্র তাহাদের বাম হাতগুলি পড়িয়া যায়। ডান হাতগুলি অপসারিত হইলে বাম হাতগুলি পড়িয়া যাইবার কারণ এই যে, ঐ হাতগুলি সম্পূর্ণরূপে বলশূন্য ও শিথিল হওয়াতে, উহারা নিরালম্ব অবস্থায় কখনও শূন্যে থাকিতে

পারে না। এরূপ বলিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহারা উক্ত উপদেশ মত, তাহাদের বামহাতগুলি বলশূন্য ও শিথিল করিয়াছে কিনা? তাহারা সম্মতি সূচক উত্তর দিলে, শিক্ষার্থী তাহাদের এক ব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার ডান হাতখানা হঠাৎ টান্ দিয়া সরাইয়া ফেলিবে। যদি ডান হাত সরাইবার অব্যবহিত পরেই তাহার বাম হাতখানা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে উক্ত উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারিয়াছে, অর্থাৎ সে তাহার বাম হাতখানা সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং সে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইল। আর যদি তাহার ডান হাত সরাইয়া লইবার পরেও বাম হাতখানা পড়িয়া না গিয়া থাকে, তবে সে উক্ত উপদেশ মত বাম হাতখানা সম্পূর্ণরূপে বলশূন্য ও শিথিল করিতে পারে নাই; যেহেতু উহা আশ্রয় হীন হইয়াও শূন্যে অবস্থান করিতেছে! সুতরাং সে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। শিক্ষার্থী তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক এক করিয়া ঐরূপে পরীক্ষা করিবে এবং উহার ফলাফল লক্ষ্য করিবে। যাহারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইল, তাহাদিগকে গ্রহণ করতঃ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু যাহারা প্রথম বার অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের কেহ পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া উহাতে কৃতকার্য্য হইলে পর তাহাকেও পরবর্ত্তী পরীক্ষায় জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পাত্রদিগের উপর এই পরীক্ষাটি করিবার সময়, তাহারা কোনরূপ প্রতারণা করিতে না পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষ সতর্ক থাকিবে। কারণ, কেহ কেহ বাম হাত সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে না পারিয়া, ডান হাত সরাইয়া লইবার সময়, বাম হাতখানা ইচ্ছাপূর্ব্বক ও চতুরতার সহিত

ফেলিয়া দিয়া এরূপ ভাণ করে, যেন তাহার হাত স্বতঃই পড়িয়া গিয়াছে। এরূপ চতুরতা সহজেই ধরা যায়। বাম হাতখানা সম্পূর্ণ শিথিল ও আশ্রয় শূন্য হইয়া যদি স্বতঃই পড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে (অর্থাৎ ঐ টুকু উচ্চ হইতে ঐরূপ ভার বিশিষ্ট কোন নির্জ্জীব পদার্থের পতনে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, তাহার পূর্ব্বে) পড়িতে পারেনা। পক্ষান্তরে ঐ হাত তাহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইলে, উহা হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আর না হয় পরে পড়িবে।

পাত্রদিগের উপর এই পরীক্ষাটি করিতে চেষ্টা পাইবার পূর্ব্বে, শিক্ষার্থী নিজে ইহা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া লইবে যে, কিরূপে দক্ষিণ তর্জ্জনীর উপর বাম হাতের তালু রাখিয়া উহাকে বলশূন্য ও শিথিল করিতে হয়। কারণ যাহা সে নিজে জানেনা, তাহা সে অপরের দ্বারা সম্পাদন করাইতে পারিবে না। নিম্নোক্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে সে প্রথম বারে না হউক, অন্ততঃ কয়েক বারের চেষ্টায়, হাতে শিথিলতা উৎপাদন ক্রিয়াটি সুন্দররূপে শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সে সরলভাবে দাঁড়াইবে কিম্বা চেয়ারে বসিবে। তৎপরে পূর্ব্বকথিত নিয়মে, তাহার দক্ষিণ তর্জ্জনীটি উর্দ্ধমুখে দাঁড় করাইয়া, ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উহার উপর বাম তালু স্থাপন করিবে এবং বাম কণুইটিকে শরীরের বাম পার্শ্বের সঙ্গে লাগাইয়া কোমর পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে। এইক্ষণ সে চোখ বুজিয়া মনোযোগের সহিত চিন্তা করিবে যে, তাহার বাম হাতখানা ক্রমেই বলশূন্য ও অসার হইয়া পড়িতেছে। এক মিনিট এরূপ চিন্তা করার পর, উপস্থিত কোন বন্ধুকে তাহার অজ্ঞাতসারে ডান

হাতখানা হঠাৎ টান্ দিয়া সরাইয়া ফেলিতে বলিবে। যখন সে ব্যক্তি উক্তরূপে ডান হাত সরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার বাম হাতখানাও আপনা আপনি পড়িয়া গিয়াছে। যদি শিক্ষার্থী দুই-একবার চেষ্টা করিয়া উহা সম্পাদন করিতে না পারে, তবে আরও অধিকবারের চেষ্টায় ইহা শিক্ষা করিয়া লইবে। কারণ সে এই সহজ পরীক্ষাটিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে পরবর্ত্তী কঠিন পরীক্ষাগুলি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে না।

শিক্ষার্থী এই অভ্যাসটি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া লইবার পর, যখন বিশেষ কোন শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রমে তাহার খুব ক্লান্তি বোধ হইবে, তখন সে একখানা ইজি চেয়ারে কিম্বা বিছানায় চিৎভাবে শুইয়া শরীরের সমস্ত মাংসপেশীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বলশূন্য ও শিথিল করতঃ দশ মিনিট নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া থাকিলে অনুভব করিবে যে, তাহার দুই ঘণ্টা ব্যাপী বিশ্রামের কায হইয়াছে। শরীরস্থ মাংসপেশীগুলিকে সর্ব্বদা শক্ত করিয়া রাখা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা দুই ঘণ্টা বিশ্রামে যে আরাম অনুভব করিবে, তাহা সে দশ মিনিটেই উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। এই বিজ্ঞানের উচ্চ শাখা ভুক্ত কতগুলি কঠিন বিষয় আছে, যথা—দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রবণ, দিব্যানুভূতি ইত্যাদি—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা সকল সম্পাদন করিতে তাহাকে আবশ্যকীয়রূপে সমস্ত শরীরে শিথিলতা উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং সে সর্ব্বতোভাবে এই অভ্যাসটি সুন্দর রূপে শিক্ষা করিয়া লইবে।

নবম পাঠ

শিক্ষার প্রণালী

শিক্ষার্থী পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠ সমূহ হইতে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেও, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান পাঠে তাহাকে নির্দ্দিষ্টরূপে উপদেশ প্রদান করা হইল। ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি শিক্ষার্থী অনুশীলন অভ্যাস করিবার একখানা তালিকা চাহিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিল ; কিন্তু সেরূপ তালিকা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সুবিধা জনক হইলেও সকলের পক্ষে তাহা নহে। কারণ সকলের অবসর ও সুযোগ একরূপ নয়। কোন শিক্ষার্থী হয়ত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় ব্যয় করিতে পারিবে, আর কাহারও বা সময় অল্প বলিয়া দৈনিক দেড় বা এক ঘণ্টার অধিক সময় শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং উক্ত তালিকা দ্বারা সকলের তুল্যরূপে উপকার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ন্যূন পক্ষে এক হইতে দেড় ঘণ্টা সময় শিক্ষার সময় ব্যয় করিতে হইবে এবং বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত না হইলে সে কোন দিন কোন অভ্যাস বন্ধ রাখিবে না।

শিক্ষার্থী প্রথম হইতে অষ্টম পাঠের বিষয়গুলি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার পর শিক্ষার প্রবৃত্ত হইবে। যে শক্তি বলে মানুষ অপরের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহাদের মনের উপর আধিপত্য এবং নিজের শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারে, শিক্ষার্থী সেই লুক্কায়িত শক্তিলাভের অভিলাষী হইলে, সে শিক্ষার সুরু

হইতেই সংযম ও সাধনার পথ অবলম্বন করিবে। আর যদি সে কেবল সম্মোহনের কৌশল শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহার আহার বিহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই। দিনের বেলা কিম্বা রাত্রিতে যখন তাহার মন প্রশান্ত থাকিবে, তখন সে একাগ্রচিত্তে নিম্নোক্ত অনুশীলগুলি অভ্যাস করিবে। সে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ১০ হইতে ১৫ মিনিট দৃষ্টির অনুশীলন, ৫ হইতে ১০ মিনিট পাস করণ বা হাত বুলান, ১০ হইতে ১৫ মিনিট শরীরে শিথিলতা-উৎপাদন শিক্ষা এবং ৩৫ হইতে ৫০ মিনিট সময় বালক ও যুবকের উপর শারীরিক পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিবে। দিবা কিম্বা রাত্রিতে যখন ইচ্ছা সে এই অনুশীলন-গুলি করিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টির অনুশীলনটি দিনের বেলা করাই ভাল; কারণ তাহাতে চোখের ক্লান্তি কম বোধ হইবে। কেহ কেহ মোহিনী দৃষ্টি লাভের আশায় সূর্য্য, চন্দ্র বা প্রদীপের শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে বলিয়া শোনা গিয়াছে। এরূপ অভ্যাস চক্ষের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন শিক্ষার্থী কদাপি এরূপ কোন অভ্যাসের প্রয়াস পাইবে না। দৃষ্টির অনুশীলনটি দাঁড়াইয়া করার ব্যবস্থা আছে; যদি কাহারও তাহাতে অসুবিধা বোধ হয়, তবে সে চেয়ার, তক্তপোষ (চৌকি) অথবা ঘরের মেঝেতে আসনের উপর বসিয়া অভ্যাস করিতে পারে। উহার প্রধান বিষয় এই যে, শিক্ষার্থী আসনের (যে কোন আসন হউক) উপর মেরুদণ্ড সরল রেখার ন্যায় খাড়া করিয়া বসিবে, এবং ভূমি হইতে তাহার চক্ষু যতদূর উর্দ্ধে অবস্থিত, ততদূর উচ্চে তাহার সম্মুখস্থ দেয়ালের গায়ে আয়নাখানা টাঙ্গাইয়া লইবে এবং শরীর নাড়া-চাড়া না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া অভ্যাস করিবে। এক বা দুই সপ্তাহ-

কাল পাস করণ ও শিথিলতা-উৎপাদন শিক্ষা করা হইলে, উহাদিগকে আর নিয়মিতরূপে অভ্যাস করার আবশ্যকতা নাই ; কিন্তু যতদিন কোন বস্তুর প্রতি সে ১৫ বা ২০ মিনিট কাল বিনা ক্লেশে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে না পারিবে, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতরূপে উহা অভ্যাস করিবে।

নির্জ্জন গৃহে বা মাঠে আদেশ দেওয়া শিক্ষা করিবে। কোন ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এরূপ কল্পনা করিয়া এই কল্পিত মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ় ও বিশ্বাসোদ্দীপক স্বরে এরূপ আদেশ দিবে—"তোমার হাত অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জুড়িয়া গিয়াছে," "তোমার চোখ খুব কঠিন রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে," "তুমি আর চল্‌তে পাচ্ছ না," "তুমি কখনও পার না," "কিছুতেই পাচ্ছ না" ইত্যাদি। যখন লোকের সহিত বিষয়-কর্ম্মের আলাপ করিবে, তখনও অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক শব্দগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়া কথা বলিবে। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলেই সে ধীর, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে কথা বলিতে সমর্থ হইবে।

অনেকের ধারণা যে, মনঃ শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া কাহাকেও শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করা যায় না ; তাহা ভুল। কারণ মানুষ মাত্রেরই অল্পাধিক পরিমাণে স্বভাব-দত্ত সম্মোহন শক্তি আছে, যাহা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রয়োগ করিতে পারিলে সামান্য চেষ্টাতেই এই সহজ শারীরিক পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করা যায়। সুতরাং সে চক্ষের অনুশীলন, হাত-বুলান, ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে বালক ও যুবকদের উপর শারীরিক পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের প্রয়াস পাইবে। যে সকল শিক্ষার্থী লোক সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারা প্রত্যহ ২।৩টি নূতন লোক

লইয়া চেষ্টা করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কোন না কোন ব্যক্তিকে দুই-একটি শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ সে যত অধিক সংখ্যক লোক লইয়া চেষ্টা করিবে, সে তত শীঘ্র ও সহজে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে এই পুস্তকের সাহায্যে প্রথম চেষ্টাতেই শারীরিক পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। যদি কেহ পরীক্ষার জন্য প্রত্যহ নূতন লোক সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে সে একটি বা দুইটি লোকের উপর ক্রমাগত ২।৩ দিন চেষ্টা করিবে, যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হয়, তবে আবার একটি কি দুইটি নূতন লোক লইয়া চেষ্টা করিবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত সে ২০।২১ জন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর উক্ত পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের প্রয়াস না পাইয়াছে, ততদিন সে কখনও চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না।

শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহাদের শিক্ষার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, অথচ সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক লোক সংগ্রহ করিবার তেমন আগ্রহ বা চেষ্টা নাই। তাহাদের পক্ষে এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা করা কঠিন। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে যেমন জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদ-নদী ইত্যাদি আঁকিয়া হাত পাকাইতে হয়, মল্ল বিদ্যা শিখিতে হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পালোয়ানের সহিত লড়িয়া 'প্যাচের' নানা কৌশল শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর এই সকল পরীক্ষা করিতে হয়। জলে না নামিয়া কেবল মৌখিক উপদেশের সাহায্যে যেমন কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর চেষ্টা

না করিলে এই বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। অতএব যদি শিক্ষার্থী এই গুপ্ত বিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে যথার্থ অভিলাষী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে অবশ্য পাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর চেষ্টা করিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি শিক্ষার্থী আমাকে লিখিয়াছিল যে, যদি তাহারা কাহারও উপর কোন শারীরিক পরীক্ষা সম্পাদনের চেষ্টা পাইয়া উহাতে অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাদের প্রতিষ্ঠার হানি হইবে। যদি চেষ্টার বিফলতা পদমর্য্যাদার হানিকর হইত, তবে বিশেষভাবে চিকিৎসক দিগকে তাহাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইত। যাহারা লোকের নিকট অপ্রতিভ হইবার আশঙ্কা করে, তাহারা পাত্রদিগকে লইয়া নির্জ্জনে পরীক্ষা করিবে। আবার কেহ বলিয়া থাকে যে, তাহারা পাত্রের অভাবে শিক্ষার অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পাত্রের অভাব হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই; যেহেতু শিক্ষার্থীর আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি অবশ্যই আছে, যাহাদিগকে লইয়া সে অনায়াসেই উক্ত পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে পারে। যাহার শিক্ষার আন্তরিক আগ্রহ আছে তাহার কখনও পাত্রের অভাব হয় না।

শিক্ষাভিলাষীকে এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আন্তরিক অভিলাষী হইয়া এই পুস্তকে আমি কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম-প্রণালীই লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার ব্যক্তিগত আবশ্যকতানুসারে বিনা ফিঃতে চিঠি-পত্রে স্বতন্ত্র উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি; সুতরাং শিক্ষাকালীন যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি না হইলে, এই পুস্তকের সাহায্যে তাহার সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু যদি সে অবহেলা করিয়া ইহার অনুসরণ না করে, তবে তাহার অকৃতকার্য্যতার জন্য একমাত্র সে নিজেই দায়ী হইবে।

দশম পাঠ

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

প্রথম পরীক্ষা—পাত্রকে পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া দেওয়া

যাহার হাত খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়, শিক্ষার্থী তাহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিবে। তাহাকে বেশ সরল ভাবে, পা দুই খানা জোড়া করিয়া ও হাত দুইখানা দুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া দাঁড় করাইবে। সে ঐরূপে দাঁড়াইয়া, তাহার সমস্ত শরীরটি যথা সম্ভব শিথিল ও বলশূন্য করতঃ শান্ত ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিবে। তৎপরে শিক্ষার্থী পাত্রের পিছনে দাঁড়াইয়া নিজের মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত তাহার (পাত্রের) ঘাড়ের নিম্নে (at the base of the brain) এবং নিজের বাম হাতখানা, তাহার (পাত্রের) মাথার বামপার্শ্ব দিয়া প্রসারণ করতঃ ঐ হাতের অঙ্গুলিগুলি তাহার কপালের উপর স্থাপন করিবে। ঐরূপ করা হইলে, পাত্র চক্ষু বুজিয়া মনোযোগের সহিত এরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিবে—"আমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমার সমস্ত শরীর বলশূন্য ও শিথিল হইয়া পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে,—আমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না,—আমি এখনই পড়িয়া যাইব,—আমি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইব।" যখন সে এরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন

শিক্ষার্থী নিজের ডান হাতের মুঠের উপর খুব স্থির ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ একাগ্রতার সহিত এইরূপ চিন্তা করিবে—"তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে,—তুমি নিশ্চয় পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে,—তোমার সমস্ত শরীর পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে,—তুমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা,—তুমি এখনই পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে"। সে মিনিট দুই এরূপ চিন্তা করিয়া ধীর, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছ, —ক্রমেই তোমার সমস্ত শরীর পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং আমি যখন আমার হাত দুইখানা সরাইয়া লইব, তখনই তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে ;—তখন তুমি আর কিছুতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা।**" খুব মনোযোগের সহিত এই আদেশগুলি তিন-চার বার প্রদান করণান্তর মন স্থির করিয়া, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে পুনর্ব্বার বলিবে,—"**এইক্ষণ তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছ ;—এই পড়ে যাচ্ছ— এই পড়ে যাচ্ছ—পড়ে গেলে—পড়ে গেলে—পড়্‌লে।**" এই শেষোক্ত আদেশটি প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থী বাম হাতখানা পাত্রের কপালের উপর হইতে, তাহার বাম কাণ স্পর্শ না করিয়া (উহার উপর দিয়া) আস্তে আস্তে সরাইয়া লইবে এবং ঠিক সেই সময়ে তাহার ডান হাতের মুঠটিও তাহার ঘাড়ের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিবে। শিক্ষার্থী হাত দুইখানা সরাইবার সঙ্গে, যখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্র বাস্তবিক পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছে তখন তাহাকে খুব তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিবে, যেন সে পড়িয়া গিয়া কোনরূপ আঘাত না

পায়। যদি পাত্র উপদেশগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়া থাকে, তবে সে নিশ্চয় পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে। কোন কোন পাত্র পিছনের দিকে পড়িয়া যাওয়ার ঝোঁক পাওয়া সত্ত্বেও,পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইবার আশঙ্কায় শক্তির গতি রোধ করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। এজন্য শিক্ষার্থী পূর্ব্বেই পাত্রকে এরূপ বুঝাইয়া রাখিবে যে, যখন সে পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবার ঝোঁক পাইবে, তখন যেন সে শক্তির গতিরোধ না করিয়া তাহার সম্পূর্ণ শরীরটি পিছনের দিকে পড়িতে দেয়, অর্থাৎ যেন সে পিছনের দিকে পড়িয়া যায়; যেহেতু পড়িয়া যাইবার সময়ই যখন তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফেলা হইবে, তখন তাহার পড়িয়া গিয়া আঘাত পাওয়ার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমি আশা করি যে, এই উপদেশগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়া চেষ্টা পাইলে শিক্ষার্থী প্রথমবারেই কৃতকার্য্য হইবে। যদি সে শিক্ষার প্রারম্ভে দুই-একবার অকৃতকার্য্যও হয়, তথাপি সে নিরাশ হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না। অধ্যবসায়ই কৃতকার্য্যতার মূল। উপযুক্ত অধ্যবসায়ের সহিত বিভিন্ন প্রকৃতির কয়েকটি লোকের উপর কয়েকবার চেষ্টা করিলেই সে নিশ্চয় ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। কাহারও উপর প্রথম বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিবে এবং আবশ্যক হইলে আট-দশ বার পর্য্যন্তও উহা করিতে বিরত থাকিবে না।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—পাত্রকে সম্মুখের দিকে ফেলিয়া দেওয়া

কার্য্যকারক যাহাকে লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে খুব তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে পড়িয়া যায়, বর্ত্তমান পরীক্ষাটি

সম্পাদনের জন্য তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে। তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় পা দুইখানা জোড়া করিয়া এবং হাত দুইখানা দুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া সোজা ভাবে দাঁড় করাইবে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহার উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্বে (at the temples of the fore-head) স্থাপন করিবে এবং তাহাকে বেশ শান্ত ও গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত শরীরটি সাধ্যমত বল শূন্য ও শিথিল করিয়া তাহার (কার্য্যকারকের) দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিবে। এই সময় পাত্র তাহার চোখের পাতা উঠা-নামা করিতে কিম্বা চোখ কাঁপাইতে পারিবেনা এবং সে তাহার সাধ্যমত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া খুব মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে— "আমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—আমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমার সমস্ত শরীর সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, —আমি এখনই সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইব—আমি নিশ্চয় পড়িয়া যাইব।" যখন সে উক্তরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন শিক্ষার্থী তাহার নাসিকা-মূলে (ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে) অত্যন্ত স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ একাগ্রতার সহিত নিম্নোক্তরূপ ভাবিবে—"তুমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইবে—তুমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা—তোমার সমস্ত শরীর সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে—এবং তুমি এখনই সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইবে" ইত্যাদি। সে মিনিট দুই এরূপ চিন্তা করিয়া গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে— "তুমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইতেছ—তুমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইতেছ—ক্রমেই তোমার শরীর সাম্‌নের দিকে

ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং তুমি আর কিছুতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা ;—যখন আমি তোমার কপালের পার্শ্ব হইতে আমার হাত দুইখানা সরাইয়া ফেলিব, তখন তুমি আস্তে আস্তে সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইবে।" দুই-তিন বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, আদেশের প্রতি পাত্রের মনোযোগাকৃষ্ট হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"এইক্ষণ তুমি সাম্‌নের দিকে পড়িয়া যাইতেছ ;—এই পড়ে যাচ্ছ—এই পড়ে যাচ্ছ—পড়ে গেলে—পড়ে গেলে—পড়্‌লে।" এই আদেশ প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকারক পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্ব হইতে তাহার হাত দুইখানা সাম্‌নের দিকে সরাইয়া আনিবে। যখন সে এইরূপে হাত দুইখানা সরাইয়া লইতেছে, তখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্র তাহার হাতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভূপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ই তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথায় সে পড়িয়া গিয়া কোনরূপ আঘাত পাইতে পারে।

যথাযথরূপে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থী প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ এই পরীক্ষা দুইটি খুব সহজ। আমার ভরসা আছে যে, যে কোন চতুর ব্যক্তি এই উপদেশ মত দুই-এক বার চেষ্টা করিলেই উক্ত পরীক্ষা দুইটি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষার্থী এই পরীক্ষা দুইটি করিবার সময়, পাত্রের ভূপতিত হইয়া আহত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, একথা তাহাকে পূর্ব্বেই ভালরূপে বুঝাইয়া রাখিলে সে, আর শক্তির গতিরোধ করিতে

ইচ্ছুক হইবে না। সে প্রথম প্রথম একটি নীরব ও জনশূন্য গৃহে পাত্রকে আহ্বান করিয়া এই পরীক্ষাগুলি করিবে এবং যে পর্য্যন্ত কয়েকটি বিভিন্ন লোকের উপর উহাদিগকে সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন সে কোন লোকের সম্মুখে উহা করিবার চেষ্টা পাইবেনা।

তৃতীয় পরীক্ষা—পাত্রের দুই হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া

কার্য্যকারক যাহাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দুইটিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে খুব তাড়াতাড়ি পিছনের ও সামনের দিকে পড়িয়া যায়, এই পরীক্ষাটি সম্পাদনের জন্য তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে।

পাত্রকে সরল ভাবে পা দুইখানা জোড় করিয়া দাঁড় করাইবে এবং তাহাকে তাহার ডান হাতের অঙ্গুলিগুলি বাম হাতের অঙ্গুলিগুলির ফাঁকে প্রবেশ করিয়া দিয়া, একটি দৃঢ় মুষ্টি করিতে বলিবে—অর্থাৎ সে তাহার দক্ষিণ কনিষ্ঠাকে বাম কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যে, দক্ষিণ অনামিকাকে বাম অনামিকা ও মধ্যমার মধ্যে, দক্ষিণ মধ্যমাকে বাম মধ্যমা ও তর্জ্জনীর মধ্যে, দক্ষিণ তর্জ্জনীকে বাম তর্জ্জনী ও বৃদ্ধার মধ্যে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ বৃদ্ধাকে বাম বৃদ্ধার উপর রাখিয়া উভয় হাতের তালুদ্বয় পরস্পরের গায়ে জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, একটি কঠিন মুষ্টি করিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে বেশ শান্ত ও গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া খুব একাগ্রতার সহিত নিম্নোক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিবে। যথা—"আমার হাত দুইখানা পরস্পরের গায়ে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং আমি

উহাদিগকে আর খুলিতে পারিবনা,—আমার হাত দুইখানা খুব দৃঢ়রূপে আঁটিয়া যাইতেছে এবং আমি কিছুতেই উহাদিগকে ফাঁক করিয়া খুলিতে পারিবনা—আমার হাত দুইখানা খুব কঠিন—আরও কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে—আমি কখনও খুলিতে পারিবনা। আমি হাত খুলিতে যতই চেষ্টা করিব, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে।" যখন সে উক্তরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে খুব স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উভয় হাত দ্বারা ঐ মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইখানার চারি পার্শ্বে পাস করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ সেই মুঠটিকে তাহার হাত দ্বারা আস্তে আস্তে বুলাইয়া দিতে সুরু করিবে এবং তৎসঙ্গে নিম্নোক্তরূপ চিন্তা করিবে—"তোমার হাত দুইখানা খুব দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই তোমার হাত খুলিতে পারিবেনা। আমি যতক্ষণ তোমার হাত খুলিতে আদেশ না করিব, ততক্ষণ তুমি কিছুতেই তোমার হাত খুলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা।" কার্য্যকারক মিনিট দুই এইরূপ চিন্তা করার পর, একাগ্রতার সহিত ধীর, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**তোমার হাত দুইখানা একত্রে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে—তুমি কখনও তোমার হাত দুইখানা টানিয়া খুলিতে পারিবেনা—উহারা ক্রমেই দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি কখনও খুলিতে পারিবেনা; যতক্ষণ আমি তোমাকে হাত খুলিতে না বলিব, ততক্ষণ তোমার হাত কিছুতেই খুলিবে না—কখনও খুলিবে না।**" তিন-চার বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, যখন তাহার মন আরও

অধিক একাগ্র হইয়াছে, তখন অত্যন্ত গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—
"তোমার হাত দুইখানা একেবারে জুড়ে গেছে—তুমি কিছুতেই আর উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা—তুমি হাত খুলিতে যত অধিক চেষ্টা করিবে, উহারা ততই শক্ত—দৃঢ় ও কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে—তুমি কিছুতেই খুলিতে পারিবে না; —চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—খুব চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা —হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা।" এই শেষ আদেশটি দেওয়া হইলে, তাহার হাতের মুঠের উপর পাস দেওয়া বন্ধ করিবে এবং তাহাকে হাত খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিবে। যদি শিক্ষার্থী যথাযথরূপে এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকে, তবে সে নিজেই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, পাত্রের হাত দুইখানা বাস্তবিক অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিতেছে না। সে দুই-এক মিনিট চেষ্টা করিয়া হাত খুলিতে না পারিলে, একাদশ পাঠের উপদেশানুসারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে—অর্থাৎ তাহার হাত খুলিয়া দিবে। আর যদি তাহার হাত বন্ধ না হইয়া থাকে, তবে এই নিয়মটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করতঃ তাহার উপর দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার চেষ্টা করিবে।

চতুর্থ পরীক্ষা—পাত্রের চক্ষুর পাতা জুড়িয়া দেওয়া

যাহার হাত খুব তাড়াতাড়ি জুড়িয়া যায়, শিক্ষার্থী তাহার উপরই নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি সম্পাদন করিবার চেষ্টা পাইবে। পাত্রের হাত দুইখানা দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিয়া এবং পা দুইখানা জোড়া করিয়া

তাহাকে সরল ভাবে দাঁড় করাইবে। তৎপরে তাহাকে চক্ষু বুজিয়া খুব মনোযোগের সহিত নিম্নোক্তরূপ চিন্তা করিতে বলিবে। যথা—"আমার চক্ষু জুড়িয়া যাইতেছে এবং আমি কিছুতেই উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবনা"। যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার নাসিকা-মূলে খুব স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ উভয় হাত দ্বারা তাহার সেই মুদিত চক্ষু দুইটির উপর আস্তে আস্তে পাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং তৎসঙ্গে সুস্পষ্ট, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**তোমার চোখের পাতা দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে,—তুমি আর তোমার চোখের পাতা টানিয়া খুলিতে পারিবেনা ;—উহারা খুব দৃঢ়রূপে—আরও কঠিনরূপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবেনা ;—তুমি উহাদিগকে খুলিতে যতই চেষ্টা করিবে, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে বদ্ধ হইয়া থাকিবে—তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা ;—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা**"। তিন-চার বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**তোমার চক্ষুর পাতা গুলি একদম জুড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি আর উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবেনা ;—তুমি যতই চেষ্টা করিবে, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে বদ্ধ হইয়া থাকিবে ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কিন্তু কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।**" তাহার চক্ষু বদ্ধ হইলে পর তাহাকে একাদশ পাঠের নিয়মে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

পঞ্চম পরীক্ষা—পাত্রকে কথা বলিতে অসমর্থ করণ

যাহার হাত ও চক্ষু জুড়িয়া গিয়াছে তাহার উপরই বর্ত্তমান পরীক্ষাটি করিতে চেষ্টা পাইবে। পাত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলিবে এবং যখন সে ঐরূপ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহার গলার উপর (গলার মধ্যে যে একখানা কোণাকার হাড় আছে—যাহাকে ইংরাজীতে Adam's Apple বলে) পাস করিবে এবং তৎসঙ্গে তাহার নাসিকা-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করতঃ গম্ভীর স্বরে বলিবে—**"তোমার গলা বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তুমি তোমার নাম বলিতে পারিবেনা;—তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।"** এইরূপ কয়েকবার আদেশ দিবার পর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত বলিবে—**"এইক্ষণ তোমার গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—তোমার বাক্য সম্পূর্ণরূপে রোধ হইয়া গিয়াছে এবং তুমি আর তোমার নাম বলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কখনও পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা" ইত্যাদি।** তৎপরে তাহাকে নাম বলিতে বলিবে; যদি সে উহা বলিতে না পারে, তবে উক্ত পাঠের নিয়মানুসারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা—পাত্রের হাতে লাঠি জুড়িয়া দেওয়া

শিক্ষার্থী যাহার উপর পূর্ব্ব পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে। সে পূর্ব্বের ন্যায় সরল ভাবে দাঁড়াইবে এবং স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া, উভয় হাত দ্বারা খুব দৃঢ়রূপে একগাছা মোটা লাঠির মধ্যস্থল চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, ঐ লাঠিগাছটা দৃঢ়রূপে তাহার হাতের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং সে কিছুতেই তাহার হাত হইতে ঐ লাঠিগাছটা ফেলিয়া দিতে পারিবে না—কিছুতেই পারিবে না ইত্যাদি। যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**এই লাঠিগাছটা তোমার হাতের সঙ্গে খুব দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহাকে তোমার হাত হইতে খুলিয়া ফেলিতে পারিবেনা;—তুমি উহাকে ফেলিয়া দিতে যত অধিক চেষ্টা করিবে, উহা তোমার হাতে তত দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকিবে, এবং তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও উহা ফেলিতে পারিবেনা—কখনও পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা।**" তিন-চার বার এরূপ আদেশ দেওয়ার পর আরও অধিক একাগ্রতার সহিত বলিবে—'**লাঠিগাছটা তোমার হাতে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে এবং তুমি আর উহা ফেলিয়া দিতে পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও**

পারিবেনা ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর" ইত্যাদি। সে উহা ফেলিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

সপ্তম পরীক্ষা—পাত্রকে বসিতে অসমর্থ করণ

যাহার উপর পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার হাত দুইখানি দুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া, সরল ভাবে দাঁড় করাইবে। তৎপরে তাহাকে তাহার পা দুইখানি (গোড়ালী হইতে উরু পর্য্যন্ত স্থান) খুব কঠিন করিতে বলিবে। ঐরূপ করা হইলে সে, কার্য্যকারকের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া, মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, তাহার পা দুইখানা সম্পূর্ণরূপে কঠিন ও শক্ত হইয়া যাইতেছে এবং সে কিছুতেই (তাহার পশ্চাতে স্থাপিত) চেয়ারে বসিতে পারিবেনা ; তাহার পা দুইখানা অত্যন্ত কঠিন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সে হাজার চেষ্টা করিয়াও চেয়ারে বসিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—**"তোমার পা দুইখানা শক্ত হইয়া যাইতেছে—ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত—আরও শক্ত হইয়া যাইতেছে—তুমি কখনও চেয়ারে বসিতে পারিবেনা—কিছুতেই বসিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা"** ইত্যাদি। এইরূপ কয়েকবার বলিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার

সহিত পুনর্ব্বার বলিবে—"**তোমার পা দুইখানা লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তুমি কিছুতেই আর চেয়ারে বসিতে পারিবে না ;—তুমি বসিতে যত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দুইখানা তত দৃঢ় ও কঠিন হইয়া থাকিবে,—তুমি কিছুতেই বসিতে পারিতেছ না ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর**" ইত্যাদি। সে বসিবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

অষ্টম পরীক্ষা—পাত্রকে দাঁড়াইতে অসমর্থ করণ

পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে, তাহার পা দুইখানা ঘরের মেঝের উপর চাপিয়া বসিতে বলিবে। উক্ত নিয়মে বসিবার পর, সে কার্য্যকারকের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া একাগ্রতার সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, তাহার সমস্ত শরীরটি ঐ চেয়ারের সঙ্গে আঁটিয়া যাইতেছে এবং সে আর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবেনা। যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক স্থির ও প্রখর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত গম্ভীর ও আদেশ সূচক স্বরে বলিবে—"**তোমার সমস্ত শরীর এই চেয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি আর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবেনা—তমি উঠিতে যত অধিক চেষ্টা করিবে, তোমার শরীর তত দৃঢ়রূপে উহাতে জুড়িয়া যাইবে ;—তুমি কিছুতেই উঠিতে পারিবেনা—কখনও উঠিতে পারিবে না—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা।**" তৎপর আরও দৃঢ়তার

সহিত বলিবে—"**তোমার সমস্ত শরীরটি চেয়ারের সঙ্গে একদম জুড়িয়া গিয়াছে—তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও আর উঠিতে পারিবেনা—কখনও উঠিতে পারিবেনা;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর**" ইত্যাদি। পাত্র উঠিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

নবম পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

শিক্ষার্থী পাত্রকে সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া তাহাকে মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে বলিবে। সে কার্য্যকারকের দিকে তাহার মুখ হা করিয়া (হা টা বেশ বড় হওয়া চাই) স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে এবং এরূপ চিন্তা করিবে যে, সে আর মুখ বন্ধ করিতে পারিবেনা; কার্য্যকারক যতক্ষণ তাহাকে মুখ বন্ধ করিতে না বলিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই তাহার মুখ বুজিতে পারিবেনা; কারণ তাহার হা টা ক্রমেই বড় হইয়া যাইতেছে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া একাগ্রমনে ও আদেশ সূচক স্বরে বলিবে—"**তুমি আর তোমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবেনা;—তোমার হা টা ক্রমেই অত্যন্ত বড় হইয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহা বন্ধ করিতে পারিবেনা;—তুমি যতই চেষ্টা করিবে, ততই পারিবেনা;—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—খুব চেষ্টা কর**" ইত্যাদি। সে মুখ বন্ধ করিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

দশম পরীক্ষা—পাত্রকে লাফ দিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সরলভাবে দাঁড় করাইয়া, তাহার এক হাত সম্মুখে, ঘরের মেঝের উপর, পাশাপাশিভাবে একখানি লাঠি রাখিবে। তৎপরে সে তাহার উভয় পা দুইখানা (গোড়ালী হইতে উরু পর্য্যন্ত) খুব শক্ত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, তাহার সমস্ত পা দুইখানা অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত হইয়া যাইতেছে এবং সে লাফাইয়া ঐ লাঠিখানা ডিঙ্গাইতে পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা। যখন সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক খুব প্রখর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া একাগ্রমনে ধীর ও গম্ভীর স্বরে বলিবে—**"তোমার পা দুইখানা খুব শক্ত হইয়া যাইতেছে এবং তুমি লাফাইয়া আর ঐ লাঠিখানা ডিঙ্গাইতে পারিবেনা ;—তুমি উহা ডিঙ্গাইতে যত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দুইখানা তত শক্ত ও কঠিন হইয়া থাকিবে ;—তুমি কিছুতেই লাফাইতে পারিবেনা—কখনও পারিবেনা—কিছুতেই পারিবে না ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর"** ইত্যাদি। পাত্র লাফ দিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

একাদশ পরীক্ষা—পাত্রকে চলিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে এবং মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিতে বলিবে

যে, তাহার পা দুইখানা ঘরের মেঝের সঙ্গে দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং সে আর হাঁটিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক স্থির ভাবে তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"তোমার পা দুইখানা মেঝের সঙ্গে কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি আর হাঁটিতে পারিবেনা; এইক্ষণ তোমার পা দুইখানা খব কঠিন ও দৃঢ়রূপে মেঝের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে এবং তুমি আর এক পাও চলিতে পারিবেনা; তুমি যত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দুইখানা তত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে; তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও চলিতে পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।" পাত্র চলিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

দ্বাদশ পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ খুলিতে অসমর্থ করণ

পাত্র সরলভাবে দাঁড়াইয়া তাহার ওষ্ঠদ্বয় জোরের সহিত পরস্পরের গায়ে চাপিয়া রাখিয়া শক্তরূপে মুখ বন্ধ করিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিবে যে, তাহার ওঠ দুইখানা কঠিনরূপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং সে আর মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক

তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"তোমার ওঠ দুইখানা দৃঢ়রূপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং তুমি আর হা করিতে পারিবেনা; এইক্ষণ তোমার ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত শক্তরূপে জুড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি আর কিছুতেই তোমার মুখ খুলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—খব চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।" পাত্র মুখ খুলিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবে।

ত্রয়োদশ পরীক্ষা—পাত্রকে ঘুষি মারিতে অসমর্থ করণ

পাত্র সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কার্য্যকারকের কপাল বরাবর একটা ঘুষি লক্ষ্য করিয়া রাখিবে। সে ক্রোধান্বিত হইয়া ঘুষি মারিতে যেরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, এখনও তাহাকে সেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া ঘুষি লক্ষ্য করিতে হইবে। ঐরূপ করা হইলে, সে স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং কার্য্যকারক তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"তুমি আমাকে ঘুষি মারিতে পারিবেনা—তুমি আমাকে কিছুতেই ঘুষি মারিতে পারিবেনা;—তোমার হাতখানা এখন যেরূপ অবস্থায় আছে, উহা ঠিক সেরূপ ভাবেই থাকিবে—তুমি কিছুতেই ঘুষি মারিতে পারিবেনা;—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ

চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর" ইত্যাদি। পাত্র ঘুষি মারিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

চতুর্দ্দশ পরীক্ষা

দুইজন পাত্রের হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া

কার্য্যকারক যে দুই ব্যক্তিকে কতকগুলি শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই পরীক্ষাটি তাহাদের উপরই সম্পাদনের প্রয়াস পাইবে। তাহাদিগকে সরল ভাবে দাঁড় করাইয়া, পরস্পরের হাত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিতে বলিবে। যে রকমে দুই ব্যক্তি হ্যাণ্ড্ সেক্ (hand-shake) বা করমর্দ্দন করে, তাহারা পরস্পরের ডান হাত সেইমত শক্তরূপে চাপিয়া ধরিবে ও কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, তাহাদের হাত দুইখানা একত্রে দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইবে এবং তাহারা তাহাদের হাত দুইখানা আর খুলিতে পারিবেনা। যখন তাহারা ঐরূপ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক ক্রমান্বয়ে দুইজনের নাসা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আদেশসূচক স্বরে বলিবে—**"তোমাদের হাত দুইখানা পরস্পরের সহিত শক্তরূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে—এইক্ষণ উহারা খুব দৃঢ়রূপে—আরও কঠিনরূপে জুড়িয়া গিয়াছে এবং তোমরা কিছুতেই আর উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা**

করিয়া পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবে না—কখনও পারিবেনা।" তাহারা হাত খুলিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

একাদশ পাঠ

জাগ্রদবস্থায় সম্মোহিত পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করণ

যখন শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিয়াছে যে, পাত্রের হাত, চক্ষু ইত্যাদি দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিলনা, তখন তাহাকে নিম্নোক্ত নিয়মে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে। পাত্রের নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উভয় হাত দ্বারা জোরে দুই-তিন বার করতালি দিবে এবং তৎসঙ্গে আদেশ সূচক স্বরে **"সেরে গেছে—জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জাগ"** ইত্যাদি বলিলেই তাহার হাত, চক্ষু ইত্যাদি খুলিয়া যাইবে। যদি অত্যন্ত দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া থাকে এবং ঐরূপ করিবার পর খুলিয়া না যায়, তাহা হইলে সে হাত দুইখানা ফাঁক করিবার নিমিত্ত, উভয় হাত দ্বারা জোরের সহিত হঠাৎ দুই-একবার টান্ দিবে এবং তৎসঙ্গে **"সেরে গেছে—সেরে গেছে—জাগ—জেগে উঠ"** ইত্যাদি বলিবে। এই নিয়মে সে জাগ্রদবস্থায় মোহিত সকল পাত্রকেই প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হইবে। তথাপি যদি না খোলে, তবে তাহাকে হাত খুলিতে আর অধিক চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া ৪।৫ মিনিটের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে পুনরায় তাহার দিকে অত্যন্ত স্থির ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া

একাগ্রতার সহিত আদেশ সূচক স্বরে "সেরে গেছে—সেরে গেছে—জাগ—জাগ" ইত্যাদি বলিলেই সে নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ হইবে।

জাগ্রদবস্থায় সম্মোহিত পাত্র অধিকক্ষণ সম্মোহন শক্তির আয়ত্তাধীন থাকেনা; সুতরাং কার্য্যকারক তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিলেও (যাহা কখনও হয় না) তাহার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। যেহেতু উক্তাবস্থা হইতে কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বতঃই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।

দ্বাদশ পাঠ

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

পূর্ব্বোক্ত পাঠ সমূহে যে পরীক্ষাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে "শারীরিক পরীক্ষা" (Physical Tests) বলে। উহাদিগকে সম্পাদন করিতে কার্য্যকারক নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

(১) কোন লোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহিত করা কঠিন; এজন্য সে মোহিত হইতে ইচ্ছুক কিনা, তাহা পূর্ব্বে জানিয়া লইবে। যদি সে মোহিত হইতে ইচ্ছুক না হয়, তবে কার্য্যকারক তাহাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলিবে যে, এই পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও আমোদজনক ক্রীড়া মাত্র; সুতরাং উহাদের দ্বারা তাহার শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নাই। এরূপ বলিলে হয়ত সে আর মোহিত হইতে অনিচ্ছুক হইবে না।

(২) পরীক্ষা করিবার সময় পাত্র স্থির ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মনোযোগের সহিত আদিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিবে এবং কদাপি কথা-বার্ত্তা বলিয়া বা হাস্য-কৌতুক করিয়া কোনরূপ চপলতা প্রকাশ করিবেনা।

(৩) কয়েকটি বিভিন্ন লোকের উপর এই পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকারক কাহারও সম্মুখে কোন পরীক্ষা করিবেনা। কারণ দর্শকগণের কথা-বার্ত্তা, নড়া-চড়া ইত্যাদিতে অনেক সময় একাগ্রতা ভগ্ন হয় এবং তাহার ফলে পরীক্ষা বিফল হইয়া থাকে।

(৪) যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত, ভীরু স্বভাব, অনুসন্ধিৎসু * অথবা যাহারা সম্মোহনবিৎকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে শক্তির গতি রোধ করিতে আগ্রহান্বিত, শিক্ষার প্রারম্ভে, তাহাদিগকে কখনও পাত্র মনোনীত করিবে না। যদি কার্য্যকারক পরীক্ষার জন্য অপর লোক সংগ্রহ করিতে পারে তবে, প্রথম প্রথম তাহার আত্মীয়-বন্ধুদিগের উপরও চেষ্টা করিবেনা; কারণ তাহারা তাহাকে শিক্ষানবীস ভাবিয়া ঠাট্টা-তামাসা দ্বারা তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিতে পারে। যে সকল লোকের সহিত তাহার বিশেষ ভাব নাই, বা যাহারা তাহার অপরিচিত, তাহারা তাহার শক্তির প্রতি সহজে আস্থাবান হইবে ও বশ্যতা সহকারে নিয়ম-প্রণালীগুলি অনুসরণ করিবে। এজন্য সে অল্লায়াসেই তাহাদিগকে এই পরীক্ষাগুলিতে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে।

(৫) কার্য্যকারক আত্ম-বিশ্বাসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উৎসাহের সহিত শান্ত ভাবে কার্য্য করিবে। সে যে একজন শিক্ষানবীস তাহা সে পাত্রদিগের নিকট কখনও প্রকাশ করিবেনা; বরং এ বিষয়ে তাহার বেশ দক্ষতা আছে, সর্ব্বদা এরূপ ভাবই প্রকাশ করিবে।

(৬) শিক্ষার্থী মোহিত পাত্রের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে কখনও কঠোর ভাবে বা অসাবধানে নাড়া-চাড়া করিবে না; কিম্বা অপর কাহাকেও তাহা করিতে দিবে না। সে নিজে মোহিত

* অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয় মনোবৃত্তি হইলেও মোহিত হইবার সময় 'কেমন করিয়া হয়?' 'কি করিয়া হয়?' ইত্যাদি জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে উহা একাগ্রতা নষ্ট করিয়া মোহিতাবস্থা উৎপাদনের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

হইলে সম্মোহনবিদের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করিবে, সে পাত্রের প্রতি সর্ব্বদা ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

কার্য্যকারক সময় সময় এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইতে পারে, যাহাকে মোহিত হইতে অনুরোধ করিলে, সে হয়ত বলিবে—"আপনার ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা আমার ইচ্ছা শক্তি প্রখর; সুতরাং আপনি আমাকে মোহিত করিতে পারিবেন না।" এই সকল লোক নির্ব্বন্ধশীলতা বা একজ্ঞায়িতাকে (একগুঁয়েমি) ইচ্ছা শক্তি মনে করিয়া বড় ভুল করিয়া থাকে। তাহাদিগকে, মোহিত করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু একজ্ঞায়িতা ইচ্ছাশক্তি নহে। যাহারা ইচ্ছাশক্তির গর্ব্ব করে, তাহাদের মধ্যে যথার্থরূপে উহার পরিমাণ অতি অল্প। সে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে যে, মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিৎ ও পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সহযোগিতায় উৎপন্ন হয়—বিরোধে হয় না। সুতরাং যাহারা বলে যে, কেবল দুর্ব্বল ব্যক্তিই সবল ব্যক্তি কর্তৃক সম্মোহিত হয়, তাহারা ভ্রান্ত। এই অবস্থা ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এবং প্রখর ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সহজে মন একাগ্র করিতে পারে বলিয়া সে, অন্যান্য লোক অপেক্ষা শীঘ্র মোহিত হইয়া থাকে।

সম্মোহন আদেশ, হাত বুলান ও দৃষ্টিক্ষেপন সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যথা স্থানে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এখানে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। উহাদের সম্বন্ধে আসল কথা এই যে, উহাদিগকে তুল্যরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। চক্ষু বন্ধের পরীক্ষা ব্যতীত আর সকল পরীক্ষাতেই পাত্র কার্য্যকারকের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে এবং যতক্ষণ প্রক্রিয়াটি শেষ না হয়, ততক্ষণ সে সাধ্যমত চোখের সমস্ত প্রকার গতি

বন্ধ রাখিয়া মনোযোগের সহিত আদিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিবে। বলা বাহুল্য যে, ঐ সময় কার্য্যকারকও নিজের চক্ষু উঠা-নামা করিতে কিম্বা কাঁপাইতে পারিবে না। পাত্রের মন যত বেশী একাগ্র হইবে, আদেশ তত দৃঢ়রূপে কায করিবে এবং সম্মোহনবিৎ সাফল্যের জন্য যত অধিক আগ্রহান্বিত হইবে, সে তত শীঘ্র পাত্রকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে। দৃষ্টি স্থাপন ও আদেশ প্রদানের সঙ্গে এক বা উভয় হাত দ্বারা শরীরের অংশ বিশেষের উপর (যে প্রত্যঙ্গকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করিবে) মৃদুভাবে হাত বুলাইবে এবং যখন বলিবে "তোমার হাত অত্যন্ত দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া যাইতেছে," "তোমার চোখ খুব কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে," "তুমি কিছুতেই কথা বলিতে পারিবেনা" ইত্যাদি, তখন শব্দ বিশেষের উপর জোর দিয়া কথাগুলি প্রকাশ করিবে এবং তৎসঙ্গে পাত্রের হাত, চোখ, গলা ইত্যাদি জোরের সহিত (অবশ্য সে ব্যথা না পায়) মাঝে মাঝে টিপিয়া দিবে। যখন সে হাত খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে, তখনও মাঝে মাঝে এক একবার "কিছুতেই পারিবেনা," "কখনও পারিবেনা," "প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা" ইত্যাদি বলিবে।

কোন কোন শিক্ষার্থীর নিকট এই পরীক্ষাগুলি কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল প্রক্রিয়া কঠিন নহে। সে একবার কাহারও হাত বন্ধ করিতে পারিলেই, তখন আর তাহার পক্ষে "চক্ষু বন্ধ করা," 'বাক্য বোধ করা' ইত্যাদি পরীক্ষাগুলি কিছুমাত্র কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। অনেক শিক্ষার্থী দুই-তিন বারের চেষ্টায় এই পরীক্ষাগুলি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে একটি যুবক

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

শিক্ষার্থী আমাকে লিখিয়াছিল যে, সে কেবল নিয়ম-প্রণালীগুলি একবার মাত্র পাঠ করিয়াই এক ব্যক্তিকে সমস্তগুলি শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং নিয়ম-প্রণালীগুলি যথাযথরূপে অনুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থী প্রথম বারে না হউক, অন্ততঃ দুই-তিন বারের চেষ্টায় উক্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে পারিবে। সে একটি বা দুইটি লোকের উপর দুই-চারিটি পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া সর্ব্বদা নূতন নূতন লোক লইয়া চেষ্টা করিতে থাকিবে। এই পরীক্ষাগুলি দ্বারা সে যত অধিক সংখ্যক লোক অভিভূত করিতে পারিবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি তত বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। প্রতি দিন নূতন নূতন লোক লইয়া নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করিলে তাহার ইচ্ছাশক্তি এরূপ বর্দ্ধিত হইবে, যাহা সে অন্য কোন সহজ উপায়ে লাভের আশা করিতে পারে না।

ত্রয়োদশ পাঠ

মোহিতাবস্থা কাহাকে বলে ?

ইতঃপূর্ব্বে ইহা পরিষ্কাররূপে বিবৃত করা হইয়াছে যে, মোহিতাবস্থা মনের গ্রহণ-শক্যতা বা সংবেদনার একটি বিশেষ স্তর এবং উহা নিদ্রার সাহায্যে বা উহা ব্যতিরেকে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার নিজের বা অপরের উপর উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা সম্মোহনবিৎ ও পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সহযোগিতায় উৎপন্ন হয়। যখন সম্মোহনবিৎ কাহাকেও মোহিত করে, তখন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার চিন্তা ও কল্পনা আদিষ্ট বিষয়ের দিকে চালনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে উক্তাবস্থা উৎপাদনের সাহায্য করিয়া থাকে। অতএব পাত্রের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সহায়তা ভিন্ন এই অবস্থা উৎপাদিত হয় না। জাগ্রদবস্থায় মোহিত পাত্র কেবল অল্প সময়ের জন্য আংশিকরূপে সম্মোহনবিদের বশীভূত হয়; এজন্য সে তাহাকে সমস্ত কার্য্যে বাধ্য করিতে পারে না, কিম্বা তাহাকে উক্তাবস্থায় কয়েক মিনিটের বেশী সময় অভিভূত রাখিতেও সমর্থ হয় না। প্রকৃত মোহিতাবস্থা নিদ্রার সাহায্যে উৎপন্ন হয় এবং কেবল সেই অবস্থায়ই পাত্র সমধিক পরিমাণে সম্মোহনবিদের আয়ত্তাধীন হইয়া বশ্যতা সহকারে তাহার আদেশ সকল পালন করে। এইক্ষণ আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায়ই পাত্রকে অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং কি উপায়ে আমরা তাহাকে নিদ্রিত করিতে পারিব, এখন আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

মোহিতাবস্থা কাহাকে বলে ?

পাত্র সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত হইলে, সে বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহের ন্যায় বিনা আপত্তিতে সম্মোহনবিদের সকল আদেশ পালন করিয়া থাকে। উক্তাবস্থায় কার্য্যকারক নিজের ইচ্ছামত তাহার মনে যে কোন প্রকার মায়া ও ভ্রম জন্মাইতে পারে। তখন তাহার সম্মুখে একখানা ইট রাখিয়া যদি এরূপ বলা যায় যে, উহা একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুক এবং সে কিছুতেই উহা উঠাইতে পারিবেনা, তবে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাকে উঠাইতে সমর্থ হইবেনা ; কিম্বা যদি তাহাকে এরূপ আদেশ করা যায় যে, সে একজন বক্তা, নর্ত্তকী বা মিঠাই-ফেরিওয়ালা, তবে সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া উক্ত ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য, তাহার অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও ক্ষমতানুসারে সম্পাদন করিতে চেষ্টা পাইবে। আবার যদি তাহাকে এরূপ বলা যায় যে, তাহার পাশের চেয়ারে বসিয়া একটা কুকুর ঠিক মানুষের মত গড়গড়ার নলে তামাক টানিতেছে, তবে সে ঐ কল্পিত দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়াই আকুল হইবে ইত্যাদি। উক্তাবস্থায় আদেশের সাহায্যে যেমন তাহার মনে বহু প্রকার মায়া ও ভ্রম উৎপাদন করা যায়, ঠিক সেইরূপে তাহার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ সমূহ আরোগ্য এবং মন্দ অভ্যাস সকল বিদূরিত এবং মনের সৎবৃত্তি নিচয়কে বর্দ্ধিত করতঃ তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত তাহার দ্বারা সম্মোহনবিদের অভীপ্সিত বহু কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

মোহিত ব্যক্তি কার্য্যকারকের আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে, এবং সে নিদ্রিত বলিয়াও কোন আদেশ পালন করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। কারণ কোন কার্য্য করিতে যে সকল জ্ঞান ও

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিদ্রিতাবস্থায়ও অল্লাধিক পরিমাণে কার্য্যোপযোগীভাবে সজাগ থাকে। নিদ্রার সময় চক্ষু মুদিত থাকে বলিয়া কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ থাকে, কিন্তু অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি অল্লাধিক পরিমাণে সজাগ ও কর্ম্মক্ষম থাকে। নিদ্রিত ব্যক্তির ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে সে তাহাকে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাহা হইলে সে উহা শুনিতে পায় এবং তাহার শরীরে কোন কঠিন আঘাত করিলেও উহা অনুভব করিতে পারে ইত্যাদি। আর কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সকল অবস্থাতেই কর্ম্মক্ষম বলিয়া উহারা কোন কর্ম্মের উত্তেজনা পাইলেই কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং মোহিত ব্যক্তি, কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য ব্যতীত অপরাপর জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে সমর্থ। মোহিত ব্যক্তির চক্ষু মুদিত থাকে বলিয়া সে কিছুই দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু কার্য্যকারক আবশ্যক মত উহাদিগকে খুলিয়া দিতে পারে এবং তাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না,—অর্থাৎ আদিষ্ট কার্য্যটি সম্পাদন করিতে যদি তাহার চক্ষুর সাহায্য আবশ্যক হয়, তবে তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সম্মোহনবিৎ আদেশ দ্বারা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেও তাহার মোহিতাবস্থা দুরীভূত হয় না। স্বাভাবিক নিদ্রায় চক্ষু মেলিবার সঙ্গেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সম্মোহন নিদ্রায় তাহা নাও হইতে পারে। অতএব, এইক্ষণ আমরা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম যে, মানুষ জাগ্রদবস্থায় যে সকল কার্য্য করিতে পারে, মোহিতাবস্থাতেও সে, সেই কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে সমর্থ। মোহিত ব্যক্তি যে কেবল জাগ্রত মানুষের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিতে পারে এমত নহে, কোন কোন

কার্য্য সে জাগ্রত বা সজাগ মানুষ অপেক্ষাও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মনোবৃত্তি বেশ সজাগ হইয়া উঠে বলিয়া মোহিতাবস্থায় সেই সকল মনোবৃত্তির কার্য্য, তাহার দ্বারা খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা ইত্যাদি করিলে উক্তাবস্থাকে 'স্বপ্নভ্রমণ' বলে। অনেকে হয়ত শুনিয়াছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে, নিদ্রিতাবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জাগ্রত মানুষের ন্যায় চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা ইত্যাদি বহু প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পরেই উক্তাবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের স্মৃতি অন্তর্হিত হয়,—কেবল কেহ কেহ উহা অস্পষ্ট স্বপ্নের ন্যায় আংশিকভাবে স্মরণ করিতে পারে মাত্র। স্বপ্নভ্রমণকারিগণের ন্যায় সম্মোহিত ব্যক্তিদেরও কৃতকার্য্যাদির স্মৃতি থাকে না। তবে যে সকল পাত্রের সম্মোহন নিদ্রা খুব পাত্‌লা হয়, তাহাদের কেহ কেহ উহা আংশিক রূপে স্মরণ করিতে পারে মাত্র। যাহাদের উহা আংশিক রূপে মনে থাকে, তাহাদিগকে অবশিষ্ট কার্য্য গুলি স্মরণ করাইয়া দিলে সময় সময় সমস্ত কার্য্যের স্মৃতিই তাহাদের মানস-পটে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা গভীর সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত হয়, তাহারা কোন ক্রমেই উহার বিন্দুমাত্রও স্মরণ করিতে সমর্থ হয়না। অতএব, মোহিতাবস্থায় পাত্রের কৃতকার্য্যাদির স্মৃতির বিলোপ সম্পূর্ণরূপে তাহার নিদ্রার গভীরতার উপর নির্ভর করে; নিদ্রা যত বেশী গাঢ় হয়, উক্ত কার্য্যাদি সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও ঠিক্ সেই পরিমাণে লোপ পাইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থার সহিত স্বপ্নাটন অবস্থার এরূপ সাদৃশ্য আছে যে, যখন স্বপ্নভ্রমণকারী ঐ সকল কার্য্য করে, তখন যে সে নিদ্রিত, তাহা সহজে বুঝিতে পারা

যায় না। চিকিৎসকগণ উহাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ যেমন অজ্ঞাতসারে ঘুমন্তাবস্থায় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত মানুষের ন্যায় নানা প্রকার কার্য্য করে, মোহিত ব্যক্তিও সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহার আদেশ সকল পালন করিয়া থাকে ; সুতরাং উভয় অবস্থাই তুল্যরূপ। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের উহা স্বতঃ, আর মোহিত ব্যক্তির উহা সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমোক্ত অবস্থাকে 'স্বাভাবিক' আর দ্বিতীয় অবস্থাকে 'কৃত্রিম' বলা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক নিদ্রার সহিত সম্মোহন নিদ্রার প্রকৃতি গত কোন পার্থক্য নাই। স্বাভাবিক নিদ্রায় যে সকল শারীরিক লক্ষণ (physiological symptoms) প্রকাশ পায়, সম্মোহন নিদ্রাতেও পাত্রের শরীরে সেই সকল লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন এই স্থানে ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি স্বাভাবিক নিদ্রার সহিত সম্মোহন নিদ্রার স্বভাব গত কোন পার্থক্য না থাকে, তবে সম্মোহনবিৎ কোন আদেশ করিলে যেমন মোহিত ব্যক্তি তাহা পালন করে, স্বাভাবিক নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে কেহ আদেশ করিলে সে তদ্রূপ তাহার আদেশ পালন করে না কেন ? উহার কারণ এই যে, স্বাভাবিক নিদ্রা হইবার সময় মন কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সংলগ্ন থাকে না বলিয়া, উহা নিদ্রার সময়ও কাহার কোন আহ্বান বা আদেশের সাড়া দেয় না। আর মোহিত ব্যক্তির মন সম্মোহন নিদ্রার সময়, কার্য্যকারকের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট থাকে বলিয়া, উহা তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই নিমিত্ত পাত্র নিদ্রিত অবস্থাতেও কার্য্যকারকের আদেশ পালন করে। নিদ্রিত

মোহিতাবস্থা কাহাকে বলে ?

ব্যক্তিকে কেহ কোন কার্য্য করিতে বলিলে, যেমন সে উহা পালন করে না, এবং তজ্জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ মোহিত ব্যক্তিকেও সম্মোহনবিৎ ব্যতীত অপর কেহ কোন আদেশ করিলে, সে তাহা পালন করেনা ; এবং তন্নিমিত্ত বেশী জেদ্ করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। নিম্নোক্ত চিত্রটি উহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রসূতি তাহার শিশু সন্তান লইয়া শুইয়াছে, উভয়েই নিদ্রাচ্ছন্ন ; ঘরে লোকজন যাতায়াত করিতেছে, কথা কহিতেছে, নানারূপ গোলমাল হইতেছে, তথাপি প্রসূতির ঘুম ভাঙ্গিতেছেনা ; কিন্তু যখন তাহার শিশুটি কাঁদিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্তেই সে জাগিয়া উঠে। উহার কারণ, নিদ্রা হইবার সময় প্রসূতির মন শিশুর প্রতি দৃঢ় সংলগ্ন ছিল বলিয়া কেবল শিশুর ক্রন্দনেই তাহার মন সাড়া দিয়াছে, অপর লোকের কথা-বার্ত্তা, গোলমাল ইত্যাদিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মোহিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থাও ঠিক্ শিশুর মাতার ন্যায় ; অপর লোকের কথা-বার্ত্তা বা কোন গোলমালের প্রতি তাহার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, সে বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহের ন্যায় নিবিষ্ট মনে কেবল কার্য্যকারকের আদেশই পালন করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ পাঠ

পাত্রের মনের সংবেদনা

(Susceptibility of mind of the subject)

পাত্রকে মোহিত করিতে চেষ্টা পাইবার পূর্ব্বে, কোন্ শ্রেণীর লোক সহজ বশ্য, অর্থাৎ কিরূপ প্রকৃতির লোক সহজে সম্মোহিত হয়, শিক্ষার্থীর তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু সে উহা জানিতে পারিলে অল্প চেষ্টাতেই শিক্ষায় শীঘ্র সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে।

মোহিতাবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাত্রের মনের সংবেদনা বা গ্রহণ-শক্যতার (mental susceptibility) উপর নির্ভর করে। এই সংবেদনা বা গ্রহণ-শক্যতার একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমরা দেখিতে পাই, এক এক ব্যক্তির এক এক বিষয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভাব প্রবণতা থাকে। যেমন—এক জনের সঙ্গীতে, আর একজনের কাব্যে বা চিত্রাঙ্কণে, আর এক ব্যক্তির হয়ত স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম ইত্যাদিতে। অপরের দুঃখে রাম যেমন অভিভূত হয়, শ্যাম তেমন হয় না,—সে হয়ত অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে ভূতের ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে। মনের উক্ত ভাব গুলিকেই সংবেদনা বলা যায়।

স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই সম্মোহন শক্তির প্রতি এই সংবেদনা আছে; কিন্তু সকলের উহা সমান পরিমাণে নাই। কাহারও উহা বেশী আর কাহারও অল্প। অধিক সংবেদ্য (susceptible) লোকদিগকে সহজেই সম্মোহন শক্তির বশীভূত করা যায়। আর যাহাদের উহা অল্প, হয়

তাহাদিগকে মোহিত করা কঠিন, আর না হয় তাহারা মোটেই সম্মোহিত হয় না। যে সকল স্ত্রী-পুরুষ স্বভাবতঃ সরল বিশ্বাসী অর্থাৎ যাহারা বেশী যুক্তি-তর্কের ধার না ধারিয়া অপরের কোন কথা বা উক্তি সরল ভাবে বিশ্বাস করে, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদেরই মনের গ্রহণ শক্যতা বেশী এবং তাহারাই অল্লাধিক পরিমাণে অপরের সম্মোহন-শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। কোন লোককে সম্মোহন করিবার জন্য তাহার মনে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সংবেদনা থাকা আবশ্যক। ইহার পরিমাণের অল্পতা বশতঃই সকল লোক বশীভূত হয় না।

মানুষের শৈশবাবস্থায় এই গ্রহণ-শক্যতা অত্যন্ত প্রখর থাকে ; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা তাহার বিচার-শক্তি বিশিষ্ট বহির্মন পরিস্ফুট ও উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা হ্রাস পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যে উহা উত্তরোত্তর হ্রাস পায়—অর্থাৎ শিশু অপেক্ষা কিশোর, কিশোর অপেক্ষা যুবক ইত্যাদি ক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প সংবেদ্য। অতএব এই হিসাবে বৃদ্ধগণই সর্ব্বাপেক্ষা কম গ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট ; কিন্তু স্বভাবতঃ যাহাদের ইহা অধিক, বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদের যথেষ্ট সংবেদনা থাকে। শিশু ও অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের (যে পর্য্যন্ত শিক্ষা দ্বারা তাহাদের বিচার-বুদ্ধি বিশিষ্ট বহিমন বিকশিত না হইয়াছে) উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকিলেও, মানসিক কিম্বা নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহাদিগকে সম্মোহিত করার কোন প্রয়োজন হয় না ; কারণ তাহারা অত্যন্ত সহজ বশ্য। অতএব যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, যাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা বহির্মন সমধিক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে এবং যাহারা

আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবন-সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেবল তাহাদিগকেই বশীভূত করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে আনুমানিক ১০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষগণই বেশ সংবেদ্য; সুতরাং শিক্ষার প্রারম্ভে কেবল তাহাদের উপরই চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার্থিগণ উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের ২।৪ জনকে সম্মোহিত করার পর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগকে লইয়াও চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ অল্প সংবেদ্য বলিয়া প্রথম প্রথম তাহাদের উপর চেষ্টা করিবে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অধিক গ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট নহে; সুতরাং তাহারা উভয়েই তুল্যরূপে বশ্য।

যে সকল স্ত্রী বা পুরুষের চোখ কোটর গত (অর্থাৎ গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত) এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বা নাসা-মূলের খুব নিকটে স্থিত, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদের সংবেদনা অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক। গোলাকার অপেক্ষা দীর্ঘাকার মুখমণ্ডল বেশী সংবেদনার পরিচায়ক।

সাধারণ লোকের ধারণা যে দুর্ব্বল লোকেরাই মোহিত হয়, সবল লোকদিগকে সম্মোহিত করা যায়না। এই দুর্ব্বলতা যদি মানসিক হয়, তবে উহা সম্মোহনের পরিপন্থী। কারণ দুর্ব্বল চিত্ত লোকেরা আদিষ্ট বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে মোহিত করা যায় না। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল কিন্তু মন সবল, তাহাদিগকে সহজেই মোহিত করা যায়। আর যাহাদের শরীর সবল তাহাদের মন সবল না হইলে, তাহারাও উক্ত কারণে সম্মোহনের অযোগ্য। অতএব সম্মোহনের সহিত শরীরিক সবলতা বা দুর্ব্বলতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। উহার সম্পর্ক কেবল মন লইয়া। যাহার মন সবল সে শারীরিক হিসাবে

সবল বা দুর্ব্বল হউক, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহার সংবেদনা থাকিলে সে অবশ্য মোহিত হইয়া থাকে।

যাহারা উপযুক্ত পরিমাণে সংবেদ্য ও মোহিত হইতে আন্তরিক ইচ্ছুক এবং সম্মোহনবিদের আদিষ্ট বিষয় মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে সমর্থ ও তাহার অন্যান্য উপদেশগুলিও যথাযথরূপে পালন করিতে যত্নবান্ থাকে, তাহারাই উত্তম শ্রেণীর পাত্র। আর যাহারা মোহিত হইতে অনিচ্ছুক, কিম্বা কার্য্যকারকের উপদেশ পালন করেনা, বা করিতে পারেনা, অথবা যাহারা তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে আগ্রহান্বিত তাহাদিগকে সম্মোহিত করা কঠিন। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দ্বাদশ পাঠে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চদশ পাঠ

পাত্রকে সম্মোহিত করিবার প্রাথমিক উপদেশ

কার্য্যকারক যাহাকে কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা দ্বারা অভিভূত করিতে পারিয়াছে, সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত (hypnotise) করিতে প্রথম তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে। এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে সে শিক্ষায় সহজে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইবে। যদি কোন শিক্ষার্থী পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় বশীভূত না করিয়া প্রথমেই নিদ্রিত করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে তাহা করিতে পারে; কিন্তু উহাতে সাফল্য লাভ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগিবে। পাত্রকে সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত, অর্থাৎ সম্মোহিত করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করার দুইটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, পাত্র এই পরীক্ষাগুলিতে অভিভূত হইলে, সম্মোহন-শক্তির প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে তাহার সংবেদনা আছে এবং তাহাকে সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত করা যাইবে এরূপ বুঝা যায়। আর যাহারা জাগ্রদবস্থায় মোহিত হয় না, তাহাদের সংবেদনা অল্প; এজন্য তাহাদিগকে সম্মোহিত করা কঠিন। পাত্রের সংবেদনা পরীক্ষার ইহা সাধারণ নিয়ম। মোহিতাবস্থা অধিক পরিমাণে সংবেদনার উপর নির্ভর করিলেও উহা উৎপাদনের সময় আদেশের প্রতি পাত্রের মনঃ সংযোগও একান্ত আবশ্যক। এজন্য জাগ্রদবস্থায় অভিভূত ব্যক্তিও নিদ্রিত হইবার সময় মন একাগ্র না করিলে তাহাকে মোহিত করা যায় না; এবং যে জাগ্রদবস্থায় উক্ত পরীক্ষাগুলি

দ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেও আদেশের প্রতি যথোপযুক্তরূপে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে সম্মোহিত হইয়া থাকে। তথাপি উক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে যে শিক্ষার্থী অধিকাংশ চেষ্টাতেই সফল মনোরথ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ সম্মোহনবিদগণ পাত্রকে নিদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, তাহাকে জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা আবশ্যক বোধ করেন না; যেহেতু তাঁহারা মুখাকৃতি দেখিয়াই অনেক সময় অভ্রান্তরূপে তাহার সংবেদনার পরিমাণ করিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থী তাহা আশা করিতে পারে না। যাঁহারা বহু শত লোক মোহিত করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় বশীভূত করিতে পারিলে, কার্য্যকারকের শক্তির প্রতি তাহার যে বিশ্বাস জন্মে, তাহা তাহার মনে আবশ্যকীয় একাগ্রতা উৎপাদনের সাহায্য করতঃ তাহাকে তাহার আদেশের প্রতি অধিক আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সম্মোহনবিদের প্রতি কাহারও বেশী বিশ্বাস থাকিলে, সে তাহাকে যত সহজে মোহিত করিতে সমর্থ হয়, অপর কোন কার্য্যকারক তাহা করিতে পারে না। কার্য্যকারক স্বীয় আচার, ব্যবহার, কার্য্য ইত্যাদি দ্বারা যত বেশী পরিমাণে লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে, সে তত অধিক কার্য্যকুশল সম্মোহনবিৎ হইতে সমর্থ হইবে।

পাত্রকে যে ঘরে সম্মোহন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা খুব নীরব ও নির্জ্জন হওয়া আবশ্যক। কায করিবার সময় বাহিরের গোলমাল, শব্দ, ইত্যাদিতে কার্য্যকারকের নিজের ও পাত্রের একাগ্রতা নষ্ট না হয়, কিম্বা বাহির হইতে বাতাস আসিয়া তাহাদের উভয়ের চক্ষু কাঁপাইতে না পারে,

সে বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখিবে। দিনের বেলা কায করিলে ঘরে আলোক আসিতে পারে, এরূপ ভাবে ঘরের দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিবে; কিন্তু বেশী আলোক অনেকের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। রাত্রি বেলা চেষ্টা করিলে দরজা-জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোকে ঘরটি আলোকিত রাখিবে, যেন তাহারা পরস্পরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দিনের বেলা নীরব ও জনশূন্য মাঠেও পাত্রকে সম্মোহিত করা যায়; কিন্তু রাত্রিতে খোলা জায়গায় কখনও কাহাকেও মোহিত করিবার চেষ্টা পাইবেনা।

ষোড়শ পাঠ

পাত্রকে নিদ্রিত করণ

প্রথম নিয়ম

পাত্র মনোনীত করিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইবে অথবা বিছানায় শোওয়াইবে। চেয়ারে বসাইলে তাহার মাথা কাৎ করিয়া চেয়ারের হেলান দিবার কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপন করতঃ তাহার হাত দুইখানাকে কোলের উপর রাখিবে; অথবা তাহাকে চিৎ করিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া হাত দুইখানা দুই পাশে স্থাপন করিবে। আসল কথা এই যে, তাহাকে এরূপ ভাবে বসাইবে বা শোওয়াইবে, যেরূপে সে বেশ আরামের সহিত ঘুমাইতে পারে। তাহার সুবিধা মত তাহাকে বসাইতে কিম্বা শোওয়াইতে যদি উক্ত নিয়মের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে যে, তাহার শরীরের মাংসপেশীগুলি যেন খুব শিথিল থাকে। তৎপরে তাহাকে শরীরটি খুব শিথিল করিতে বলিবে। নিদ্রার সময় মানুষের শরীর স্বভাবতঃ যেরূপ অসার ও বলশূন্য হয়, তাহার শরীরটি ঠিক সেইরূপ শিথিল হইবে। তৎপরে সে চক্ষু বুজিয়া খুব মনোযোগের সহিত নিম্নোক্তরূপ ভাবিবে—আমার শরীর বলশূন্য ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছে,—আমার মাথা ক্রমে ক্রমে খুব ভারী হইয়া পড়িতেছে,—আমার চক্ষু দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে,—আমি কিছুতেই আর চোখ টানিয়া খুলিতে পারিব না,—

ক্রমেই আমার শরীর অত্যন্ত অসার ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে,—আমি এখনই ঘুমাইয়া পড়িব,—আমার খুব ঘুম হইবে,—আমার নিশ্চয় গভীর নিদ্রা হইবে। সে ক্রমাগত একাগ্র চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে।

যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উভয় হাত দ্বারা তাহার শরীরের উপর নিম্নোক্তরূপে হাত বুলাইবে অর্থাৎ পাস দিবে। উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত করিয়া উহাদিগকে তাহার মাথার সম্মুখভাগের উপর স্থাপন করিবে; তৎপরে উভয় হাত দুইখানা আস্তে আস্তে তাহার শরীরের উপর দিয়া টানিয়া বরাবর পা পর্য্যন্ত লইয়া আসিবে এবং যখন একবার ঐরূপ করা হইয়াছে, তখন উহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্থাপন করতঃ পুনর্ব্বার ঐরূপ করিবে ও ক্রমাগত ৫ হইতে ১৫ মিনিট ঐরূপ করিতে থাকিবে। ইহাকে "স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস" বলে। এই পাস দিবার সময় কার্য্যকারককে উপুড় বা কুঁজো হইয়া কায করিতে হইবে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি যথা সম্ভব পাত্রের নাসা-মূলে স্থির থাকিবে। পাস দিবার সঙ্গে সে ধীর, গম্ভীর ও একঘেয়ে সুরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"**ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—গভীর নিদ্রা।**" চার-পাঁচ মিনিট এরূপ আদেশ দেওয়ার পর বলিবে—"**তোমার মাথা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতেছে—ক্রমে ক্রমে তোমার শরীর খুব অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—তোমার চক্ষু খুব শক্তরূপে বন্ধ হইয়া**

গিয়াছে—তুমি আর উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবে না—কিছুতেই পারিবে না। তোমার কেবল ঘুম পাচ্ছে—খুব ঘুম পাচ্ছে—গভীর নিদ্রা হচ্ছে; এমন গভীর নিদ্রা তোমার কখনও হয় নাই—এমন আরাম জনক নিদ্রা তুমি জীবনে কখনও উপভোগ কর নাই;—এখন তুমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না—একটুও নড়াচড়া করিতে পারিতেছ না—কাহারও কথা—কোন শব্দই তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না—কেবল আমার কথাই শুন্‌তে পাচ্ছ।" চার-পাঁচ বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর বলিবে—"ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—গভীর নিদ্রা;—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—গভীর নিদ্রা (৪।৫ বার বলিবে); খুব আরামদায়ক নিদ্রা—খুব শান্তিজনক নিদ্রা—গভীর নিদ্রা; এখন তোমার খব ঘুম হ'য়েছে—তোমার ঘুম আরও গভীর—খুব গভীর হ'চ্ছে; এই ঘুম আর ভাঙ্গিবে না,—আমি তোমাকে না জাগাইলে তুমি আর জাগিবে না,—আমি ভিন্ন আর কেহই তোমার ঘুম ভাঙ্গিতে পারিবে না। এইক্ষণ তোমার জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে—খুব জোরে—আরও জোরে জোরে হচ্ছে; এখন তুমি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকিবে (এই আদেশের অব্যবহিত পরে, যদি পাত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস গভীররূপে বহিতে আরম্ভ না হয়, তবে কার্য্যকারক স্বয়ং কিছুক্ষণের জন্য জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস টানিতে আরম্ভ করিবে। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইয়া পাত্রও জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিবে; যখন পাত্র ঐরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে

তাহা বন্ধ করিবে, কিন্তু পাত্র বরাবর জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে থাকিবে) **তোমার গভীর নিদ্রা হ'য়েছে,—খুব গাঢ় ঘুম হ'য়েছে, তোমার ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিবে না ; যতক্ষণ না আমি তোমাকে জাগিতে বলিব, ততক্ষণ তুমি কিছুতেই জাগিতে পারিবে না ;—গভীর নিদ্রা—শান্তিজনক নিদ্রা।"** যখন বোধ হইবে যে, পাত্র নিদ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাকে কোন কার্য্য করিতে আদেশ দিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ পাঠের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম

পূর্ব্ব কথিত নিয়মে পাত্রকে একখানা সাধারণ চেয়ারে বসাইবে কিম্বা বিছানায় শোওয়াইবে। সে বেশ আরামের সহিত বসিয়া বা শুইয়া শরীরটি সাধ্যমত বলশূন্য ও শিথিল করতঃ চক্ষু বুজিয়া খুব একাগ্র মনে নিম্নোক্তরূপ ভাবিবে—"আমার শরীর অলস, অবসন্ন ও শিথিল হইয়া পড়িতেছে,—আমার মাথা ক্রমেই খুব ভারী হইয়া পড়িতেছে,—আমার চক্ষু ক্রমেই দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া যাইতেছে,—আমি আর চোখের পাতা টানিয়া খুলিতে পারিব না,—ক্রমেই আমার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে,—ক্রমেই আমার খুব ঘুম পাইতেছে,—আমি ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িব,—আমার খুব গভীর ও শান্তিজনক নিদ্রা হইবে" ইত্যাদি। যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিটি (পাত্রের) কপালের ঠিক মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ উপরে স্থাপন করতঃ ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলিকে কপালের বামপার্শ্বে

(at the left temple of subject's fore-head) রাখিবে এবং তাহার বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিটি (পাত্রের) কপালের ঠিক মধ্যস্থলে (দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নে) স্থাপন করতঃ অপর অঙ্গুলিগুলি কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে (at the right temple of subject's fore-head) বাম অঙ্গুলিগুলির ন্যায় স্থাপন করিবে। পাত্রের কপালের উপর কার্য্যকারকের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি এরূপ ভাবে স্থাপিত হইবে যেন, একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত না হয়। তৎপরে কার্য্যকারক বাম ও দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিগুলি উহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্থানান্তরিত না করিয়া, বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিটি পাত্রের দক্ষিণ ভ্রূর সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিটি তাহার নাসিকার উপর দিয়া, বরাবর নীচের দিকে উহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে বুলাইয়া আনিবে, অর্থাৎ পাস করিবে। ঐরূপ করিবার সময় কার্য্যকারককে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলিকেই এক সময়ে—উহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাস করিয়া আনিতে হইবে—অর্থাৎ দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কপালের মধ্যস্থল হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এবং বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কপালের মধ্যস্থল হইতে দক্ষিণ ভ্রূর সীমান্ত পর্য্যন্ত আনিতে হইবে এবং ঐরূপ করিবার সময় একটি অপরটির সহিত যুক্ত হইবে না। এইরূপে একবার পাস করা হইলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিয়া উক্তরূপ পাস করিবে এবং ক্রমাগত ৫ হইতে ১৫ মিনিট কাল ঐরূপ করিবে। পাস দিবার সঙ্গে ধীর, গম্ভীর ও একঘেয়ে স্বরে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—গভীর নিদ্রা,—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—ঘু-উ-ম—

গভীর নিদ্রা; শান্তিজনক নিদ্রা—আরামদায়ক নিদ্রা—গাঢ় নিদ্রা" ইত্যাদি। চার-পাঁচ মিনিট এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর আবার বলিবে—"তোমার মাথা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতেছে,—তোমার সমস্ত শরীর অত্যন্ত অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—তুমি আর নড়া-চড়া করিতে পারিতেছ না,—কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না—তোমার চক্ষু খুব দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—তুমি আর উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবে না—কখনও পারিবে না;—তুমি এখন আমার কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইতেছ না। তোমার গভীর নিদ্রা হইয়াছে—খুব গাঢ়—সুনিদ্রা হয়েছে; এখন তোমার জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকিবে—জোরে—আরও জোরে—খুব জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিবে;—এখন তুমি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকিবে—তোমার গভীর নিদ্রা হয়েছে।" সাধারণতঃ ১০।১৫ মিনিট কাল উক্ত আদেশের সহিত পাস দিলেই পাত্র সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য যে, পাত্র নিদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে, তাহাকে কোন কার্য্য করিতে আদেশ দিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ পাঠের নিয়মানুসারে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

তৃতীয় নিয়ম

পূর্ব্বকথিত নিয়মে পাত্রকে বেশ আরামের সহিত বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। তৎপরে তাহাকে চক্ষু বুজিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঘুমের বিষয়

ভাবিতে বলিবে। যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি পাত্রের কপালের উপর (কপালের মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ উপরে) স্থাপন করতঃ তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, উক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আস্তে আস্তে, বরাবর নীচের দিকে, নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পাস দিবে। একবার পাস করা হইলে, পুনর্ব্বার উহা করিবে এবং বার বার ঐরূপ করিতে থাকিবে। পাস করিবার সময় একাগ্রতার সাহত ধীর, গম্ভীর ও একঘেয়ে স্বরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর—নিদ্রা; শান্তিজনক নিদ্রা; গভীর নিদ্রা;—গাঢ় নিদ্রা; তোমার মাথা ভারী হইয়া গিয়াছে—শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তুমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না—আমার কথা ছাড়া তুমি কিছুই শুনিতে পাইতেছ না—তোমার কেবল ঘুম পাচ্ছে—গভীর নিদ্রা হচ্ছে শান্তিজনক নিদ্রা—আরাম দায়ক নিদ্রা" ইত্যাদি। উক্ত নিয়মে পাস করিবার সঙ্গে ৫ হইতে ১৫ মিনিট ঘুমের আদেশ দিলে অনেক পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

চতুর্থ নিয়ম

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে অথবা শোওয়াইবে। তৎপরে তাহাকে চক্ষু বুজিয়া মনোযোগের সহিত ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ তালুর গোড়ার অংশটি পাত্রের বাম ভ্রূর উপর স্থাপন করতঃ ঐ

হাতের আঙ্গুলগুলি তাহার মাথার উপর রাখিবে এবং ঠিক সেইরূপে বাম তালুর গোড়ার অংশটি তাহার দক্ষিণ ভ্রূর উপর স্থাপন করিয়া, ঐ হাতের আঙ্গুলগুলি দক্ষিণ হাতের আঙ্গুলগুলির ন্যায় তাহার মাথার উপর রাখিবে। তৎপরে কার্য্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি উহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্থানান্তরিত না করিয়া, দক্ষিণ তালুর গোড়ার অংশটি (যাহা পাত্রের বাম ভ্রূর উপর স্থাপিত রহিয়াছে) তাহার বাম ভ্রূর উপর দিয়া, ঐ ভ্রূর সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং তাহার বাম তালুর গোড়ার অংশটি (যাহা পাত্রের দক্ষিণ ভ্রূর উপর রহিয়াছে) তাহার দক্ষিণ ভ্রূর উপর দিয়া, ঐ ভ্রূর সীমান্ত পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে। উভয় হাতের তালুর গোড়ার অংশ দ্বারা একই সময়ে, তাহার উভয় ভ্রূদ্বয়ের উপর উক্তরূপে পাস করিতে হইবে। একবার পাস দেওয়া হইলে, বার বার ঐরূপ করিবে এবং তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—**'ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; —গাঢ় নিদ্রা—সুনিদ্রা—খুব শান্তিজনক নিদ্রা"** ইত্যাদি। উপরোক্ত পাসের সহিত ১০।১৫ মিনিট আদেশ দিলেই পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

পঞ্চম নিয়ম

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে ; কিন্তু তাহার মাথাটি কাৎভাবে না রাখিয়া সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিবে। তৎপরে তাহাকে একাগ্রতার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যখন সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার ডান হাত দ্বারা পাত্রের মাথাটি দৃঢ়রূপে ধরিয়া উহাকে আস্তে আস্তে ক্রমাগত গোলাকারে

ঘুরাইতে আরম্ভ করিবে। বলা বাহুল্য যে, তাহার মাথাটি এরূপ ভাবে ঘুরাইবে, যেন সে উহাতে ব্যথা না পায়। উক্তরূপে পাত্রের মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘুমের আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—"ঘুম —ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা" ইত্যাদি।

ষষ্ঠ নিয়ম

পাত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। তৎপরে তাহার কপাল হইতে প্রায় এক ফুট ঊর্দ্ধে, কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ তর্জ্জনীটিকে নিম্নাভিমুখী করিয়া, শূন্যের উপর (দেড় বা দুই ফিট পরিধির মধ্যে), গোলাকারে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে আরম্ভ করিবে। যখন সে তর্জ্জনীটি ঘুরাইবে, তখন পাত্র ঐ তর্জ্জনীর অগ্রভাগের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া, তাহার চক্ষু দ্বারা উহার গতি অনুসরণ করিবে, অর্থাৎ তর্জ্জনীটি যেমন গোলাকারে ঘুরিতে থাকিবে, পাত্রের দৃষ্টিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহার গতি অনুসরণ করিবে। যে পর্য্যন্ত পাত্রের চক্ষু ক্লান্ত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তর্জ্জনীটি উক্তরূপে ঘুরাইতে থাকিবে। পরে যখন তাহার চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন সে চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। সে চক্ষু বুজিবার পর, কার্য্যকারক আঙ্গুল ঘুরাণ বন্ধ করিয়া গম্ভীর ও একঘেয়ে সুরে ঘুমের আদেশ দিবে এবং তৎসঙ্গে তাহার শরীরের উপর কয়েকটি স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস প্রয়োগ করিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা—গাঢ়

নিদ্রা” ইত্যাদি। তর্জ্জনীটি পাত্রের কপালের উপর উক্তরূপে ঘুরাইবার উদ্দেশ্য এই যে, উহার গতি অনুসরণ করিবার নিমিত্ত পাত্রকে তাহার চক্ষু দুইটি ঐ আঙ্গুলের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ঘুরাইতে হইবে, তাহাতে তাহার চোখ দুইটি শীঘ্রই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তৎপরে ঘুমের আদেশ ও পাস দিলেই সে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

সপ্তম নিয়ম

পাত্রকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চেয়ারে বসাইয়া মনোযোগের সহিত ঘুমের বিষয় ভাবিতে বালবে। যখন সে চক্ষু বুজিয়া তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার নাসা-মূলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ নিজের দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা তাহার মাথার মধ্যস্থলে তালে তালে আঘাত করিবে (অবশ্য সে ব্যথা না পায়, এরূপভাবে উহা করিতে হইবে) এবং ক্রমাগত ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল ঐরূপ করার সঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—“ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা” ইত্যাদি।

অষ্টম নিয়ম

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে এবং চক্ষু বুজিয়া ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যখন সে একাগ্রচিত্তে ঘুমের বিষয় ভাবিতে

আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, নিজের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলিটি তাহার কপালের সর্ব্বোচ্চ সীমায় (চুলের গোড়ায়) স্থাপন করিয়া ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলি তাহার কপালের পার্শ্বে রাখিবে। তৎপরে দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিগুলি কপালের পার্শ্ব হইতে না সরাইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ঐ স্থান হইতে বরাবর নীচের দিকে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে এবং পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকিবে ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা" ইত্যাদি।

নবম নিয়ম

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার নাসা-মূলে স্থির ও তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করতঃ ধীরে ধীরে 'এক' হইতে 'কুড়ি' পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিকে গণিবে। সে এক সেকেণ্ডে এক একটি সংখ্যা গণিবে, সুতরাং 'কুড়ি' গণিতে তাহার কুড়ি সেকেণ্ড সময় লাগিবে। তাহার এক একটি সংখ্যা গননার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র এক একবার তাহার চক্ষু বন্ধ করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে খুলিয়া ফেলিবে। উক্তরূপে বার বার বন্ধ করিতে ও খুলিতে যখন পাত্রের চোখ অত্যন্ত ক্লান্ত হইবে, তখন সে উহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া একাগ্র মনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষার্থীর 'কুড়ি' গণার মধ্যে তাহার চক্ষু ক্লান্ত ও বন্ধ না হইলে, সে পুনরায় 'এক' হইতে 'কুড়ি' পর্য্যন্ত সংখ্যা গণিবে; কিন্তু পূর্ব্বে যেমন সে এক সেকেণ্ডে এক একটি সংখ্যা গননা করিয়াছে, এবার সেরূপে গননা না করিয়া, প্রত্যেক পাঁচ

সেকেণ্ড অন্তর অন্তর এক একটি সংখ্যা গণিবে। যদি দ্বিতীয় বারেও তাহার চক্ষু বন্ধ না হয়, তবে পুনরায় গণনা আরম্ভ করিবে; কিন্তু এইবার দশ দশ সেকেণ্ড অন্তর এক একটি সংখ্যা গণিবে। আবশ্যক হইলে এইরূপ পাঁচ বার পর্য্যন্ত গণনা করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রতি-বারেই গণনার মধ্যে ৫ সেকেণ্ড সময় বাড়াইয়া দিবে। পাত্রের চক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই সম্মোহনবিৎ সংখ্যা গণনা পরিত্যাগ না করিয়া উহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকটি সংখ্যা গণনা করিবে। তৎপরে তাহাকে ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিয়া, তাহার শরীরের উপর কিছুক্ষণ স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ;—গাঢ় নিদ্রা—সুনিদ্রা—খুব শান্তিজনক নিদ্রা "ইত্যাদি। উপরোক্ত পাসের সহিত ১০।১৫ মিনিট কাল আদেশ দিলে অনেক পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

যে সকল পাত্র অন্যান্য নিয়মে নিদ্রিত হয় না, তাহাদের অধিকাংশের উপর এই নিয়মটি বেশ কার্য্যকরী হইবে। ইহা "ডাক্তার ফ্লাওয়ারের প্রণালী" (Dr. Flower's method) বলিয়া খ্যাত।

দশম নিয়ম

পাত্রকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে চেয়ারে বসাইবে এবং তাহার হাতে খুব চক্চকে একটা টাকা বা আধুলি দিয়া, স্থির দৃষ্টিতে উহার দিকে তাকা-ইয়া থাকিতে বলিবে। পাত্র ঐ উজ্জ্বল পদার্থটার প্রতি যতক্ষণ স্থির

দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে সমর্থ, ততক্ষণ সে উহার প্রতি তাকাইয়া থাকিবে। উক্তরূপে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে যখন তাহার চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন সে উহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। টাকা বা আধুলির পরিবর্ত্তে রূপা বা জার্ম্মান-সিল্‌ভারের নির্ম্মিত কোন একটা চক্‌চকে জিনিষ—যেমন—সিগারেট কেস, পানের ডিবা, সুরতির কৌটা, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। যখন পাত্র উক্ত বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সম্মোহনবিৎ তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ গম্ভীর ও একঘেয়ে সুরে ঘুমের আদেশ ও তৎসঙ্গে কয়েকটি নিম্ন-গামী স্পর্শযুক্ত পাস দিবে। বলিবে—"ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা" ইত্যাদি। পাঁচ হইতে পনর মিনিট কাল উক্তরূপে পাস ও আদেশ দিলে অনেক পাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে।

একাদশ নিয়ম

পাত্রকে পূর্ব্বকথিত নিয়মে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিম্বা বসিয়া তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করিবে এবং পাত্র স্থির দৃষ্টিতে তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নির্ভুল রূপে ১০০ হইতে ১ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিকে বিপরীত ভাবে গণনা করিবে। ঐরূপ করিতে করিতে তাহার চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, সে উহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া ঘুমের বিষয় চিন্তা করিবে। যখন সে উহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের

আদেশ দিবে। দশ হইতে পনর মিনিট কাল পাস ও আদেশ দিলেই পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে। যাহাদের মানসিক একাগ্রতা অল্প, সম্মোহনবিৎ তাহাদের অনেককে এই নিয়মে অভিভূত করিতে পারিবে।

দ্বাদশ নিয়ম

পাত্রকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। সম্মোহনবিৎ পাত্রের সম্মুখস্থ দেওয়ালের গায়ে (ভূমি হইতে) ৬।৭ ফিট উচ্চে পেন্‌সিল দ্বারা পোয়া ইঞ্চি পরিধির একটি বৃত্ত অঙ্কিত করতঃ (বৃত্তটি সুস্পষ্ট ও কাল বর্ণের হইবে) পাত্রকে উহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিবে। সে যতক্ষণ ঐ বৃত্তটির প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে পারিবে, ততক্ষণ উহার দিকে চাহিয়া থাকিবে; যখন তাহার চক্ষু ক্লান্ত হইবে, তখন সে উহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করতঃ মনোযোগের সহিত ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। এইক্ষণ কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ প্রদান করিবে। দশ-পনর মিনিট উক্ত পাস ও ঘুমের আদেশ দিলেই পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

সপ্তদশ পাঠ

পাত্রকে নিদ্রিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

সম্মোহন নিদ্রাকর্ষণ করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠে যে কয়েকটি নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, উহাদের যে কোন একটির সাহায্যেই সকল লোককে অনায়াসে নিদ্রিত করা যাইবে, শিক্ষার্থী কখনও এরূপ মনে করিবে না। কোন একটি বা দুইটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সাহায্যে সকল লোককে নিদ্রিত করা যায় না ; কারণ সকল মানুষের প্রকৃতি একরূপ নহে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সাহায্যে শিক্ষার্থী কয়েক ব্যক্তিকে নিদ্রিত করিতে সমর্থ হইলে, উহা যে সকল প্রকৃতির লোকের উপরই তুল্যরূপে কার্য্যকরী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে কোন একটি নিয়মের সাহায্যে সে অনেক লোককে নিদ্রিত করিয়া থাকিলে, নূতন পাত্রের উপর সর্ব্বাগ্রে সেই নিয়মটি প্রয়োগ করিতে পারে। যদি ঐ নিয়মটি তাহার উপর কার্য্যকর হয়, ভালই ; নতুবা অন্য কোন একটি বা দুইটি নিয়ম প্রয়োগ করিবে এবং আবশ্যক হইলে চার-পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মও তাহার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু চার-পাঁচটি বিভিন্ন নিয়মের প্রয়োগও বিফল হইলে, তখন তাহাকে লইয়া আর অধিক চেষ্টা করিবে না। সম্মোহন বিজ্ঞানে "সর্ব্বরোগহর মহৌষধির" ন্যায় এযাবৎ এমন কোন নিয়ম-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা সকল লোককেই মুহূর্ত্ত মধ্যে মোহিত করা যায়। যে একটি নিয়মের প্রয়োগে এক ব্যক্তি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়, ঠিক সেই নিয়মের প্রয়োগে

হয়ত অপর এক ব্যক্তির একটু তন্দ্রাও হয় না। সুতরাং কিরূপ প্রকৃতির লোকের উপর কোন নিয়ম কার্য্যকরী হইবে, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। শিক্ষার্থী কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক নিদ্রিত করণান্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, সে নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

পাত্রকে নিদ্রিত করিবার সময় কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, শরীরের উপর পাস প্রয়োগ ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। সে যে সকল পাস ব্যবহার করিবে, উহারা যে রকমেরই হউক, খুব ধীর ভাবে প্রদান করিবে। ঘুমের আদেশগুলির কিয়দংশ গম্ভীর ও আদেশ সূচক এবং অপরাংশ একঘেয়ে সুরে হইবে। কারণ ক্রমাগত একঘেয়ে সুর কর্ণরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করতঃ উহাতে বিশেষ রকমের একটি অনুভূতি উৎপাদন করে এবং সেই অনুভূতি আবার সম্মোহনবিদের ইচ্ছাশক্তি ও পাত্রের একাগ্রতার সাহায্যে তীক্ষ্ণতর হইয়া শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ করিয়া থাকে। ঝিঁঝিঁ পোকা সমূহের ঝির্ ঝির্ রবে ও ভেককুলের একঘেয়ে আর্ত্তনাদে বহুলোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা যে এক রকমের ছড়া ব্যবহার করে, উহার একঘেয়ে সুরেই শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। নিদ্রিত হইবার সময় পাত্র যেমন একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় চিন্তা করিবে, কার্য্যকারকও সেইরূপ মৌখিক আদেশের সঙ্গে একাগ্র মনে এরূপ চিন্তা করিবে যে, 'পাত্র অবশ্য ঘুমাইয়া পড়িবে', 'নিশ্চয় তাহার গভীর নিদ্রা হইবে' ইত্যাদি।

অষ্টাদশ পাঠ

মোহিতাবস্থা পরীক্ষা করণ

পাত্র নিদ্রিত হইবার পর কার্য্যকারক তাহাকে কোন কার্য্য করিতে আদেশ দিবার পূর্ব্বে, তাহার বাস্তবিক নিদ্রা হইয়াছে কিনা, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবে। কারণ সময় সময় বাচাল প্রকৃতির পাত্রগণ নিদ্রিত না হইয়াও নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে এবং যখন সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক কোন কার্য্য করিতে আদিষ্ট হয়, তখন উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা পায়। বস্তুতঃ পাত্রের বাস্তবিক নিদ্রা না হইয়া থাকিলে, তাহাকে কোন কায করিতে আদেশ করা বৃথা। এই নিমিত্ত পাত্র নিদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিলে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে নিম্নোক্ত উপদেশানুসারে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

(১) নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাস গুলি পরস্পর সমান, দীর্ঘ ও গভীর হইলে তাহাকে নিদ্রিত বলিয়া বুঝিবে।

(২) পাত্রের চোখের পাতা আস্তে টানিয়া তুলিয়া ক্ষণকাল উহা ধরিয়া রাখিবে; যদি উহাতে তাহার চক্ষুর মণি এদিক-ওদিক নড়া-চড়া না করে, তবে তাহাকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত বলিয়া জানিবে।

(৩) পাত্রের চোখের পাতা আস্তে আস্তে টানিয়া তুলিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহার চক্ষু-মণির চারিপাশে যে সাদা অংশ আছে, সেই স্থানে খুব আস্তে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, যদি উহাতে সে চোখের পাতা বন্ধ করিবার চেষ্টা না পায়, তবে তাহাকে নিদ্রিত বলিয়া বুঝিবে; কিম্বা

তাহার চক্ষুর মধ্যে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে, যদি সে চক্ষু বন্ধ করিতে চেষ্টা না পায়, তবে তাহার নিদ্রা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। ইহা গভীর নিদ্রার পরিচায়ক।

(৪) পাত্রের একখানা হাত আস্তে আস্তে উঠাইয়া উহা 'উর্দ্ধবাহুর' ন্যায় খাড়া করিয়া রাখিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় গম্ভীর ও আদেশ-সূচক স্বরে বলিবে—**"তোমার এই হাতখানাকে আমি সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিব ; উহা শক্ত হইয়া সরল রেখার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই উহা শিথিল হইবেনা বা পড়িয়া যাইবে না। তোমার হাত খানা ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত হচ্ছে—আরও শক্ত হচ্ছে—লোহার মত শক্ত হচ্ছে—উহা কিছুতেই পড়িবে না—কখনও পড়িবে না ; যতক্ষণ আমি তোমাকে উহা শিথিল করিতে না বলিব, ততক্ষণ উহা লোহার শলার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং উহাতে তোমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইবে না।"** দুই-তিন বার এইরূপ আদেশ করার পর, তাহার হাত খানা শক্ত হইলে, কিছুক্ষণের জন্য উহাকে ঐরূপ ভাবে অবস্থান করিতে দিবে, কিন্তু মাঝে মাঝে এক একবার টিপিয়া দেখিবে যে, উহা পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত আছে কি না? যদি উহা শিথিল না হইয়া বরাবর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তবে তাহাকে নিদ্রিত বলিয়া বুঝিবে। তৎপরে চার-পাঁচ মিনিট পর আদেশ দিয়া উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শিথিল করিয়া দিবে।

(৫) পাত্রের একখানা পা আস্তে আস্তে উঠাইয়া সরল রেখার ন্যায় সোজা করিয়া শূন্যে রাখিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় বলিবে—"তোমার

এই পা খানা (উরু হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত স্থান) **শক্ত হচ্ছে—ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত হচ্ছে ; আমি ইহাকে শূন্যের উপর যেরূপ ভাবে রাখিয়াছি, উহা সেরূপ অবস্থায়ই থাকিবে ;—কখনও শিথিল হইয়া নুইয়া পড়িবে না। যতক্ষণ আমি উহাকে শিথিল হইতে না বলিব, ততক্ষণ উহা কঠিনরূপে এই অবস্থায় থাকিবে এবং উহাতে তোমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইবে না"** ইত্যাদি। উহা ৪।৫ মিনিট সময় ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহার নিদ্রা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। পরে আদেশ দ্বারা উহা শিথিল করিয়া দিবে। এইটি ঠিক পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার অনুরূপ।

এই গুলির দুই-একটি দ্বারা পরীক্ষা করার পর, পাত্র নিদ্রিত বলিয়া স্থির হইলে, পরবর্ত্তী পাঠের উপদেশানুসারে তাহার মনে মায়া ও ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা করিবে।

উনবিংশ পাঠ

মোহিত ব্যক্তির মনে মায়া জন্মান

পূর্ব্ব পাঠের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করার পর, পাত্র নিদ্রিত বলিয়া স্থির হইলে, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"**এইক্ষণ তোমার খুব ঘুম হইয়াছে—তোমার গভীর নিদ্রা হইয়াছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে জাগিতে না বলিব, ততক্ষণ তুমি জাগিতে পারিবে না—ততক্ষণ কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না।**" তিন-চার বার এইরূপ আদেশ করার পর কার্য্যকারক কয়েক টুক্‌রা কাগজ লইয়া বলিবে—"**এখন আমি তোমাকে কয়েকখানা মিষ্ট বিসকুট্ দিব; তুমি বিস্‌কুটগুলি খাইয়া ফেলিবে। এই বিস্‌কুটগুলি খুব মিষ্ট—ভারী মিষ্ট—এমন মিষ্ট বিস্‌কুট তুমি কখনও খাও নাই।**" দুই-তিনবার এরূপ বলার পর, কাগজের টুক্‌রাগুলি তাহার মুখের ভিতর পুরিয়া দিবে এবং "**খাও—খাও—খেয়ে ফেল—এমন মিষ্ট বিস্‌কুট তুমি কখনও খাও নাই—শীগ্‌গীর খেয়ে ফেল**" ইত্যাদি বলিবে। যদি পাত্র আদেশ মত ঐগুলি খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য আরও দুই এক টুক্‌রা কাগজ দিবে ও তৎসঙ্গে দুই-চার বার উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে। সে

এই কল্পিত বিস্কুটগুলি খাইবার সময়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, ঐগুলি মিষ্ট কি না? কিন্তু তাহাকে উত্তরের সময় না দিয়া নিজেই বলিবে "হাঁ,—এই বিস্কুটগুলি খুব মিষ্ট—অত্যন্ত মিষ্ট" ইত্যাদি. এইরূপ দুই-একবার বলিলেই সে উহাদিগকে মিষ্টি বলিয়া আনন্দের সহিত খাইতে আরম্ভ করিবে। দুই-চার টুকরা খাওয়া হইলে পর নিজেই বলিবে—"আর খেও না; বিস্কুটগুলি এখন তেঁতো লাগ্ছে—খুব তেঁতো লাগ্ছে—ফেলে দাও" ইত্যাদি। এইরূপ বলিবার সঙ্গে সম্মোহনবিৎ নিজে দুই-একবার "থু" "থু" বলিবে (অর্থাৎ সে নিজেও যেন উহাদের তিক্ত স্বাদ অনুভব করিতেছে, এরূপ ভাব প্রকাশ করিবে)। পাত্র উক্ত আদেশ মত কাগজগুলি ফেলিয়া দিবার পর বলিবে—"এখন আবার ঘুমাও;—গভীর নিদ্রা হউক—শান্তিজনক নিদ্রা হউক" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, উক্তাবস্থায় পাত্রকে বেশীক্ষণ ঘুমের আদেশ দিবার আবশ্যকতা নাই; কেবল দুই-তিন-বার "ঘুম-ঘুম-ঘুম—গভীর নিদ্রা" ইত্যাদি বলিলেই সে পূর্ব্বের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

পাত্র নিদ্রিত হইলে পর বলিবে—"এখন তুমি একটি সুগন্ধ গোলাপ ফুল শুঁকিতে পাইবে। এই ফুলটি খুব সুগন্ধ—এমন সুগন্ধ গোলাপ তুমি পূর্ব্বে কখনও শুঁকো নাই।" তৎপরে কার্য্যকারক পাত্রের নাকের সম্মুখে একখানা রুমাল (যাহাতে কোন গন্ধ নাই) ধরিয়া তাহাকে উহা শুঁকিতে বলিবে এবং তৎসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"ফুলটি বেশ সুগন্ধ—খুব সুগন্ধ;—এমন সুগন্ধ গোলাপ তুমি কখনও শুঁকো নাই;

শুঁকে দেখ—বেশ করে শুঁকে দেখ—খুব সুগন্ধ” ইত্যাদি। দুই-চার বার এইরূপ আদেশ দিলেই সে খুব আনন্দের সহিত গোলাপ ফুল কল্পনা করিয়া ঐ রুমাল খানা শুঁকিতে আরম্ভ করিবে। পাত্র কিছুক্ষণের জন্য উক্ত মায়ার অধীন হওয়ার পর “ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা” ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিবে।

তৎপরে বলিবে—“এইবার তুমি হারমনিয়াম বাজনা ও গান শুনিতে পাইবে। তোমার নিকটে একটি লোক হারমনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছে,—তুমি তাহার হারমনিয়াম বাজনা ও গান শুনিতে পাইবে। লোকটি বেশ সুকণ্ঠ এবং সে যে হারমনিয়াম বাজাইতেছে তাহাও খুব মিষ্ট।” দুই-এক বার এইরূপ বলিয়া, নিকটস্থ কোন শব্দ (কথা-বার্ত্তা, পশু পক্ষীর কলরব ইত্যাদিকে) হারমনিয়াম বাজনা ও গান বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ উহার প্রতি তাহার মনোযোগাকৃষ্ট করিয়া বলিবে—ঐ শোন, কেমন মিষ্ট গান ও বাজনা—এমন সুমিষ্ট গান-বাজনা তুমি পূর্ব্বে কখন শুনিয়াছ কি? না,—কখনও শোন নাই; শোন—শোন—খুব মিষ্ট” ইত্যাদি। দুই-চার বার এইরূপ বলার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যে সে গান-বাজনা শুনিতে পাইতেছে কি না? যদি অস্বীকার করে, তবে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় কয়েকবার আদেশ দিলেই সে ঐ কল্পিত গীতবাদ্য খুব আগ্রহের সহিত শুনিতে আরম্ভ করিবে। পাত্র কিছুকালের জন্য, উক্ত মায়ার বশীভূত হওয়ার পর, তাহাকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিবে।

পাত্রকে নিদ্রিত করণান্তর বলিবে—“আমি এখন একটা গরম

লোহার শলা তোমার কপালে লাগাইব; উহাতে তোমার কপাল পুড়িয়া যাইবে। লোহাটা আগুনে পুড়িয়া খুব লাল হইয়া গিয়াছে এবং উহা স্পর্শ করা মাত্র তোমার কপাল পুড়িয়া যাইবে—তুমি চীৎকার করিয়া উঠিবে—যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া উঠিবে" ইত্যাদি। দুই-তিন বার এইরূপ বলিয়া, একটা পেন্‌সিল বা কলম তাহার কপালে চাপিয়া ধরিবে এবং তৎসঙ্গে "তোমার কপাল পুড়্‌ল—পুড়্‌ল" ইত্যাদি বলিবে। পাত্র কিছু-ক্ষণের জন্য কাল্পনিক যন্ত্রনায় অস্থির হইলে, কপাল হইতে উহা অপসারিত করণান্তর পুনর্ব্বার তাহাকে নিদ্রিত করিবে।

তৎপরে সম্মোহনবিৎ আদেশসূচক স্বরে বলিবে—"এইবার তুমি চোখ খুলিবে, কিন্তু তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না" ইত্যাদি। দুই-তিন বার এরূপ আদেশ করার পর বলিবে—"এইক্ষণ তোমাকে চোখ খুলিতে বলিলে তুমি চোখ খুলিবে এবং আমার হাতে কাল রংএর একখানা কাগজ দেখিতে পাইবে। আমার হাতে যে কাগজ খানা রহিয়াছে তাহা কাল—গাঢ় কাল—খুব কাল" ইত্যাদি। দুই-তিনবার এরূপ বলার পর, কার্য্যকারক এক টুক্‌রা সাদা কাগজ লইয়া তাহাকে চোখ মেলিতে বলিবে; পাত্র চক্ষু না মেলিলে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া তাহা করিতে বাধ্য করিবে। যদি নিদ্রার গাঢ়তা বশতঃ সে উহা খুলিতে অসমর্থ হয়, তবে কার্য্যকারক তাহার চক্ষুর পাতা আস্তে আস্তে টানিয়া তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। সে চোখ মেলিবার পর, তাহার সম্মুখে ঐ সাদা কাগজ খানা ধরিয়া বলিবে—"এই দেখ, কাগজ খানা কেমন কাল—গাঢ় কাল—খুব কাল"

ইত্যাদি। দুই-চার বার এইরূপ আদেশ দিলেই সে উহা কাল বলিয়া স্বীকার করিবে। সম্মোহনবিৎ পাত্রের মনে এই মায়া উৎপাদন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে দ্বাবিংশ পাঠের উপদেশানুসারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

বিংশ পাঠ

মোহিত ব্যক্তির মনে ভ্রম জন্মান

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকার মায়া উৎপাদন করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর, শিক্ষার্থী পাত্রের মনে ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা পাইবে। প্রথম রসনেন্দ্রিয়ের ভ্রম উৎপাদন করিবে। তন্নিমিত্ত তাহাকে এই মত কিছু বলিবে—"**তুমি এইমাত্র কয়েকখানা মিষ্ট সন্দেশ খাইলে সন্দেশগুলি খুব মিষ্ট ছিল; উহাদের স্বাদ এখনও তোমার জিহ্বাতে লাগিয়া রহিয়াছে—তুমি এখনও উহাদের মিষ্টত্ব অনুভব করিতেছ**" ইত্যাদি। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, সে জিহ্বাতে এখনও উহাদের মিষ্ট স্বাদ অনুভব করিতেছে কি না? যদি অস্বীকার করে, তবে উক্ত বিষয়ে আরও কয়েকবার আদেশ প্রদান করিবে এবং যতক্ষণ সে ভ্রমের বশীভূত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে আদেশ দিবে। রসনেন্দ্রিয়ের ভ্রম জন্মাইয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা করিবে। বলিবে—"**তোমার নাকে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসিতেছে; তোমার সামনে একটা মরা কুকুর পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহা পচিয়া যাওয়াতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। বিকট দুর্গন্ধ—ভীষণ দুর্গন্ধ—নাকে কাপড় দাও—শীগ্‌গীর নাকে কাপড় দাও—নতুবা তোমার বমি হইবে**" ইত্যাদি। তৎপরে

শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভ্রম উৎপাদন করিতে বলিবে—"ঐ শোন, পাশের বাড়ীতে দুইটা কুকুর কেমন ভয়ঙ্কর ঝগড়া করিতেছে এবং মাঝে মাঝে কেমন বিকট চীৎকার করিতেছে; ঐ শোন, আরও কতকগুলি কুকুর উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিকটতর চীৎকার আরম্ভ করিল—ভীষণ কোলাহল সুরু করিল" ইত্যাদি। তাহার পর স্পর্শেন্দ্রিয়ের ভ্রম জন্মাইতে বলিবে—"এইক্ষণ তোমার খুব শীত করিতেছে,—অত্যন্ত শীত করিতেছে। পৌষ মাসের মত শীত পড়িয়াছে,—তোমার গায়ের জামাতে শীত মানিতেছে না—তোমার খুব শীত করিতেছে" ইত্যাদি। তৎপরে দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রম জন্মাইবে। বলিবে—"ঐ দেখ, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেতাত্মা তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি তাহার প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইবে না—কখনও ভয় পাইবে না। তুমি তাঁহাকে খুব সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিবে। এখন তুমি চোখ মেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। এখন তিনি তোমার সম্মুখে আসিয়াছেন; তাঁহাকে বসিতে দাও। তাঁহার নিকট তোমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে, তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার; তিনি তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন" ইত্যাদি; অথবা তাহাকে বলিবে যে, পরীর দেশ হইতে ১০।১২ জন অসামান্য রূপবতী পরী এইমাত্র নামিয়া আসিয়া তোমার সম্মুখে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। তাহাদের মত এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক তুমি জীবনে কখনও দেখ নাই। এমন সুমিষ্ট গানও শোন নাই এবং এরূপ মধুর

অঙ্গভঙ্গী পূর্ণ নৃত্যও কখন দেখ নাই। তোমার সঙ্গে দর্শক রূপে আর যাহারা নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছেন, তাহারা আনন্দে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়াছেন এবং তুমি নিজেও অত্যন্ত বিস্মিত ও মোহিত হইয়া গিয়াছ। তুমি কি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ? হাঁ, তুমি তাহাদিগকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছ এবং তাহারা সকলে মিলিয়া যে একতানে গান গাহিতেছে, তাহাও তুমি শুনিতে পাইতেছ। তাহারা যে গান গাহিতেছে তাহা কি তুমি জান? হাঁ,—জান। বলতো, তাহারা কোন্ গানটা গাহিতেছে?—ইত্যাদি। মোহিত ব্যক্তি কল্পিত প্রেতাত্মার সহিত কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তা বলার পর কিম্বা কল্পিত পরীগণের নৃত্য ও সঙ্গীত কিছুকাল উপভোগ করার পর, তাহাকে দ্বাবিংশ পাঠের নিয়মানুসারে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

একবিংশ পাঠ

মায়া ও ভ্রম উৎপাদনার্থ বিশেষ উপদেশ

মোহিত পাত্রকে পরীক্ষা করণান্তর প্রথম তাহার মনে মায়া ও তৎপরে ভ্রম (illusion and hallucination) জন্মাইবে। এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থগত বিশেষ পার্থক্য আছে। এক বস্তু অন্য পদার্থ বলিয়া বোধ হইলে (অর্থাৎ বিড়াল হাতী বলিয়া, দুর্গন্ধ পদার্থ সুগন্ধি বলিয়া উপলব্ধি হইলে) সেই ভ্রান্ত অনুভূতিকে "মায়া" (illusion) বলে, আর যেখানে কিছুই নাই, সেখানে কোন পদার্থের অস্তিত্ব বোধ করিলে (যেস্থানে কিছুই নাই সেস্থানে বাঘ, নীরব স্থানে বংশীধ্বনি বা টক্ না খাইয়া জিহ্বাতে অম্ল স্বাদ অনুভব করিলে) সেই মিথ্যা অনুভূতিকে "ভ্রম" (hallucination) বলে।

নিদ্রিত ব্যক্তির মনে প্রথম মায়া ও তৎপরে ভ্রম জন্মাইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে, প্রথম রসনেন্দ্রিয়ের, দ্বিতীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, তৃতীয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের, চতুর্থ ত্বকেন্দ্রিয়ের, পঞ্চম বা সর্ব্বশেষে দর্শনেন্দ্রিয়ের মায়া ও ভ্রম জন্মাইবে। অভিজ্ঞ সম্মোহনবিদগণ সর্ব্বদা এই নিয়মের অনুসরণ না করিলেও নবীন কার্য্যকারককে তাহা করিতে হইবে। তবে যাহাদের

সংবেদনা স্বভাবতঃ অধিক এবং যাহারা খুব তাড়াতাড়ি মোহিত হয়, কিম্বা যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কয়েকবার মোহিত হইয়াছে, তাহাদের মনে মায়া ও ভ্রম জন্মাইতে এই নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই।

মোহিত ব্যক্তির মনে একবার বিভিন্ন রকমের দুই-তিনটি মায়া ও ভ্রম সৃষ্টি করিতে পারিলেই, তখন তাহাকে প্রায় সকল প্রকার মায়া ও ভ্রমের অধীন করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি রসগোল্লা বলিয়া কতকগুলি পিঁয়াজ বা রশুন তাহাকে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আহ্লাদের সহিত ঐগুলি খাইয়া ফেলিবে; কিম্বা যদি উগ্র গন্ধযুক্ত এক শিশি স্মেলিং সল্ট (Smelling Salt) বা এমোনিয়া (Ammonia) সুগন্ধ আতর বলিয়া তাহার নাকের সম্মুখে ধরা যায়, তবে সে অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত উহা পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিবে। এইরূপে কেবল আদেশ করিয়াই তাহাকে বানর বা ভল্লুক বলিয়া নাচাইতে, গায়ক বলিয়া গাওয়াইতে, বক্তা বলিয়া বক্তৃতা করাইতে, শিক্ষক বলিয়া পড়াইতে, নাপিত বলিয়া কামাইতে, মুচি বলিয়া জুতা সেলাই করাইতে, পালোয়ান বলিয়া মল্লযুদ্ধ করাইতে পারা যায় ইত্যাদি। এই অবস্থায় তাহাকে অভিভাবক এবং উপস্থিত পিতামাতাকে তাহার ছেলে মেয়ে বলিয়া আদর বা শাসন করিতে বলিলে, সে তাহাই করিবে; কিম্বা তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইতে বলিলে, সে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। তাহার কোলের উপর একখানা জুতা রাখিয়া, উহাকে তাহার নব জাত শিশু বলিয়া ঘুম পাড়াইতে আদেশ করিলে, সে সত্য সত্যই তাহার কল্পিত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে আরম্ভ করিবে ইত্যাদি। এইরূপে কার্য্যকারক ইচ্ছা মাত্র তাহার মনে শত সহস্র প্রকার মায়া ও ভ্রম

জন্মাইতে পারে। সম্মোহন বিদ্যার এই অংশই সচরাচর ক্রীড়ারূপে রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

মোহিত ব্যক্তির মনে মায়া ও ভ্রম জন্মাইবার আদেশ গুলিকে সুস্পষ্ট, বিশ্বাসোদ্দীপক ও প্রভুত্ব ব্যঞ্জক স্বরে প্রদান করিবে। আদেশ দিবার সময় মুখে কথা বাধিয়া গেলে, বা সুস্পষ্ট ও সরল ভাবে উচ্চারিত না হইলে, সেই আদেশ পাত্রের মনে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে পারেনা। পাত্রকে যাহা করিতে বলিবে, সে তাহা করিতে অস্বীকার বা ইতস্ততঃ করিলে, তাহাকে পুনরায় এরূপ দৃঢ়তার সহিত ও বিশ্বাসোদ্দীপক স্বরে আদেশ দিবে, যেন কথা গুলি তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। কার্য্যকারক চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে সে সহজেই পাত্রদিগকে সমস্ত প্রকার মায়া ও ভ্রমের অধীন করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বাবিংশ পাঠ

মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করণ

জাগ্রদবস্থায় ও অগভীর নিদ্রায় অভিভূত পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে "**জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জেগে উঠ—জাগ—জাগ—জাগ**" বলিবে। ইহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে তাহার শরীরের উপর কয়েকটি উর্দ্ধগামী দীর্ঘ পাস দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "**জাগ—জাগ—সেরে গেছে—সেরে গেছে—জাগ—জাগ**"ইত্যাদি বলিবে। যদি ঐরূপ করার পর সে জাগ্রত না হয়, তথাপি শিক্ষার্থীর ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ সম্মোহন নিদ্রা বিপজ্জনক নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ অধিক নিদ্রালু কেবল তাহারাই শীঘ্র জাগ্রত হয়না। ঐরূপ প্রকৃতির পাত্রকে তাড়াতাড়ি জাগ্রত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা না পাইয়া, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে একটি নীরব স্থানে রাখিবে এবং তাহার নিকট কাহাকেও অবস্থান করিতে কিম্বা যাইতে দিবে না। উক্তাবস্থায় তাহাকে একাকী রাখিলে, দশ হইতে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তাহার সম্মোহন নিদ্রা স্বতঃ স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইবে। উক্ত সময়ের পর, শিক্ষার্থী তাহার নিকট যাইয়া একাগ্রমনে ও প্রভুত্বসূচক স্বরে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—**জাগ—জাগ—জাগ; তুমি আর অধিকক্ষণ ঘুমাইবে না,—তোমার আর বেশীক্ষণ ঘুমাইবার**

আবশ্যকতা নাই,—আমি তোমাকে আর বেশীক্ষণ ঘুমাইতে দিব না। জাগ—জাগ—জাগ; তুমি এখনই জাগিয়া উঠিবে;—জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জেগে উঠ—জাগ" ইত্যাদি। তৎপরে বলিবে—"এখন আমি 'এক' হইতে 'কুড়ি' পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি গণিব; তুমি আমার 'কুড়ি' গণা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিবে এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবে। মনে রেখ, আমার 'কুড়ি' গণা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তোমাকে জাগিতে হইবে। প্রস্তুত হও—এক—দুই—তিন—চার; জাগ—জাগ—জেগে উঠ; পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—এগার—বার; জাগ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে; তের—চৌদ্দ—পনর—ষোল—সতর—আঠার—উনিশ—কুড়ি; জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে—উঠে দাঁড়াও" ইত্যাদি। যথাযথ-রূপে এই নিয়মের অনুসরণ করিতে পারিলে মোহিত ব্যক্তি নিশ্চয় জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে।

ক্রীড়া প্রদর্শকগণ রঙ্গালয়ে খেলা দেখাইবার সময় স্বাভাবিক বা জাগ্রদবস্থায় এবং সম্মোহন নিদ্রায় অভিভূত পাত্রদিগকে আদেশ ও তৎসঙ্গে জোরে করতালি দিয়া হঠাৎ জাগ্রত করিয়া থাকে; উহা দ্বারা তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে অকস্মাৎ আঘাত (shock) লাগার সম্ভাবনা আছে বলিয়া উক্ত প্রণালীতে কোন পাত্রকে জাগ্রত না করাই সঙ্গত। মৌখিক আদেশ ও পাস দ্বারা জাগ্রত করিলে তাহাদের শরীর বা মনের কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারেনা। এজন্য কার্য্যকারক সর্ব্বদা এই নিয়মেরই অনুসরণ করিবে।

মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করণ

প্রকৃতিস্থ করিবার সময়, পাত্রকে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিলে, সে জাগ্রত হইবার পর বেশ সুস্থতা বোধ করিবে। শারীরিক বা মানসিক রোগ চিকিৎসার উদ্দেশ্য ব্যতীত কাহাকেও মোহিত করিলে, কার্য্যকারক তাহাকে সর্ব্বদা এরূপ আদেশ প্রদান করিবে যে, সে জাগ্রত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারেই বেশ সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিবে ; তাহার মাথা ও শরীর বেশ পাতলা বোধ হইবে এবং শরীর ও মনে খুব স্ফুর্ত্তি ও স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইবে। পাত্র জাগ্রত হইবার পর, শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন প্রকার দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা বোধ করিলে, সম্মোহনবিৎ তাহার নাসা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—**"তোমার কোন প্রকার দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা নাই,—কোন প্রকার শ্রান্তি বা অবসাদ নাই,—তুমি এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হইয়াছ"** ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ পাঠ

পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপ্‌সী উৎপাদন

(Catalepsy)

সম্মোহন আদেশ পাত্রের শরীর ও মনের উপর কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, 'ক্যাটালেপ্‌টিক্ ষ্টেট্' (Cataleptic State) উহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এই অবস্থায় মোহিত ব্যক্তির শরীর এরূপ কঠিন হইয়া যায় যে, তখন উহার উপর অত্যন্ত গুরু ভার বিশিষ্ট কোন পদার্থ চাপাইয়া দিলেও, সে উহা অক্লেশে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে এবং তাহাতে তাহার শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। ক্যাটালেপ্‌সী দুই প্রকার:—'পূর্ণ' ও 'আংশিক'। যখন পাস ও আদেশের সাহায্যে মোহিত ব্যক্তির সমস্ত শরীর কঠিন করিয়া দেওয়া হয়, তখন উহাকে 'পূর্ণ ক্যাটালেপ্‌সী' (complete catalepsy); আর যখন উহার কোন অংশ বিশেষকে উক্তাবস্থায় আনয়ন করা হয়, তখন উহাকে 'আংশিক ক্যাটালেপ্‌সী (partial catalepsy) বলে।

আংশিক ক্যাটালেপ্‌সী:—ইহা মোহিত ব্যক্তির শরীরের অংশ বিশেষে সহজেই উৎপাদিত হইতে পারে। আংশিক ক্যাটালেপ্‌সী অল্প নিদ্রাতেও উৎপাদন করা যায়। কার্য্যকারক পাত্রের ডান হাতখানা আস্তে আস্তে উঠাইয়া খাড়া করিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক গম্ভীর ও আদেশ সূচক স্বরে বলিবে—"**তোমার এই হাতখানা শক্ত হইতেছে,—হাতখানা**

ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত হইয়া উঠিতেছে,—ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত—আরও শক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা এখন লোহার শলার মত শক্ত হইয়া খাড়া থাকিবে এবং যতক্ষণ আমি তোমাকে উহা নরম ও শিথিল করিতে না বলিব, ততক্ষণ উহা লোহার শলার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই নরম হইয়া পড়িয়া যাইবে না। শক্ত হ'চ্ছে—শক্ত হ'চ্ছে—আরও শক্ত হ'চ্ছে—খুব শক্ত হচ্ছে; এখন ইহা লোহার শলার মত খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই শিথিল হইয়া পড়িয়া যাইবে না।" কয়েকবার এইরূপ আদেশ প্রদান ও তৎসঙ্গে কয়েকটি স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস দিলেই, উহা অত্যন্ত শক্ত হইয়া 'উর্দ্ধবাহুর" ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই হাতখানাকে উক্তাবস্থায় ৫।৭ মিনিট রাখার পর, আদেশ দিয়া উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শিথিল করিয়া দিবে। সম্মোহনবিৎ ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে তাহার অপর হাত ও পা গুলিও উক্তাবস্থায় আনয়ন করিতে পারে।

পূর্ণ ক্যাটালেপ্সীঃ—কার্য্যকারক পাত্রের শরীরে পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী উৎপাদনের চেষ্টা পাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে শোওয়াইবার জন্য নিম্নোক্ত প্রণালীতে দুইখানা চেয়ার স্থাপন করিয়া রাখিবে। পাত্রের পায়ের গোড়ালীর অর্দ্ধ ফুট উপর হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত স্থান যতদূর, ততদূরে ঘরের মেঝেতে, পরস্পর বিপরীতাভিমুখী করিয়া দুইখানা শক্ত চেয়ার স্থাপন করিবে। ঐ চেয়ার দুই খানার হেলান দিবার কাষ্ঠখণ্ডের উপর দুইটি ছোট বালিশ স্থাপন করিবে এবং দুইটি যুবককে ঐ চেয়ার দুই খানার উপর ঘোড় সওয়ারের ন্যায় পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিতে বলিবে।

উক্ত উপদেশ মত যুবকদ্বয় চেয়ারে বসিলে পর, এই পরীক্ষাটির জন্য সম্মোহনবিৎ একটি সবল ও সুস্থকায় যুবককে আহ্বান করিবে। সে, যাহার উপর বিভিন্ন রকমের কয়েকটি মায়া ও ভ্রম জন্মাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকেই পাত্র মনোনীত করিবে। পাত্রকে তাহার হাত দুইখানা দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিয়া সরল ভাবে দাঁড় করাইবে। তৎপর তাহাকে সাধ্যমত তাহার শরীরটি কঠিন ও শক্ত করিতে বলিবে ও চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে উপদেশ দিবে। পাত্র তাহার হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য স্থানের মাংসপেশীগুলি যথা সম্ভব কঠিন ও শক্ত করিয়াছে কি না, কার্য্যকারক তাহা স্বয়ং দেখিয়া লইবে। তাহার শরীর কঠিন হওয়ার পর, যখন সে চক্ষু বুজিয়া ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে, তখন সম্মোহনবিৎ বামহাত দ্বারা তাহার ঘাড়টি দৃঢ়রূপে ধরিয়া ডানহাত দ্বারা তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি কয়েকটি স্পর্শহীন নিম্নগামী পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে গম্ভীর ও প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—"**ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; তোমার শরীর শক্ত হ'চ্ছে,—আরও শক্ত হ'চ্ছে।**" এইরূপ দুই-তিনবার বলিয়া আবার বলিবে—"**ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; গাঢ় নিদ্রা—খুব শান্তিদায়ক নিদ্রা—অত্যন্ত আরামজনক নিদ্রা ; তোমার শরীরের সমস্ত মাংস-পেশীগুলি শক্ত ও কঠিন হ'চ্ছে—আরও কঠিন হ'চ্ছে"—খুব শক্ত হ'চ্ছে"**। এইরূপ তিন-চারবার বলিবে এবং বলিবার সময় তাহার শরীরের মাংসপেশীগুলি এক একবার টিপিয়া দেখিবে যে, উহারা খুব শক্ত হইয়াছে কিনা? তৎপরে আবার বলিবে—"**ঘুম—ঘুম—**

ঘুম—গভীর নিদ্রা; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; তোমার গভীর নিদ্রা হবে,—তোমার হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে এবং তোমার সমস্ত শরীর লোহার শলার মত শক্ত হইয়া যাইবে।" দুই-তিনবার এইরূপ বলিয়া পুনরায় বলিবে—"এখন তোমার গভীর নিদ্রা হয়েছে,—তোমার শরীর লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তোমার হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কায করিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ আমি তোমাকে এই অবস্থায় রাখিব, ততক্ষণ তোমার হৃদ্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কায করিতে থাকিবে; এবং ইহাতে তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।" এই আদেশ দিবার পর তাহার শরীর খুব শক্ত হইলে, অপর দুইটি লোকের সাহায্যে তাহাকে ঐ চেয়ার দুই খানার উপর চিৎ করিয়া শোওয়াইবে; তাহার পা দুইখানা (হাঁটুর এক ফুট নীচের অংশ দ্বয়) এক চেয়ারের উপর (চেয়ারের হেলান দিবার কাষ্ঠখণ্ডের উপর যে বালিশটি রহিয়াছে, তাহার উপর), তাহার ঘাড় (ঘাড়ের মূল হইতে নীচের দিকে চার ইঞ্চি দূরে যে অংশ, সেই অংশটি) অপর চেয়ারে স্থাপিত বালিশের উপর ও তাহার শরীরের মধ্যভাগ শূন্যের উপর থাকিবে। পাত্রকে উক্তরূপে শোওয়াইয়া, উপবিষ্ট যুবকদ্বয়কে তাহার শরীরটি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে বলিবে। পাত্রকে চেয়ারে শোওয়াইবার পর, একখানা মোটা কাপড় দ্বারা তাহার শরীরটি ঢাকিয়া দিয়া কার্য্যকারক অপর একখানা চেয়ারে ভর করিয়া, আস্তে আস্তে তাহার শরীরের উপর উঠিয়া বসিবে অথবা দাঁড়াইবে। উক্তাবস্থায় দুই-তিন

মিনিট অবস্থান করার পর, সে তাহার শরীরের উপর হইতে খুব সাবধানে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, নিম্নোক্ত নিয়মে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করণঃ—দুইটি লোকের সাহায্যে পাত্রকে চেয়ার হইতে নামাইবে এবং তাহাকে সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, বাম হাত দ্বারা তাহার ঘাড়টি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবে। পাত্রের পশ্চাতে এমন ভাবে একখানা চেয়ার রাখিবে, যেন উহাতে তাহাকে বসাইতে পারা যায়। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার নাসিকামূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, ডান হাত দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি স্পর্শহীন উর্দ্ধগামী পাস করিবে এবং তৎসঙ্গে খুব একাগ্রতার সহিত গম্ভীর স্বরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—**"এখন তোমার শরীর আস্তে আস্তে নরম হ'চ্ছে—সমস্ত মাংসপেশীগুলি আস্তে আস্তে নরম ও শিথিল হ'চ্ছে—আস্তে—খুব আস্তে—শিথিল ও অবসন্ন হ'চ্ছে—অসার হ'য়ে পড়্ছে।"** দুই-তিনবার এইরূপ বলার পর, তাহার শরীর শিথিল হইলে তাহাকে চেয়ারে বসাইবে। তৎপরে বলিবে—**"তোমার সমস্ত মাংসপেশীগুলি এখন শিথিল ও অবসন্ন হইয়া গিয়াছে,—তোমার সমস্ত শরীর অসার ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে,—এখন তুমি আবার ঘুমাইবে,—দুই মিনিটের জন্য আবার তোমার গভীর ঘুম হবে; ঘুম ঘুম—ঘুম —গভীর নিদ্রা;—গাঢ় নিদ্রা;—শান্তিজনক নিদ্রা।"** এইরূপ দুই-তিনবার বলিলেই সে আবার ঘুমাইয়া পড়িবে। উহার দুই-তিন মিনিট পর **"জাগ—জাগ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে"** ইত্যাদি বলিয়া

তাহাকে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে। এই অবস্থায় উপনীত পাত্রকে কখনও হাততালি দিয়া হঠাৎ জাগ্রত করিবেনা।

যে সকল লোক সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ, যাহাদের হার্ট (heart) বা হৃদ-যন্ত্রের কোনরূপ ব্যারাম নাই ও যাহাদের শরীরে আংশিক ক্যাটালেপ্‌সী খুব সহজে উৎপাদিত হয়, পূর্ণ ক্যাটালেপ্‌সী উৎপাদন করিতে কেবল তাহাদিগকেই পাত্র মনোনীত করিবে। যাহাদের হৃদযন্ত্র স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা কোন রূপ রোগগ্রস্ত তাহাদিগের উপর এই পরীক্ষা করিতে কদাপি চেষ্টা পাইবেনা। এই অবস্থায় উপনীত পাত্রকে অত্যন্ত সাবধানে নাড়া-চাড়া করিবে এবং যাহাতে তাহার শরীরে হঠাৎ কোন রূপ চোট্ না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। পাত্রকে চেয়ারের উপর শায়িত করার পর, তাহার শরীরের মধ্যভাগ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া বা নুইয়া পড়িলে, কার্য্যকারক তাহার পিঠের নীচে হাত দিয়া উহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় **"শক্ত—খুব শক্ত - লোহার শলার মত শক্ত হইয়া থাকিবে,-কিছুতেই বাঁকিয়া পড়িবেনা,—কখনও নুয়ে পড়বে না"** ইত্যাদি বলিবে। সম্মোহনবিৎ পাত্রের শরীরের উপর অবস্থান করিবার সময়, তাহার শরীর নুইয়া বা ঝুঁকিয়া না পড়িলেও, সে মাঝে মাঝে এক একবার ঐরূপ আদেশ দিবে। সে যে পর্য্যন্ত কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিবে, ততদিন সে পাত্রের উপর কেবল স্বয়ং একাকী আরোহণ করিবে এবং কখনও অপর কোন লোককে তাহার উপর উঠাইবার প্রয়াস পাইবে না। এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিবার পর, সে ইচ্ছা করিলে, উক্তাবস্থায় পাত্রের বুকের উপর ৬।৭ মন ওজনের

পাথরও ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবে। এই অবস্থায় পাত্রকে কখনও দুই-তিন মিনিটের অধিক সময় রাখা সঙ্গত নয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের একখানা সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, সেখানে সম্মোহন ক্রীড়া প্রদর্শন কালীন ডি, ইভেন্‌স্ (নামটি আমার ঠিক স্মরণ নাই) নামক একজন ক্রীড়া প্রদর্শক একটি যুবককে উক্ত পূর্ণ ক্যাটালেপটিক্ অবস্থায় আনয়ন করতঃ তাহার দ্বারা খেলা দেখাইয়াছিল; কিন্তু পরে আর তাহাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। তাহাতে ঐ মোহিত ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। সেখানে তখন দর্শকদিগের মধ্যে কয়েকজন সম্মোহন বিদ্যাবিৎ ডাক্তারও (medical hypnotists) ছিলেন, কিন্তু তাহারাও লোকটিকে প্রকৃতিস্থ করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। ফলে, উক্ত ক্রীড়া প্রদর্শক নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে যে তাহার কি হইল, তাহা আর জানা যায় নাই।

চতুর্ব্বিংশ পাঠ

পাত্রের শরীরে বোধরহিতাবস্থা উৎপাদন

(Anaesthesia)

মোহিত ব্যক্তির মনে মায়া ও ভ্রম জন্মাইয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর, কার্য্যকারক তাহার শরীরে "বোধরহিতাবস্থা" (Anaesthesia) উৎপাদনের প্রয়াস পাইবে। যদিও কোন সংবেদ্য পাত্রের জাগ্রদবস্থায়ও ইহা উৎপাদিত হইতে পারে, তথাপি নবীন কার্য্যকারক পাত্রকে কয়েকটি মায়া ও ভ্রমের অধীন করার পর, তাহা করিতে চেষ্টা পাইবে। এই অবস্থায় রোগীকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা না দিয়া, এমন কি তাহাকে জানিতেও না দিয়া, তাহার শরীরে নানাপ্রকার অস্ত্রোপচার নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়; অধিকন্তু রোগীকে উক্তাবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিয়া তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা যাইতে পারে এবং অস্ত্র হইবার পরেও তাহার কিছুমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। সুতরাং ভীত চিত্ত বা দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট রোগীদিগকে অস্ত্র চিকিৎসা করিবার পক্ষে ইহার আবশ্যকতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ইদানীং ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় সম্মোহনবিদ্যাবিৎ অস্ত্রচিকিৎসকগণ ইহার সাহায্যে প্রত্যহ বহু রোগীকে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় কোকেন্, ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি (Cocane, Chloroform etc.) চৈতন্য-হারক ভেষজাদি ব্যবহার করেন না। চৈতন্যহারক ভেষজ প্রয়োগের পর, রোগীর শরীরে যে উহার প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে তাহার পক্ষে হানিকর, একথা

বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্মোহন চৈতন্য-হারকতায় সেরূপ কিছু হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বোধরহিতাবস্থা উৎপাদনঃ—পাত্র মায়া ও ভ্রমের অধীন হওয়ার পর, তাহার শরীরের যে কোন অংশে (অবশ্যই কোন কোমল ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রাদির উপর নয়) এই বোধরহিতবস্থা উৎপাদন করিতে পারা যায়। মোহিত ব্যক্তির নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ় স্বরে বলিবে—**"আমি এখন তোমার হাতে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিব, কিন্তু উহাতে তুমি ব্যথা পাইবে না;—তোমার একটুও বেদনা হইবে না,—ঘা হইবে না,—রক্ত পড়িবেনা; তোমার হাতখানা অবশ হইয়া গিয়াছে,—সম্পূর্ণরূপে বোধশক্তি-হীন হইয়া গিয়াছে।"** দুই-তিনবার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, তাহার হাতের যে স্থানে সূচ বিঁধাইতে ইচ্ছা করিবে, সেই স্থানে কয়েকটি স্পর্শযুক্ত পাস দিতে দিতে পুনর্ব্বার বলিবে—**"এইক্ষণ আমি তোমার হাতের এইখানে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিতেছি-উহাতে তোমার বিন্দুমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা হইবে না—রক্ত পড়িবে না—ঘা হইবে না—তুমি একটু টেরও পাইবে না।"** দুই-তিন বার এইরূপ আদেশ দিয়া, একটা খুব ধারাল সূচ লইয়া উহা দ্বারা হাতের সেই স্থানে দুই-একবার আস্তে আস্তে খোঁচা দিবে, যদি উহাতে তাহার বেদনা না লাগে, তবে ঐ স্থানের খানিকটা চামড়া টানিয়া ধরিয়া, সূচ দ্বারা উহাকে ভেদ করিয়া ফেলিবে। সম্মোহনবিৎ সূচ বিঁধাইবার সময় কখনও ভীত বা উত্তেজিত হইবে না এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগকেও 'আহা-উহু' ইত্যাদি যন্ত্রণা সূচক শব্দ করিতে নিষেধ করিবে; কারণ উহা বিরুদ্ধ আদেশের ন্যায় করিয়া

থাকে। পক্ষান্তরে, **"তোমার একটুও ব্যথা লাগ্‌চে না,—একটুও বেদনা হ'চ্ছে না"** ইত্যাদি আদেশগুলি বার বার খুব দৃঢ়তার সহিত প্রদান করিবে। পরে, সূচটাকে হঠাৎ টান্ দিয়া খুলিয়া ফেলিবে এবং তৎসঙ্গে ঐ স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিবে—**"ব্যথা নাই—বেদনা নাই—সব সেরে গেছে।"** কার্য্যকারক এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা ষ্টারিলাইজ্‌ড (Sterilized) সূচ ব্যবহার করিবে। অন্যথায় উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে অগত্যা উহার অগ্রভাগটা বাতির শিখাতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া লইবে। ষ্টারিলাইজড্‌ অস্ত্রাদিতে কোন প্রকার বিষাক্ত বীজাণু বা জীবাণু থাকিতে পারে না। প্রয়োজন মত রোগীর শরীরে এই অবস্থা উৎপাদন করিয়া সে অনেক সময় অস্ত্র চিকিৎসকগণকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। আর সে স্বয়ং অস্ত্রচিকিৎসক হইলে, ইহার সাহায্যে তাহার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশ পাঠ

আদেশের প্রতি মোহিত ব্যক্তিগণের সাড়া

মোহিত পাত্রগণ সর্ব্বদা তাহাদের আপনাপন ধাতু-প্রকৃতি ও নিদ্রার গভীরতা অনুসারে সম্মোহনবিদের আদেশের সাড়া (response) দিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মোহিতাবস্থায় তাহারা সকলে সমান ভাবে কার্য্যকারকের আদেশ পালন করেনা এবং তাহাদের হাব-ভাব বা কায-কর্ম্মের ভঙ্গীতেও একরূপ প্রকৃতি প্রকাশ পায়না। পাতলা বা অগভীর নিদ্রায় অভিভূত পাত্রগণ খুব তৎপরতার সহিত বা বশ্যতা সহকারে কার্য্যকারকের আদেশ পালন করেনা এবং পরবর্ত্তী সম্মোহন আদেশও (একত্রিংশ পাঠ দ্রষ্টব্য) তাহাদের দ্বারা যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়না। নিদ্রা যত গাঢ় হয়, সম্মোহন আদেশের প্রতি তাহাদের বাধ্যতাও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য কার্য্যকারক সর্ব্বদাই তাহাদিগকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করার পর, তাহাদের মনে মায়া ও ভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে।

পাত্রগণের স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল মনোবৃত্তি বেশী প্রবল, মোহিতাবস্থাতেও সাধারণতঃ তাহাদের সেই সকল বৃত্তিই প্রবলতর হইয়া থাকে। আর যে সকল কার্য্যে তাহাদের স্পৃহা বা আগ্রহ নাই, সেই সকল কার্য্য তাহারা খুব তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করেনা। যাহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল, চপল, লাজুক, দুষ্ট, চালাক বা নির্ব্বোধ প্রকৃতির, মোহিতাবস্থাতেও তাহাদের ঐ সকল প্রকৃতিই সমধিক পরিমাণে প্রকাশ

পাইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তিদিগকে কোন প্রিয় বস্তু খাইতে দিলে তাহারা উহাতে যেরূপ লোলুপতা প্রকাশ করিবে, অপরে তাহা করিবেনা। উক্তাবস্থায় দুষ্ট প্রকৃতির কোন বালককে মুখ ভ্যাংচাইতে বলিলে, সে যেরূপ হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী সহকারে তাহা করিবে, একজন লাজুক বা শান্ত বালক কখনও তাহা করিবেনা। যাহারা ভাল গান গাহিতে, থিয়েটারের বক্তৃতা করিতে, প্রবন্ধ লিখিতে, ছবি আঁকিতে কিম্বা বিশেষ কোন খেলা করিতে পারে, মোহিতাবস্থায় তাহারা ঐ সকল কার্য্য অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আর যাহারা গান গাহিতে, নাচিতে বা বক্তৃতা করিতে জানেনা, তাহারা কদাচিৎ তাহা করিতে স্বীকৃত হয়। ক্রীড়া প্রদর্শন কালীন বহুবার ইহা দেখা গিয়াছে যে, ম্যাট্রিকুলেশানের ১ম বা ২য় শ্রেণীর কোন কোন ছাত্র যেমন সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছে, অনেক বি, এ এবং এ, মে ক্লাসের ছাত্রগণও তাহা করিতে পারে নাই। যাহারা চালক মোহিতাবস্থাতেও তাহাদের চালাকি, আর যাহারা নির্ব্বোধ প্রতিপদে তাহাদের কেবল বোকামিই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ধর্ম্ম বা নৈতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে সম্মোহন আদেশ কার্য্যকর হয়না; অধিকন্তু তজ্জন্য বেশী জেদ করিলে পাত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাদের নৈতিক চরিত্র দুর্ব্বল—যাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ নয়, সম্মোহন-শক্তি কেবল তাহাদিগকেই নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত করিতে পারে। আর যাহারা চরিত্রবান তাহারা মোহিতাবস্থাতেও ছল-প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরি, চুরি-ব্যভিচার ইত্যাদি কর্ম্ম সম্পাদনে স্বীকৃত হয়না। এই নিমিত্ত কোন সতী নারীকে ব্যভিচারে

কিম্বা কোন সৎ লোককে চুরি, জুয়াচুরি বা হত্যা-কার্য্যে বাধ্য করা যায়না।

নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে, চোর, ব্যভিচারী বা হত্যাকারীদিগকে সম্মোহিত করতঃ তাহাদের কৃতকর্ম্মাদির স্বীকারোক্তি করাইবার প্রয়াস পাইলে সেই চেষ্টা প্রায়ই সফল হয়না। যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য কথা প্রকাশ পাইলে তাহাদিগকে সামাজিক বা রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, বিশেষভাবে সেই স্থলেই তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহা গোপন করিয়া থাকে। তবে অবস্থা বুঝিয়া চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন লোককে সত্য কথা বলিতে বাধ্য করা যায়।

মোহিত পাত্রগণের মনে মায়া ও ভ্রম উৎপাদনের সময় কেহ খুব তৎপরতার সহিত, কেহ খুব ধীরে ধীরে, কেহ বা অনিচ্ছার সহিত এবং কেহ বা ইতস্ততঃ করিয়া আদেশ সকল পালন করিয়া থাকে। কেহ কেহ তখন আবার মুচ্‌কি হাসিও হাসিয়া থাকে এবং কোন কোন পাত্রকে আবার কিছুতেই কোন বিশেষ মায়া বা ভ্রমের অধীন করা যায়না। এই সব কারণে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ তাহাদের মোহিতাবস্থার সত্যতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। মোহিত না হইয়াও যে দুষ্ট প্রকৃতির কোন কোন পাত্র সময় সময় মোহিতাবস্থার ভাণ করেনা তাহা নয়; কিন্তু তাহা সহজেই ধরা যায়। এই শ্রেণীর পাত্রগণের মধ্যে সময় সময় অতিরিক্ত চালাকিতে অভ্যস্ত এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা সমস্ত মায়া ও ভ্রমের আদেশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে

পালন করিতে এবং এমন কি তাহাদের শরীরে সূচ বিঁধাইয়া দিলেও উহার যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকিতে পারে এবং অভ্যাস বলে এক ব্যক্তিকে স্বীয় শরীরে সম্পূর্ণ ক্যাটালেপ্সীও উৎপাদন করিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। অবশ্যই এরূপ পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত বিরল; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের কপটতাও ধরিয়া ফেলিতে পারা যায়।

সম্মোহন নিদ্রা গাঢ় না হইলে অনেক সময় পাত্রগণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বা অনিচ্ছার সহিত মায়া ও ভ্রমের আদেশ পালন করে এবং সময় সময় কোন কোন পাত্রকে তখন মুচ্‌কি হাসি হাসিতেও দেখা যায়। তাহার কারণ, নিদ্রার অল্পতা বশতঃ স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ না পাওয়াতে, তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় সমস্ত উপলব্ধি করিতে পারে এবং সম্মোহনবিৎ যে তাহাদের দ্বারা নানা প্রকার হাস্যাস্পদ কার্য্য করাইতেছে তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে; কিন্তু তথাপি তাহারা তাহার আদেশ অমান্য করিতে পারেনা বলিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। আবার যে সকল লোক স্বভাবতঃ বেশী হাসে, গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেও সামান্য কারণেই তাহাদিগকে হাসিতে দেখা যায়। যদি কোন পাত্র মোহিত হওয়ার পূর্ব্বে এরূপ সংকল্প করে যে, সে মোহিতাবস্থায় কিছুতেই কোন বিশেষ মায়া বা ভ্রমের অধীন হইবেনা, তবে তাহাকে সেই মায়া বা ভ্রমের অধীন করা যায় না। আদিষ্ট কার্য্যটি পাত্রের স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও সময় সময় সে তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হয়না।

ষড়বিংশ পাঠ

কঠিন পাত্র মোহিত করণ

উপযুক্ত সংবেদনার অভাবে সকল লোক মোহিত হয়না বলিয়া সময় সময় কাযের বড় অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা বিশেষতঃ সম্মোহন চিকিৎসার সময়ই তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। অবশ্য কোন রোগীকে সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত না করিয়াও চিকিৎসা করা যায়; কিন্তু সে নিদ্রিত হইলে যেমন শীঘ্র ফল লাভ হয়; নিদ্রিত না হইলে তেমন হয়না। যাহাদের সংবেদনা অল্প এবং যাহাদিগকে সাধারণ নিয়মে নিদ্রিত করা যায়না, তাহাদিগকে "কঠিন পাত্র" (difficult subjects) বলে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে মোহিত করার জন্য সম্মোহন বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ নানা প্রকার ভেষজের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহাদের সাহায্যে সকল প্রকৃতির লোককে মোহিত করিতে পারা না গেলেও, অনেকের উপর উহাদের প্রয়োগ বেশ কার্য্যকর হইয়া থাকে।

প্রথম নিয়মঃ—উক্ত প্রকৃতির কোন পাত্রকে নিদ্রিত করিবার জন্য তাহাকে সাধারণ নিয়মে চেয়ারে বসাইবে। তাহার সমস্ত শরীরের উপর প্রায় পনর মিনিট কাল স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। তৎপরে একখানা পরিষ্কার রুমালে কয়েক ফোটা ক্লোরোফরম (Chloroform) ঢালিয়া দিয়া, পাত্র উহার গন্ধ শুঁকিতে পায়, এরূপ ভাবে উহা তাহার নাকের সম্মুখে ধরিয়া রাখিবে, এবং তৎসঙ্গে

নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—"এখন তুমি ক্লোরো-ফরমের গন্ধ শুঁকিতে পাইতেছ,—এই ক্লোরফরম তোমাকে শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিবে,- তুমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবে,—তুমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিবেনা,—এখনই তোমার গভীর নিদ্রা হইবে,—খুব শান্তিজনক নিদ্রা হইবে। তুমি আর কিছুতেই ক্লোরোফরমের শক্তি রোধ করিতে পারিবেনা ;—ক্লোরোফরম তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কোনরূপ ক্ষতি করিবে না,—তোমার পাকস্থলীরও কোনরূপ অনিষ্ট হইবেনা,—তোমার কোন প্রকার অসুখই হইবেনা। ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; শান্তিজনক নিদ্রা" ইত্যাদি। যতক্ষণ পাত্র নিদ্রিত না হয়, ততক্ষণ উক্তরূপ আদেশ দিবে। পাত্র নিদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে, তাহার নাকের সম্মুখ হইতে ক্লোরোফরম মাখান রুমালখানা সরাইয়া লইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ—সুরাসারের (Alchohol) সহিত ঝালগন্ধযুক্ত কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত করতঃ উহাকে ক্লোরোফরম হইতে প্রস্তুত বিশেষ ঔষধ বলিয়া পাত্রের মনে পূর্ব্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিবে। পরে একখানা পরিষ্কার রুমালে উহার তিন চার ফোটা ঔষধ পাত্রের সম্মুখে (অর্থাৎ পাত্র দেখিতে পায় এরূপ ভাবে) ঢালিয়া কার্য্যকারক রুমালখানা নিজের কাছে রাখিবে। তৎপরে পাত্রকে বিছানায় শোওয়াইয়া বা চেয়ারে বসাইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পনর মিনিট কাল পাস ও ঘুমের আদেশ দিবে। উহার পর ঐ রুমালখানা তাহার নাকের সম্মুখে ধরিয়া

পূর্ব্বের ন্যায় আদেশ প্রদান করিবে। বলা বাহুল্য যে, ঐ রুমালে মিশ্রিত গন্ধযুক্ত পদার্থ যে ক্লোরোফরমে প্রস্তুত বিশেষ ঔষধ এবং পাত্র কয়েকবার উহা শুঁকিলেই যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে, একথা তাহার মনে খুব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। ঐ ঔষধ-গন্ধযুক্ত রুমালখানা পাত্রকে শুঁকাইবার সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুমের আদেশ দিলেই পাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় নিয়ম ঃ—এক মাত্রা সাল্‌ফোনেল্ (Sulfonal) বা ভেরোনেল্ (Veronal) ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাত্রকে খাইতে দিবে। সে উহা পান করিবার পর, দেড় ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যে, গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবে। এই ঔষধ সেবন করাইবার এক বা দেড় ঘণ্টা পর, পাত্রকে ঘুমের আদেশ ও তৎসঙ্গে পাস দিবে। পনর হইতে ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত পাস ও আদেশ দিলে, পাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য এই ঔষধ দুইটির মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ; কিন্তু ডাক্তারদিগের উপদেশ ব্যতীত ২০ গ্রেণের উপর এক সময়ে ব্যবহার করিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে যে ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকেও ডাক্তারদিগের পরামর্শানুসারে প্রয়োগ করিবে।

চতুর্থ নিয়ম ঃ—উপযুক্ত মাত্রায় হাইওসিন্ হাইড্রোব্রোমাইড্ (Hyoscine Hydrobromide) জল, দুধ, চা বা সরবৎ ইত্যাদি পানীয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে ১০ হইতে ১৫ মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুম হয়। এই ঔষধের মাত্রা খুব অল্প এবং ইহা কোন পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইলেও উহার স্বাদ বিকৃত হয়না বলিয়া পাত্রের

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও উহা তাহাকে খাওয়ান যায়। বড় বড় ঔষধের দোকানে (Chemist and Druggist Hall) ইহা কিনিতে পাওয়া যায়; উহার দামও বেশী নহে।

নিদ্রাকর্ষক ভেষক মাত্রই অল্প বিস্তর হৃদযন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর। এজন্য কাহারও উপর এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদাই ডাক্তারগণের উপদেশ মত কার্য্য করিবে। এই সকল ভেষজকে ইংরাজীতে হিপ্নোটিক্‌স্ (hypnotics) বলে।

সপ্তবিংশ পাঠ

স্বাভাবিক নিদ্রা মোহিতাবস্থায় পরিবর্ত্তিত করণ

যে ব্যক্তি মোহিত হইতে অনিচ্ছুক কিম্বা যাহার সংবেদনা অল্প, তাহাকে মোহিত করিবার আবশ্যক হইলে কার্য্যকারক বর্ত্তমান পাঠের উপদেশানুসারে তাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবে। স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে তখন সমস্ত প্রকার মায়া ও ভ্রমের অধীন এবং তাহার অনেক প্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়। এই নিয়মে যে সকল প্রকৃতির লোকই বশীভূত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা না থাকিলেও, কার্য্যকারক নিম্নোক্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে অনেক লোককে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে।

যাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, সে ব্যক্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন কার্য্যকারক নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাহার শয্যা হইতে দেড়-দুই হাত দূরে দাঁড়াইবে। যদি সম্ভব হয়, তবে তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, আর সুবিধা না হইলে, কেবল তাহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত খুব মৃদু ও এক ঘেয়ে সুরে (যেন কথার শব্দে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে) নিম্নলিখিত আদেশ দিবে। বলিবে—"ঘু—উ—ম ঘু—উ—ম ঘু—উ—ম গভীর নিদ্রা; ঘু—উ—ম ঘু—উ—ম

গভীর নিদ্রা ; গাঢ় নিদ্রা—শান্তিজনক নিদ্রা। তোমার খুব ঘুম হউক—অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা হউক।" তিন-চার মিনিট এইরূপ আদেশ দিবে। যদি এরূপ বোধ হয় যে, কথার শব্দে তাহার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইতেছেনা, তবে কার্য্যকারক গলার স্বর অল্প একটু বাড়াইয়া পুনরায় বলিবে—**"তোমার খুব ঘুম হ'য়েছে ;—গভীর নিদ্রা—শান্তিজনক নিদ্রা হ'য়েছে। তুমি এখন আর জাগিতে পারিবেনা,—কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না,—যতক্ষণ আমি তোমাকে জাগিতে আদেশ না করিব,—ততক্ষণ কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা"** ইত্যাদি। এইরূপ কয়েকবার বলিয়া সে তাহার নিকট আরও অগ্রসর হইবে এবং তাহার শরীরের উপর স্পর্শহীন নিম্নগামী লম্বা পাস (অর্থাৎ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত) দিবে। উক্ত পাসের সহিত ৪।৫ মিনিট কাল ঘুমের আদেশ দিলেই তাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইবে। কার্য্যকারক ইচ্ছা করিলে তাহার মোহিতাবস্থা অষ্টাদশ পাঠের উপদেশানুসারে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারে, কিন্তু কোন রোগ আরোগ্যের সঙ্কল্প থাকিলে তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই। পাত্র সম্মোহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেই তাহাকে অভীষ্ট বিষয়ে আদেশ দিবে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ—যাহারা মোহিত হইতে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু অল্প সংবেদ্য বলিয়া সাধারণ নিয়মে মোহিত হয় না, সম্মোহনবিৎ তাহাদিগকে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইবে। উক্ত প্রকৃতির কোন লোক যখন স্বাভাবিক নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন সে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আগমন জ্ঞাপনার্থ তাহাকে জাগ্রত করিবে। ঐ ব্যক্তি

একবার তাহার দিকে তাকাইয়া ঘুমের অলসতা বশতঃ যখন আবার চোখ বুঝিবে, সেই সময় হইতে সে তাহাকে পাস ও ঘুমের আদেশ দিতে আরম্ভ করিবে। উক্তরূপে আট-দশ মিনিট পাস ও আদেশ দিলেই তাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইবে।

অষ্টাবিংশ পাঠ

আত্ম-সম্মোহন

(Self-Hypnotism)

সমগ্র সম্মোহন বিজ্ঞানের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, তন্মধ্যে "আত্ম-সম্মোহন" বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, যদি কেহ ইহার সকল বিষয় শিক্ষা না করিয়া কেবল এই বিষয়টিই সুন্দররূপে আয়ত্ত করে, তথাপি তাহার এই বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইবে। এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত মূলক (theoretical) ও ব্যবহারিক (practical) জ্ঞান সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নিজে নিজকে সম্মোহিত করার নাম "আত্ম-সম্মোহন"। এই অবস্থায় নিজে নিজের প্রতি যে আদেশ দেওয়া যায় উহাকে "অটো-সাজেস্‌সান্‌" (auto-suggestion) বলে। বাঙ্গলায় ইহাকে "আত্ম-আদেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোন সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক এক ব্যক্তি মোহিত হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় (মায়া ও ভ্রমাদির অবস্থা) আত্ম-সম্মোহনে সেরূপ অবস্থা কখনও উৎপাদিত হইতে পারেনা। আত্ম-সম্মোহন কেবল কার্য্যকারকের নিজের আত্মোন্নতির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সে নিজের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে।

অটো-সাজেস্‌সান্‌ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের মনের সৃষ্টি, ধ্বংস, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের শক্তি আছে এবং মানুষ এই

শক্তি বলে বহু কার্য্য সাধন ও উপরোক্ত যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি করিতে পারে। যদি সে মনের মধ্যে স্বীয় আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কোন একটি ভাবকে চিন্তা বা বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দেয়. তবে তাহার মন সেই ভাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করে যে, তাহার রোগ ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতেছে,—দিন দিনই সে অধিকতর সুস্থতা লাভ করিতেছে, তবে তাহার মন উহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে এই ভাবটি কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একটি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্যতার বিষয় চিন্তা করে, সে উহাতে কখনও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। যদি কোন মদ্যপায়ী সর্ব্বদা এরূপ চিন্তায় রত থাকে যে, সুরাপানে তাহার শরীর ও মনের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহার অর্থ-সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং সে সমাজে লোকের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হইতেছে, সুতরাং সে এই অনিষ্টকর অভ্যাসকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবে, তবে তাহার মন সুরাপানে বীতস্পৃহ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার আসক্তি দূর হইয়া যায়। ব্যবসায় বা চাকরীর উন্নতির জন্য যে সর্ব্বদা চিন্তা করে, তাহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে। উপযুক্ত প্রণালীতে অটো-সাজ্জেস্‌সান্‌ অভ্যাস দ্বারা এইরূপ বহু কার্য্য সাধন করা যায়।

মানুষের মনের এই ক্ষমতা নূতন আবিষ্কৃত হয় নাই। অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিরাই এই সত্য জগতে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান যুগে তাহা বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে মাত্র। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনেকেই হয়ত মনের এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন

এবং সাধারণ লোকেরাও ইহার প্রতি অল্প বিস্তর আস্থাবান্। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া উপযুক্ত নিয়মে এই আদেশ অভ্যাস করিবে তাহারা যে জীবনে অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বিষয় সমূহের মধ্যে শিক্ষার্থী অগ্রে যে বিষয়ের উন্নতি সাধনের আবশ্যকতা বোধ করিবে, তাহা সে পূর্ব্বে স্থির করিয়া লইবে। তৎপরে বাঞ্ছিত বিষয়ের উন্নতির পরিপন্থী যে সকল রোগ বা মন্দ অভ্যাস তাহার শরীর বা মনের উপর বর্ত্তমানে আধিপত্য করিতেছে, সে গুলি বিদূরিত এবং উন্নতির সহায়ক গুণ গুলি বিকাশ করিতে যত্নবান হইবে। শারীরিক উন্নতির অর্থ শরীরকে রোগ মুক্ত করা—স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি করা। সুতরাং যে স্বাস্থ্যবান তাহার উহা আবশ্যক নাই। কিন্তু যে রুগ্ন সে অটো-সাজেস্‌সান্ এর অনুশীলন দ্বারা সুস্থ হইতে প্রয়াস পাইবে। যে মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির কামনা করে, সে স্বভাবগত মন্দ অভ্যাস গুলি (প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন মন্দ অভ্যাস আছে) বিদূরিত করিয়া হৃদয়ের সৎবৃত্তি সকল বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইবে। আর যে বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী সে তাহার অবলম্বিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ততা লাভের নিমিত্ত যত্নবান হইবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা "ইচ্ছা শক্তি" পুস্তকে করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থানে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অটো-সাজেস্‌সান্ অভ্যাসের প্রণালী :—কার্য্যকারক একটি নীরব ও নির্জ্জন গৃহে গমন পূর্ব্বক গায়ের জামা, কাপড় ইত্যাদি গুলি খুব ঢিলা করিয়া দিয়া একখানা ইজি চেয়ার বা বিছানায় শয়ন করিবে; তৎপরে সমস্ত শরীরটি সাধ্য মত শিথিল করতঃ, চক্ষু বুজিয়া একাগ্র মনে ঘুমের

বিষয় চিন্তা করিবে। যথা—"আমার শরীর অলস ও অবসন্ন হইতেছে,—ক্রমে ক্রমে খুব শিথিল ও অসার হইয়া পড়িতেছে,—আমি নড়া-চড়া করিতে পারিতেছি না; আমার চক্ষু দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—মাথা পাথরের মত ভারী হইয়া গিয়াছে,—সমস্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে অসার ও বলহীন হইয়া গিয়াছে। আমার এখন ঘুম হইবে,—গাঢ় নিদ্রা হইবে; ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই আমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িব। ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা; শান্তিদায়ক নিদ্রা; আরামজনক নিদ্রা" ইত্যাদি। উক্তরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন নিদ্রার উপক্রম হইবে, তখন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও একাগ্র মনে (নিজের প্রতি) নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তাহার ধূমপানের অভ্যাস (দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাউক যে, সে ধূমপায়ী এবং সে এই অভ্যাস দূর করিবার অভিলাষী) বিদূরিত করিবে। যথা—"আজ হইতে আমি আর কোনরূপ ধূম পান করিব না—আজ হইতে আমি আর তামাক, সিগারেট, চুরুট, বিড়ি ইত্যাদি কিছুই খাইব না,—কখনও খাইব না; ধূম পান করিলে আমার বমি হইবে,—আমার অসুখ করিবে। আমি আর এই কু-অভ্যাসের দাস হইয়া থাকিব না—আমি আজ হইতে এই অভ্যাসকে চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিব।" যদি সে এই আদেশ-মন্ত্রটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে ভাল; অন্যথায় উহাকে উত্তমরূপে ১০।১৫ মিনিট আওড়াইবার পর অনুশীলনটি বন্ধ করিবে।

কার্য্যকারক বিশ্বাসের সহিত প্রত্যহ দুইবার—অসমর্থ হইলে একবার—নিয়মিতরূপে এই অনুশীলনটি অভ্যাস করিবে। সে এই 'আদেশ-মন্ত্রটি

মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবার চেষ্টা পাইবে; কারণ নিদ্রা হইলে তাহার মন ঘুমন্তাবস্থায় ঐ আদেশানুযায়ী কার্য্যে রত থাকিবে। যখন সে এই স্বতঃ উৎপাদিত মোহিতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তখন উক্ত আদেশ-মন্ত্রের বিপরীত অর্থ বোধক কোন চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দিবেনা; কারণ উক্তাবস্থায় মন অত্যন্ত সংবেদ্য হয় বলিয়া, উহা বিরুদ্ধ আদেশের ন্যায় কার্য্য করতঃ বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। এই অনুশীলনটি অভ্যাসের সময় ধূমপান সম্বন্ধে তাহাকে খুব সংযমাবলম্বন করিতে হইবে; কারণ তাহার চিন্তা ও কার্য্যে ঐক্য না থাকিলে সে ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেনা। সুতরাং সে যেমন মনে চিন্তা করিবে যে, আর ধূমপান করিবেনা; সেইরূপ সে ধূমপানে বিরত থাকিয়া কার্য্যতঃ ঐ চিন্তার সার্থকতা সম্পাদন করিবে। মনে মনে আদেশ আবৃত্তি করিয়া উহার বিপরীত কার্য্য করিলে সেই আদেশের কোন ফল হয়না। যে চিন্তা করিতেছে, "আমি আর ধূম পান করিবনা," সে যদি কিছুমাত্র সংযমী না হইয়া অভ্যাস মত যদৃচ্ছা-ক্রমে ধূম পানে রত থাকে, তবে উহা কেবল অর্থ শূন্য একটা বাক্যে পরিণত হইবে মাত্র। সুতরাং ফল কিছুই লাভ হইবেনা। অনুশীলন করিবার সময় আদেশ-মন্ত্রের বিপরীত কার্য্য করিয়া অনেক লোক ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং উহা অভ্যাস কালীন কদাপি কেহ ঐরূপ কোন কার্য্য করিবেনা।

ইহার সহিত নিম্নোক্ত অনুশীলনটি অভ্যাস করিলে কার্য্যকারক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই বাঞ্ছিত ফল লাভে সমর্থ হইবে। সে রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে এবং ভোরে নিদ্রা ভঙ্গের পর

(শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করার ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে) শরীরটি সম্পূর্ণরূপে শিথিল করতঃ একাগ্রমনে নিম্নোক্তরূপ চিন্তা করিবে—"আমি আর ধূমপান করিবনা ;—আমি আর কখনও ধূম পান করিবনা ;— আমার মন হইতে ধূমপানের স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে — আমি আর কাহার অনুরোধেই ধূম পান করিবনা ;—কোন প্রলোভনই আমাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবেনা ;—আমি সকল প্রকার প্রলোভন জয় করিয়াছি। যাহারা ধূমপান করেনা, তাহারা কেমন সুখী! কেমন স্বাধীন! আমি এই বিশ্রী অভ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের মত সুখী হইব। আমি আর এক মুহূর্ত্তও এই নিকৃষ্ট অভ্যাসের দাস হইয়া থাকিবনা; আমি উহাকে চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।" প্রতিবারে ১০ হইতে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করতঃ অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে উপর্য্যুপরি এইরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বোক্ত আদেশ-মন্ত্রের সহিত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দুইবার ইহার অনুশীলন করিলে উক্ত অভ্যাস খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদূরিত হইয়া যাইবে।

কার্য্যকারক ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত আদেশ-মন্ত্রটি নিম্নোক্তরূপেও অভ্যাস করিতে পারে। এক টুকরা সাদা কাগজে বড় ও সুস্পষ্টাক্ষরে ঐ আদেশ-মন্ত্রটি লিখিয়া লইয়া বার বার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে ও উহাকে মনে মনে আওড়াইবে। দিন ও রাত্রির মধ্যে সে যতক্ষণ জাগ্রত থাকিবে ততক্ষণ (যত অধিকার সম্ভব হয়) এক একবার আধ মিনিটের জন্য উহাকে দেখিবে এবং দুই-তিনবার মনোযোগের সহিত আওড়াইবে। কোন কোন সম্মোহনতত্ত্ববিৎ ইহাকে ১০০ হইতে ১৫০ বার পর্য্যন্ত উক্তরূপে আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন; উদ্দেশ্য—সর্ব্বদার জন্য

মনকে উহাতে দৃঢ় সংলগ্ন রাখা। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন দুইটিও (নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ও নিদ্রাভঙ্গের পর কথিতরূপে চিন্তা করা) অভ্যাস করা যাইতে পারে।

কার্য্যকারক যতদিন উক্ত অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন সে এই প্রণালীর উপর আস্থাবান থাকিয়া গভীর আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে উহা অভ্যাস করিবে; এবং বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত না হইলে কোন দিন অনুশীলন বন্ধ রাখিবে না। ইহা দ্বারা সে কত দিনে একটি মন্দ অভ্যাস দূর করিতে কিম্বা একটি রোগ আরোগ্য করিতে পারিবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। যেহেতু তাহার কৃতকার্য্যতা সমধিক পরিমাণে তাহার রোগ বা অভ্যাসের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। কেহ দুই-তিন দিনে, কেহ এক সপ্তাহে, আবার কেহ কেহ বা দুই-তিন সপ্তাহে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে। একাধিক মন্দ অভ্যাস বর্ত্তমান থাকিলে, উহাদিগকে একটি একটি করিয়া বিদূরিত করিবে; কখনও এক সঙ্গে দুই-তিনটি লইয়া চেষ্টা করিবেনা। এইরূপে সে রোগ বা অভ্যাসের প্রকৃতি অনুযায়ী উপযুক্ত আদেশ মনোনীত করিয়া লইয়া নিয়মিতরূপে উহা অভ্যাস করিবে—দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত ইহা অনুশীলন করিতে পারিলে সে, নিজের যে কোন রোগ আরোগ্য বা মন্দ অভ্যাস বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

কার্য্যকারক এই প্রণালীতে দুই-তিনটি অভ্যাস দূর করিতে পারিলেই তাহার মনের বল সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন সে অল্লায়াসেই অন্যান্য অনিষ্টকর অভ্যাসগুলির মূলোচ্ছেদ করিতে এবং ইচ্ছা করিলে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলিকেও অল্লাধিক পরিমাণে স্বীয় বশে আনিতে

পারিবে, যাহা অন্য কোন সহজ উপায়ে সম্পন্ন হইবার আশা নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ বালক ও যুবকগণ যে কতকগুলি জঘণ্য অভ্যাস দ্বারা প্রবল ভাবে আক্রান্ত হইয়া আয়ু-স্বাস্থ্য, স্মৃতি-মেধা ইত্যাদি নষ্ট করিতেছে ও ঘোর নৈতিক পাপে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহারা এই প্রণালীতে উহাদের মূলোচ্ছেদ করতঃ জীবনের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিগণও ইহার সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন।

ঊনত্রিংশ পাঠ

পত্র দ্বারা বা টেলিফোণে মোহিত করণ

যে সকল ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার মোহিত হইয়াছে, কার্য্যকারক তাহাদের অনেককে পত্র দ্বারা বা টেলিফোণে মোহিত করিতে সমর্থ হইবে।

(১) একখানা চিঠির কাগজে বড় ও পরিষ্কার অক্ষরে নিম্নোক্ত আদেশটি লিখিয়া উহার নীচে স্পষ্টাক্ষরে কার্য্যকারক নিজের নাম সই করিবে। পরে, উহা খামের ভিতর পুরিয়া, সেই খামের উপর উক্ত প্রকৃতির কোন পাত্রের নাম-ঠিকানা লিখিয়া ডাকে পাঠাইবে। পত্র খানা নিম্নোক্তরূপে লিখিবে—"সুরেশ, তুমি এখন যেরূপ অবস্থায়ই থাক, এই পত্র খানা পাঠ করিবা মাত্র তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে। তোমার মাথা ভারী হইয়া যাইতেছে,—শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে,—চক্ষু দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া যাইতেছে,—তুমি এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে,—তোমার খুব ঘুম হইবে। এই পত্র খানা তোমার পড়া শেষ হইবা মাত্র, তুমি বসিয়া বা শুইয়া পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে।" পাত্র চিঠির আদেশ মত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও ভয়ের কোন কারণ নাই; যেহেতু উহা কিছুক্ষণ পরে স্বতঃই স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং সে যথা সময়ে আপনিই জাগিয়া উঠিবে।

(২) উক্ত প্রকৃতির কোন এক পাত্রকে টেলিফোণে ডাকিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে এবং সম্মোহনবিৎও নিজের নাম বলিবে। তৎপরে তাহাকে তিন-চার মিনিট ঘুমের আদেশ দিলেই সে সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

ত্রিংশ পাঠ

দেখা-মাত্র মোহিত করণ

(Instantaneous Method)

'পরবর্ত্তী সম্মোহন আদেশে'র সাহায্য ব্যতীত কাহাকেও 'দেখা-মাত্র মোহিত করা' সম্ভব নয়। 'মোহিত' শব্দের প্রকৃতার্থে যেরূপ অবস্থা উপলব্ধি হয়, তাহা কোন নূতন পাত্রের মনে দৃষ্টি-মাত্র জন্মিতে পারেনা। তথাপি কোন কোন গ্রন্থকার নিম্নোক্ত প্রণালীর সম্মোহনকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

(১) সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যাহাকে খুব সংবেদ্য বলিয়া বোধ করিবে, কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে এবং তাহার নাসিকা-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করতঃ দক্ষিণ তর্জ্জনীটিকে পাত্রের সম্মুখে ধরিয়া, খুব একাগ্রতার সহিত দৃঢ়স্বরে বলিবে—"এই অঙ্গুলিটি দেখ, তুমি এখন ইহার প্রতি তাকাইয়া থাকিবে; এইক্ষণ—ইহার অনুসরণ কর,—শীঘ্র অনুসরণ কর।" যখন সে উহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন সম্মোহনবিৎ দুই-এক পা করিয়া আস্তে আস্তে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া গেলে সেই ব্যক্তিও তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। সে কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

(২) ক্রীড়া প্রদর্শক ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া দর্শকদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে তাহার নিকট আসিতে অনুরোধ করিবে। যখন সে তাহার নিকট আসিতে থাকিবে, তখন তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিবে—"দাঁড়াও;—ঐখানে দাঁড়াও; তুমি আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছনা"—উহাতেই পাত্র আর অগ্রসর হইতে পারিবেনা। সাধারণ রঙ্গালয়ে আমি এই দৃশ্য বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি।

একত্রিংশ পাঠ

পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ

(Post-hypnotic Suggestion)

যে আদেশের দ্বারা পাত্রকে ভবিষ্যতে কোন নির্দ্ধারিত সময়ে বা কোন এক সময় হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করা যায়, ইংরাজিতে উহাকে "পোষ্ট-হিপ্নোটিক্ সাজ্জেসসান্" (Post-hypnotic Suggestion) বলে। কেহ কেহ এই আদেশকে "ডেফার্ড সাজ্জেনসান" (Deferred Suggestion) বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গলায় উহাকে "পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ" বলা যাইতে পারে। মোহিতাবস্থায় কোন পাত্রকে যদি এরূপ আদেশ প্রদান করা যায় যে, সে আগামী মাসের ১লা তারিখে (কিম্বা ছয় মাস বা দুই বৎসর পরে, কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে) রাত্রি ২টার সময় শ্যামের বাড়ী যাইয়া তাহার সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আসিবে, অথবা সে আগামী কল্য হইতে তাহার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ৮ ঘণ্টা কাল পাঠ অভ্যাস করিবে,' তবে সে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। মোহিতাবস্থায় এরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিলে উক্ত আদেশ সম্বন্ধে তাহার কিছু মাত্র ধারণা থাকিবেনা; কিন্তু যখন সেই আদিষ্ট কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন সে উহার অনিবার্য্য শক্তি প্রভাবে মোহিত হইয়া একটা তালা ও চাবি সংগ্রহ পূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির

শ্যাম শ্যামের বাড়ীর দিকে ছুটিবে এবং সেখানে পৌঁছিয়া তাহার সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আসিবে; কিম্বা সে ঐ আদেশের প্রভাবে উক্ত নির্দ্ধারিত দিবস হইতে তাহার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে আট ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতে বাধ্য হইবে। সম্মোহনবিৎ নিজের ইচ্ছামত এই আদেশ দ্বারা পাত্রকে উক্তরূপ বহু প্রকার কার্য্যে বাধ্য করিতে পারে। যথোপযুক্তরূপে প্রদত্ত হইলে, এই আদেশ বহু দিন পরেও নিশ্চিতরূপে কার্য্যকর হইয়া থাকে। এই আদেশের প্রভাবে এক ব্যক্তি সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর পরেও একটি আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সম্মোহন বিজ্ঞানের এই অংশ অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু আমি শিক্ষার্থীকে এই বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতি আছি বলিয়া অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই গুপ্ত অংশও প্রকাশ করিলাম। তজ্জন্য বর্ত্তমান পাঠে যে বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, উহাদের প্রকৃত মূল্য এই পুস্তকের মূল্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে। অজস্র অর্থ ব্যয়েও যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন, এই পুস্তকের সাহায্যে সে, উহাদিগকে স্বল্পায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।

পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ দ্বারা যেমন মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রভূত মঙ্গল সাধন করা যায়, সেইরূপ আবার উহার সাহায্যে তাহার অনেক প্রকার অনিষ্টও করা যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থী ইহার সাহায্যে কদাপি কাহার কোনরূপ অপকারের প্রয়াস পাইবেনা। সে নিজের ও অপরের মঙ্গলার্থ যত বেশী পরিমাণে ইহা নিয়োগ করিবে, সে তত অধিক শক্তিশালী কার্য্যকারক

হইয়া লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। আর যে, কোন মন্দ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা প্রয়োগ করিবে, সে সকলের নিন্দা ভাজন ও সন্দেহের পাত্র হইয়া দিন দিন শক্তিহীন হইতে থাকিবে। এজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, সে যেন কোন প্রলোভনের বশেই ইহার অপব্যবহার না করে। যদি কেহ পুনঃ পুনঃ এই নিষেধ সত্ত্বেও ঐরূপ কোন কার্য্য করে, তবে তাহার ফলাফলের জন্য আমি দায়ী হইবনা।

এই আদেশ মোহিত ব্যক্তির মনে স্থায়ীরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ; এজন্য ইহার সাহায্যে অনেক প্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ চিরস্থায়ীরূপে আরোগ্য করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বালক অলস, অবাধ্য, দুর্দ্দান্ত, মিথ্যাবাদী, দুর্ব্বল স্মরণ-শক্তি বিশিষ্ট, লেখাপড়ায় অনিচ্ছুক, তামাক-সিগারেট খায়, চুরি করে, কু-অভ্যাস রত এবং যে সকল যুবক কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট, মন্দ সংসর্গ লিপ্ত, নেশাখোর, ব্যভিচারপরায়ণ—বেশ্যা-সক্ত হইয়া স্বীয় বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত সংশোধন করিতে পারা যায়। যাহার কোন রোগ না হওয়া সত্ত্বেও রোগ হইয়াছে বলিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, কিম্বা যে কোন মন্দ লোকের বশীভূত হইয়া তাহার ক্রীড়নক রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় এবং ন্যায়সঙ্গতরূপে কোন বিশেষ স্ত্রী বা পুরুষের স্নেহ-ভালবাসা-বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন রাখিতে পারা যায়। ইহার সাহায্যে এরূপ বহু কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ

এই আদেশ অল্প নিদ্রায় তেমন কার্য্যকর হয়না। সুতরাং যাহাকে ইহা প্রদান করিতে হইবে, তাহাকে অগ্রে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিবে। তাহার নিদ্রা যত বেশী গাঢ় হইবে, ইহা তাহার মনে তত দৃঢ়রূপে কার্য্য করিবে। যে সকল পাত্র মায়া ও ভ্রমের আদেশের খুব তাড়াতাড়ি সাড়া (response) দেয় এবং জাগ্রত হওয়ার পর, উক্ত মায়া ও ভ্রম সম্বন্ধে যাহাদের সমস্ত স্মৃতি লোপ পায়, বিশেষ ভাবে তাহাদের মনেই এই আদেশ খুব শীঘ্র ও দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

এই আদেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে পাত্রকে সাধারণ নিয়মে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিবে। বলা বাহুল্য যে, অল্প নিদ্রায় পাত্রকে কিছুক্ষণ ঘুমের আদেশ ও পাস দিলেই, তাহার নিদ্রা গাঢ় হইয়া থাকে। যখন সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, তখন সম্মোহনবিৎ তাহার নাসিকা-মূলে প্রখর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ, ডান হাত দ্বারা তাহার (পাত্রের) বাম হাতের অঙ্গুলিগুলিকে শক্তরূপে চাপিয়া ধরিয়া, বাম অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার (পাত্রের) মস্তকের উপর (ব্রহ্মতালুতে) আস্তে আস্তে তালে তালে আঘাত (stroke) করিবে এবং সেই সঙ্গে অভীষ্ট সিদ্ধির উপযোগী আদেশ দিবে। সম্পূর্ণ আদেশটি খুব দৃঢ়তার সহিত আট-দশ বার প্রদান করিবে এবং তাহা করিবার সময় মনে এরূপ বিশ্বাস রাখিবে যে, পাত্র আদিষ্ট কার্য্যটি অবশ্য সম্পাদন করিবে। যতক্ষণ অভীষ্ট বিষয়ে আদেশ দিতে থাকিবে, ততক্ষণ কথিত নিয়মে বাম আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দ্বারা পাত্রের মস্তকের উপর আস্তে আস্তে এমন ভাবে আঘাত করিবে যেন, সে উহাতে ব্যাথা না পায়। আদেশ প্রদত্ত হইবার পর, তাহাকে সাধারণ নিয়মে জাগ্রত করিয়া দিবে ; অথবা তাহার নিদ্রা স্বতঃ স্বাভাবিক নিদ্রায়

পরিবর্ত্তিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বলা বাহুল্য যে, ঐ নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইলে পাত্র যথা সময়ে নিজেই জাগ্রত হইয়া উঠিবে এবং তজ্জন্য আর কার্য্যকারকের সাহায্য আবশ্যক হইবেনা।

এই আদেশের সাহায্যে কাহারও কোন রোগ আরোগ্য কিম্বা কোন মন্দ অভ্যাস বিদূরিত করিতে রোগীকে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে এক বা দুইবার করিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে আদেশ দিবে। তাহার একাধিক রোগ (বা মন্দ অভ্যাস) বর্ত্তমান থাকিলে, উহাদিগকে একটি একটি করিয়া আরোগ্যের প্রয়াস পাইবে ; এক সময়ে কখনও দুই-তিনটি লইয়া চেষ্টা করিবেনা। যেহেতু একটি রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইতে, অপর একটিতে হস্তক্ষেপ করিলে উভয় চেষ্টাই বিফল হইতে পারে। সম্মোহনবিৎ এই উপদেশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে তিন-চার দিনের মধ্যেই এক একটি বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সে সর্ব্বদা রোগ কিম্বা অভ্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ কার্য্য করিবে, অর্থাৎ উহা সহজ হইলে অল্প দিন আর পুরাতন বা কঠিন হইলে আরোগ্যের জন্য বেশী দিন আদেশ দিতে হইবে। পাত্র স্বভাবতঃ সংবেদ্য হইলে, কঠিন ক্ষেত্রেও এক বা দুইবার আদেশ দিয়াই বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। কার্য্যকারক অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পাত্রকে যে আদেশ দিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা সে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইবে। উহা (স্পষ্টার্থ বোধক) সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশক ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজক হইবে। এস্থলে নিম্নে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার আদেশের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ

[১] অবাধ্য বালককে বাধ্য করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"সতীশ, তুমি বড় অবাধ্য, কিন্তু আজ হইতে তুমি আর তোমার পিতা মাতার অবাধ্য থাকিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহাদের অবাধ্য হইবেনা ; তুমি আজ হইতে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে তাহাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত হইবে; তোমাকে জাগ্রত করার পর হইতেই তুমি একটি সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত বালকে পরিণত হইবে। তোমার চরিত্র হইতে অবাধ্যতা দোষ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।"

(২) অত্যধিক ক্রীড়াশীলতা দোষ দূর করিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"ধীরেন, তুমি বড় বেশী খেলা কর। কিন্তু আজ হইতে তুমি আর এত বেশী খেলা করিবেনা ; তুমি এখন হইতে আর কখনও দিনে দুই ঘণ্টার বেশী খেলিবেনা ; তুমি আর কখনও বেশী খেলা করিবেনা।

(৩) লেখাপড়ার অনিচ্ছুক বালককে মনোযোগী করিতে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"সুরেন, তুমি লেখা পড়ায় বড় বেশী অনিচ্ছুক ; কিন্তু তুমি আজ হইতে আর লেখা পড়ায় অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী হইবেনা। তুমি কাল হইতে নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইবে এবং প্রতিদিন খুব মনোযোগের সহিত ৭ ঘণ্টা সময় পাঠ অভ্যাস করিবে। তুমি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে স্কুলে না গেলে এবং ৮ ঘণ্টা সময় পাঠাভ্যাস না করিলে তোমার

শরীর ও মন ভাল থাকিবেনা—যখন তুমি পাঠ অভ্যাস করিবে, তখন খুব মনোযোগের সহিত পড়িবে এবং পড়িবার সময় কখন কাহারও সঙ্গে বাজে কথা-বার্ত্তা কহিবেনা এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তাও করিবেনা। মনে রাখিও, কাল হইতেই তোমাকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইতে এবং ৭ ঘণ্টা সময় পড়িতে হইবে।”

[৪] ধূমপানের অভ্যাস দূর করিতে নিম্নলিখিত আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে আর কখনও তামাক খাইবেনা,—তুমি আর কখনও তামাক খাইবেনা ;—তুমি আজ হইতে আর তামাক খাইতে পারিবেনা ; তামাক খাইলে তোমার কাশি ও বমি হইবে ; তুমি আজ হইতে উহার গন্ধও শুঁকিতে পারিবে না। তামাক না খাওয়ার দরুণ তোমার কোন কষ্ট হইবেনা,—বরং উহা না খাইলেই তুমি শরীর ও মনে বেশ সুস্থতা ও স্ফুর্ত্তি বোধ করিবে ; তুমি এখন জাগ্রত হইয়াই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তামাক ছাড়িয়া দিবে এবং জীবনে আর কখনও তামাক খাইবেনা।”

[৫] মদ্যপানের অভ্যাস দূর করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে আর মদ খাইবেনা,—তুমি আজ হইতে আর কখনও মদ খাইতে পারিবেনা,—কারণ মদের গন্ধে তোমার বমি হইবে—অত্যন্ত অসুখ করিবে। মদ না খাওয়ার দরুণ তোমার কোন কষ্ট হইবেনা,—মদ না

খাইলেই বেশ সুস্থতা বোধ করিবে। আর খাইলে তোমার ভয়ঙ্কর বমি হইবে ;—তোমার অত্যন্ত অসুখ করিবে। তোমাকে জাগ্রত করিবার পর তোমার মদ্যপানের স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং তুমি আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেনা।"

[৬] দুই ব্যক্তির ভালবাসা বা বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ জন্মাইতে তাহাদের একজনকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"যোগেশ, তুমি আজ হইতে আর গোপালকে ভাল বাসিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহার নিকট যাইবেনা এবং তাহাকেও তোমার নিকট আসিতে দিবেনা। তাহার প্রত্যেক কথা এবং কার্য্য তোমার মনে বিরক্তি উৎপাদন করিবে,—অত্যন্ত বিদ্বেষ উৎপাদন করিবে এবং প্রতিদিনই তাহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সুতরাং আজ হইতে তুমি আর তাহাকে কখনও ভাল বাসিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহাকে ভালবাসিতে পারিবেনা,—তুমি আজ হইতে তাহাকে শত্রু মনে করিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে এবং তুমি জাগ্রত হইবার পর শত্রু মনে করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।" যদি অপর ব্যক্তিকেও (গোপালকেও) মোহিত করিয়া উক্তরূপ আদেশ দেওয়া যায়, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাঞ্ছিত ফল লাভ হইবে। এই আদেশ কদাপি কাহারও অপকারার্থে প্রয়োগ করিবেনা।

[৭] কোন বিশেষ ব্যক্তির ভালবাসা লাভ করণ।—এই আদেশের দ্বারা কোন বিশেষ পুরুষ বা স্ত্রীর ভালবাসা লাভ করিয়া তাহাকে বশীভূত রাখিতে পারা যায়। কিন্তু যে স্থলে ইহা হইতে অভীষ্ট ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সে ক্ষেত্র ব্যতীত, কদাপি ইহা প্রয়োগ করিবেনা। বিধিসঙ্গত স্থল ব্যতিরেকে ইহা প্রয়োগ করিলে কার্য্যকারকের সমূহ বিপদ ঘটিবে। যে পুরুষ বা স্ত্রীর ভালবাসা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি আজ হইতে আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে; আজ হইতে তোমার মন আমাকে ভালবাসিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। আমার প্রত্যেক কথা এবং প্রত্যেক কার্য্য তোমাকে আনন্দ দান করিবে,—তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিবে। তুমি আমাকে যত বার দেখিবে, তুমি ততই অধিকতর রূপে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। তুমি সমস্ত প্রাণ ভরিয়া আমাকে ভালবাসিতে না পারিলে তোমার জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করিবে। তুমি দিন দিনই আমার প্রতি অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইয়া গভীর ভাবে আমাকে ভালবাসিতে থাকিবে।" কথিত নিয়মে আট-দশ বার এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পুনর্ব্বার বলিবে—"আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি জাগ্রত হইয়া উহার এক বর্ণও মনে রাখিতে পারিবেনা,—তুমি জাগ্রত হইবা মাত্র সব ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু আমি তোমাকে যাহা যাহা করিতে আদেশ

করিলাম, তাহা তুমি যথাযথরূপে পালন করিবে। গভীর নিদ্রায় কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পাত্রের মনে সাধারণতঃ উহার কোন স্মৃতি থাকে না; তথাপি উক্ত বিষয়ে অধিক নিশ্চিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে কথিত রূপ আদেশ দিবে।

[৮] ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রকে সহজে মোহিত করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিয়া তাহাকে পূর্ব্বে তৈয়ার করিয়া রাখিবে। তাহাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া বলিবে—"ভবিষ্যতে যখন আমি তোমাকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিব, তখন তুমি খুব শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে,—তুমি তিন-চার মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িবে, তখন তুমি কিছুতেই অধিক সময় জাগিয়া থাকিতে পারিবেনা" ইত্যাদি।

[৯] একখানা কার্ডের সাহায্যে মোহিত করণ—পোষ্টকার্ডের অর্দ্ধ আকারের একখানা সাদা কার্ডে বড় ও সুস্পষ্ট অক্ষরে "ঘুম" এই শব্দটি লিখিয়া লইবে। তৎপরে পাত্রকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া বলিবে—"তুমি জাগ্রত হওয়ার পর আমি তোমাকে একখানা সাদা কার্ড দেখাইব। ঐ কার্ডখানায় কেবল 'ঘুম' শব্দটি লেখা আছে—আর কিছুই লেখা নাই। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর আমি যখন তোমাকে ঐ কার্ডখানা দেখাইব, তখনই তুমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে;—ঐ কার্ডখানার দিকে তাকাইবা মাত্র তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে। দুইদিন পরে হউক

কিম্বা এক সপ্তাহ পরে হউক, আমি যখনই তোমাকে ঐ কার্ড-খানা দেখাইব, তুমি তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। তুমি তখন যে অবস্থায় থাক, সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।" এইরূপ আদেশ দিয়া তাহাকে জাগ্রত করার পর, ঐ কার্ডখানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিবে—"দেখত ইহাতে কি লেখা রহিয়াছে?" পাত্র উহার প্রতি তাকাইয়া আদেশ মত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে। পরে সম্মোহনবিৎ যখন ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাকে উহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রিত করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সে উহা দ্বারা তাহাকে যখন-তখন বিরক্ত করিবেনা। ইহার সাহায্যে অতি সহজে নিদ্রাল্পতা রোগ (Insomnia) আরোগ্য করা যায়। উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মোহিত করণান্তর ঐরূপ একখানা কার্ড দিলে, যখন তাহার ঘুমের আবশ্যক হইবে, তখন ঐ শব্দটির প্রতি একটু সময় তাকাইলেই তাহার গাঢ় নিদ্রা হইবে। কয়েকদিন ঐরূপ করিলেই তাহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

[১০] তোতলামি অরোগ্য করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি কথা কহিবার সময় আর তোতলামি করিবে না,—কথা বলিবার সময় তোমার জিহ্বায় আর কোন কথা আট্‌কাইবে না,—তুমি আমাদের মত সুস্পষ্টরূপে সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারিবে;—তুমি আর কখনও তোতলামি করিবে না,—তোমার তোতলামি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।"

পরবর্ত্তী-সম্মোহন আদেশ

[১১] বালক-বালিকার বিছানায় প্রস্রাব করা অভ্যাস বদূরিত করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি আজ হইতে আর কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করিবে না;—ঘুমন্ত অবস্থায় যখন তোমার প্রস্রাবের বেগ হইবে, তখনই তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তুমি বাহিরে যাইয়া প্রস্রাব করিবে। আজ হইতে তুমি আর বিছানায় প্রস্রাব করিবে না,—কখনও করিবেনা।"

[১২] সম্মোহন শক্তি পাত্রান্তর করণ :—

সম্মোহনবিৎ ইচ্ছা করিলে স্বীয় শক্তি অল্প বা অধিক সময়ের জন্য, তাহার কোন বন্ধুকে প্রদান করিতে পারে, অর্থাৎ সে কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রকে তাহার কোন বন্ধু দ্বারা পরিচালিত হইতে বাধ্য করিতে পারে। সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া বলিবে—তুমি জাগ্রত হইবার পর রামবাবু (যে বন্ধুর দ্বারা তাহাকে চালিত করিতে ইচ্ছা করিবে তাহার নামোল্লেখ করিবে) তোমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবেন, তুমি সেই আদেশকে আমার আদেশের ন্যায় মান্য করিয়া তাহা পালন করিবে। তিনি তোমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবেন, তুমি ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিবে,—তুমি অবশ্য তাহার আদেশ পালন করিবে।" বলা বাহুল্য, যেরূপ কার্য্যে পাত্রের কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, কার্য্যকারকের বন্ধু কদাপি তাহাকে সেরূপ কোন কার্য্য করিতে আদেশ দিবেনা।

[১৩] কোন সম্মোহনবিৎকে কার্য্যকারকের নিজের পাত্র মোহিত করিতে অসমর্থ করণ ঃ—

কার্য্যকারকের নিজের কোন পাত্র অপর কোন সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক মোহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিম্বা কোন সম্মোহনবিৎকে শিক্ষার্থীর নিজের কোন পাত্র সম্মোহনে অসমর্থ করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই পাত্রকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া বলিবে—"তুমি অপর কোন সম্মোহনবিৎ কর্ত্তৃক কখনও মোহিত হইবেনা। যখন তোমাকে কেহ মোহিত করিতে চেষ্টা করিবে, তখন তুমি কিছুতেই তোমার মন একাগ্র করিতে সমর্থ হইবেনা; আমি ভিন্ন তুমি অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই মোহিত হইবেনা; আমি ভিন্ন অপর কেহই তোমাকে মোহিত করিতে পারিবেনা"।

[১৪] কাহারও বক্তৃতা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে নিম্নোক্তরূপে আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি আজ হইতে তোমার বক্তৃতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবান হইবে—তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে। তুমি আজ হইতে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিবে এবং ইহা সম্যক্‌রূপে বিকশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে বিরত থাকিবেনা। এই শক্তি বিকাশের জন্য তুমি যথোপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেনা।"

(১৫) কাহারও রচনা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে—নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"আজ হইতে তুমি প্রবন্ধাদি রচনা-কার্য্যে

অধিক সময় ব্যয় করিবে ;—আজ হইতে তোমার মন প্রবন্ধ লেখার শক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। আজ হইতে তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রসিদ্ধ লেখকদের মৌলিক প্রবন্ধাদি পাঠ করিবে এবং চিন্তাশীলতার সহিত প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য যত্নবান হইবে। তুমি এই শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে।"

(১৬) কাহাকেও ধর্ম্ম প্রবণ করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি এখন হইতে খুব ধর্ম্মশীল হইতে চেষ্টা করিবে। তুমি এখন হইতে অসৎ কার্য্যগুলি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিবে এবং সৎকার্য্য গুলিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে ও সর্ব্বদা উহাদের অনুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবে। তুমি এখন হইতে সত্যবাদী, দয়াশীল, পরোপকারী ও ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান হইবে।"

(১৭) কাহাকেও ইষ্ট দেব-দেবী দর্শন করাইতে নিম্নোক্ত-রূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি আজ হইতে তোমার ইষ্ট দেবতাকে সুস্পষ্টরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। যখন তুমি নীরব স্থানে শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ১০৮ বার তোমার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিবে, তখনই ভক্ত-বৎসল যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ (অথবা অসুরমর্দ্দিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, বরাভয়করা শ্যামা মা) তোমার মুদিত চক্ষের সম্মুখে আসিয়া

উদয় হইবেন এবং তুমি প্রাণ ভরিয়া সেই অতুল রূপমাধুরী দর্শন করিয়া তোমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত এবং জীবন সার্থক করিবে। তুমি কেবল তাঁহাকে ১৫ মিনিটের জন্য সুস্পষ্টরূপে দর্শন করিতে পারিবে, পরে তিনি অন্তর্হিত হইবেন।"

সম্মোহনবিৎ পাত্রকে যাহা দেখিতে আদেশ করিবে, সে এই বিদ্যার প্রভাবে তাহাই দেখিতে বাধ্য হইবে। বলা বাহুল্য যে, উহা যথার্থ নয়—পাত্রের কল্পিত ভ্রম মাত্র! দীর্ঘকালের জন্য কাহাকেও কোন ভ্রমের অধীন রাখা উচিৎ নয়; কিন্তু এই বিষয়ের ভ্রম কদাপি অনিষ্টকর নয়; পরন্তু ইহা দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিরই বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ উক্তরূপে কেহ তাহার ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করিতে পারিলে যে, তাহার একাগ্রতা এবং ভক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

দ্বাত্রিংশ পাঠ

কাহারও অজ্ঞাতসারে মন পরিবর্ত্তিত করণ

দৈহিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কষ্ট ভোগ করে বলিয়া আরোগ্য লাভের জন্য যেমন আগ্রহান্বিত ও যত্নবান হয়, কোন মানসিক বা নৈতিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা তেমন হয়না ; অধিকন্তু তাহারা সেই মনোবিকার হইতে সুখই লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে আরোগ্য লাভের অর্থ, প্রিয় বস্তু বা বিষয়-ভোগের সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়া। এজন্য তাহারা উহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেনা। যে পর্য্যন্ত তাহারা ঐ মনোবিকারের বিষময় পরিণামে কষ্ট ভোগ না করে, ততদিন তাহারা উহাতেই আসক্ত থাকিতে ভালবাসে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে সময় সময় এরূপ লোকও দেখা যায়, যাহারা যথার্থই সংশোধনের অভিলাষী, কিন্তু আসক্তির দৃঢ়তা বশতঃ তাহারাও কেবল নিজের চেষ্টায় ভাল হইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকদিগের সহজেই সম্মোহন চিকিৎসায় সম্মত করাইয়া সংশোধন করা যাইতে পারে ; কিন্তু অপর ব্যক্তিরা তাহাদের প্রিয় বস্তু বা বিষয় ভোগের সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে কিছুতেই উহাতে স্বীকৃত হয়না। বর্ত্তমান পাঠে এই প্রকৃতির লোকদিগকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে সংশোধন করার প্রণালী প্রদত্ত হইল।

যাহারা সুরাপায়ী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ব্যভিচারাসক্ত, কুসংসর্গ লিপ্ত কিম্বা যে সকল বালক বালিকা অবাধ্য, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী, লেখাপড়ায় অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী অথবা যে সকল স্বামী-স্ত্রী বা দুই বন্ধুর মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা নাই ; তাহাদিগকে এবং কেহ কাহার সহিত শত্রুতা-

চরণ করিলে বা তাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিলে, কিম্বা কেহ অন্যায় রূপে কাহারও বশীভূত হইয়া থাকিলে তাহাদিগকে নিম্নোক্ত প্রণালীতে সংশোধন বা তাহাদের মন পরিবর্ত্তন করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা উক্তরূপ বহুকার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

এই প্রণালীতে কাহার মন পরিবর্ত্তিত করিতে খুব সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কারণ মনোবিকারগ্রস্ত রোগী তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করেনা বলিয়া তাহার উপর এমন ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, যেন সে উহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে। অন্যথায় সব পণ্ড হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতেও তাহার উপর এইরূপ চেষ্টা ফলবতী হইবেনা। দিনে বা রাত্রিতে যখন সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহার কোন হিতৈষী নিঃশব্দে তাহার শয্যার উপর গিয়া বসিবে এবং তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক (নাসামূল দেখা না গেলে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই) খুব মৃদু স্বরে অথচ দৃঢ় ভাবে ও একাগ্র মনে অভীপ্সিত বিষয়ে আদেশ দিবে। সম্পূর্ণ আদেশটিকে উক্তরূপে আট-দশবার দেওয়ার পর, নিদ্রিত ব্যক্তি প্রদত্ত আদেশানুসারে অবশ্য কার্য্য করিবে—২।৩ মিনিট এরূপ চিন্তা করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিবে এবং যে পর্য্যন্ত সে সংশোধিত বা তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তাহাকে আদেশ দিবে। উক্তরূপে ইহা করিতে পারিলে, এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে।

হিতৈষী রোগীকে যে আদেশটি প্রদান করিবে, তাহা অভীপ্সিত কার্য্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়া চাই। সে নিম্নোক্ত আদেশের দৃষ্টান্ত

হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া একটি উপযুক্ত আদেশ রচনা করিবে এবং তাহা এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া কয়েকবার আওড়াইয়া লইবে, যেন বলিবার সময় কোন কথা মুখে না বাধে। কথার শব্দে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে, অথচ ভাবটিও তাহার মনে গভীর রূপে অঙ্কিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাহার একাগ্রতা শক্তি স্বভাবতঃ অধিক থাকিলে, সে মৌখিক আদেশ না দিয়া মানসিক আদেশও দিতে পারে, কিন্তু তাহা না থাকিলে মানসিক আদেশে কোন ফল হইবে না। সে সদেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আত্মবিশ্বাস, সংকল্পশীলতা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্যে রত থাকিলে তাহার চেষ্টা অবশ্য সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্তঃ—সুরা ও বেশ্যাসক্ত কোন ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। যথা—"তুমি আর মদ খাইবেনা এবং বেশ্যাবাড়ীও যাইবেনা। আজ হইতে তোমার মন সুরা ও বেশ্যার প্রতি আর আকৃষ্ট হইবেনা। এখন হইতে এই অভ্যাসের প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মিবে এবং দিন দিনই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এই মহা অনিষ্টকর অভ্যাসের কবলে পতিত হওয়াতে যে তোমার ধন-সম্পত্তি-মান-মর্য্যদা ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তোমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঘোর অবনতি ঘটিতেছে, তাহা তুমি সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। সুতরাং তুমি আজ হইতে আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেনা এবং বেশ্যাবাড়ীও যাইবেনা। তুমি চিরজীবনের জন্য এই জঘণ্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে এবং কিছুতেই

তোমাকে আর উহাতে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেনা। তুমি আজ হইতেই এই কুৎসিৎ অভ্যাস করিবে—অবশ্যই করিবে—নিশ্চয় করিবে।" আবশ্যক মত ইহার স্থল বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যে সকল লোকের সহিত মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর ভাব বা পরিচয় নাই, তাহাদের পক্ষে তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা করা সুবিধা হইবে না। কারণ তাহাদের কার্য্যের সময় যদি হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবে সে তাহার শয্যার নিকট একজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত সন্দেহ যুক্ত হইবে এবং তাহাতে কাযটি নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে। এই নিমিত্ত যে সকল স্ত্রী বা পুরুষের সহিত তাহার বিশেষ ভাব বা প্রণয় আছে, কিম্বা সে যাহাদিগকে বিশ্বাস করে, কেবল তাহারাই খুব সুবিধার সহিত তাহার উপর চেষ্টা করিতে পারিবে। তাহারা সম্মোহন বিদ্যাভিজ্ঞ হইলে সহজেই অভীপ্সিত কার্য্যে সফল মনোরথ হইবে; আর যদি এই বিদ্যায় তাহাদের কোন জ্ঞান না থাকে, তবে তাহারা এই নিয়মের যথাযথ অনুসরণ করিতে পারিলেও অনেক স্থলে আশানুরূপ সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে। সকল নরনারীর হৃদয়েই স্বভাব-দত্ত সম্মোহন শক্তি বিদ্যমান আছে এবং তাহা উপযুক্ত প্রণালীতে প্রযুক্ত হইলে মানুষকে অল্পাধিক পরিমাণে বশীভূত করিতে পারে। সুতরাং যাহারা এই বিদ্যায় অনভিজ্ঞ তাহারাও সময় সময় ইহা দ্বারা তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের উপকার করিতে পারিবে।

পিতামাতাগণ এই প্রণালীতে তাহাদের শিশু সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ জীবনও অল্পাধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বা চালিত করিতে পারে। যদি

তাহারা সন্তানদিগকে ধর্ম্ম, নীতি, বিশেষ কোন বিদ্যা বা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রদান করে, তবে তাহারা পরিণত বয়সে সেই বিষয়ের প্রতি সমধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ের চর্চ্চা বা সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা বা সুবিধানুসারে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কাহার কাহার মতে সম্মোহন আদেশের সাহায্যে ইচ্ছামত পুত্র-কন্যাও উৎপাদন করা যায়। তাহারা বলেন, যদি কোন নারীর গর্ভসঞ্চারের অব্যবহিত হইতে তাহার পুত্র বা কন্যা হইবে বলিয়া ক্রমাগত আদেশ দেওয়া যায়, তবে উক্ত আদেশানুযায়ী সে পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। অবশ্যই এরূপ পরীক্ষা এযাবৎ খুব বেশী হয় নাই এবং আমি নিজেও এ বিষয়ে চেষ্টা করার সুযোগ পাই নাই। শিক্ষার্থী-দিগের মধ্যে কাহারও এই বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণের জন্য আগ্রহ জন্মিলে, সে নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পাঠ

অপরের মোহিত পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করণ

কোন সম্মোহনবিৎ কাহাকেও মোহিত করণান্তর প্রকৃতিস্থ করিতে অপরাগ হইলে, বা সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত উপায়ে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে। সে মোহিত ব্যক্তির নিকট যাইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে তাহার বশে আনিতে চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য যে, মোহিত ব্যক্তিকে উক্তাবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমের আদেশ ও পাস দিলেই সে তাহার বশে আসিবে। তৎপরে তাহার মনে দুই-চারটি মায়া ও ভ্রম জন্মাইবার পর, তাহাকে সাধারণ নিয়মে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

যদি তখন পাত্রের শ্বাস রোধের ভাব, গোঙ্গানী, কম্পন ইত্যাদি উপসর্গ সকল দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া তাড়াতাড়ি বিপরীতগামী দীর্ঘ পাস, মাঝে মাঝে জোরের সহিত বিপরীতভাবে পাথার বাতাস, চোখ ও কপালের উপর ফুঁ দিবে এবং তৎসঙ্গে দৃঢ়স্বরে "জাগ—জাগ—জেগে উঠে" ইত্যাদি ইচ্ছাশক্তিপূর্ণ আদেশ দিবে। তাহাতেই সে নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ হইবে। অতিরিক্ত মাত্রায় ভীত চিত্ত, দুর্ব্বল স্নায়ুবিশিষ্ট বা উত্তেজনা প্রবণ (nervous, hysteric or irritable) পাত্রের উপর কোন অজ্ঞ লোক দ্বারা অসঙ্গত প্রণালী প্রযুক্ত না হইলে তাহার অবস্থা কখনও উক্তরূপ ঘটিতে পারেনা।

চতুস্ত্রিংশ পাঠ

সম্মোহন ক্রীড়া

(Hypnotic Exhibition)

সম্মোহন ক্রীড়া প্রচুর হাস্য-কৌতুকপূর্ণ নির্দ্দোষ আমোদ। এই ক্রীড়া দ্বারা প্রায় সকল শ্রেণীর দর্শককেই তুল্যরূপে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিতে পারা যায়। এই খেলা দেখাইয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু সম্মোহনবিৎ যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং ইদানীং আমাদের দেশেও কেহ কেহ ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। আমার ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েকজন ইহাকে ব্যবসায় রূপে অবলম্বন করতঃ বেশ দুই পয়সা আয় করিতেছেন। শিক্ষার্থীদিগের কেহ এই ক্রীড়া-প্রদর্শক হইবার অভিলাষী হইলে সে নিম্নোক্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে। সে সখের ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে (as an amature performer) বন্ধু-বান্ধবদের সমক্ষে "অত্যাশ্চর্য্য সম্মোহন ক্রীড়া" প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে; কিম্বা সে ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়ী ক্রীড়া-প্রদর্শক রূপেও (as a professional performer) স্বাধীন ভাবে এবং সম্মানের সহিত বেশ দুই পয়সা আয়ের সংস্থান করিতে পারিবে।

ক্রীড়া প্রদর্শক হইবার অভিলাষী, পাত্র সংগ্রহ করিয়া প্রথম প্রথম তাহাদিগকে নির্জ্জনে সম্মোহন করা অভ্যাস করিবে এবং তাহার চেষ্টার ফলাফল একখানা নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে, অর্থাৎ সে কোন্ তারিখে, কত বয়সের, কতজন লোকের উপর চেষ্টা করিয়া তন্মধ্যে

কয়জনকে মোহিত করিতে পারিল, তাহা নিয়মিতরূপে ঐ নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে। কিছুদিন পরে উহা দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, সে কতগুলি লোকের উপর চেষ্টা করিয়া তাহাদের কতজনকে মোহিত করিতে পারিল। যখন সে বিভিন্ন প্রকৃতির ৩০।৪০ জন লোককে সম্মোহিত করিতে পারিয়াছে, তখন সে তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সমক্ষে ক্রীড়া প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতে পারে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে যত বেশী সংখ্যক লোককে মোহিত করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে, সে তত উত্তমরূপে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে। কেবল দুই-চার জন লোককে মোহিত করিতে পারিলেই ক্রীড়া প্রদর্শনের উপযুক্ত হওয়া যায়, এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে কখনও উহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করা যায় না; অধিকন্তু উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া দর্শকদিগের নিকট লজ্জিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কার্য্যকুশল ক্রীড়া প্রদর্শক মাত্রই অভিজ্ঞ, আত্ম ক্ষমতায় দৃঢ় আস্থাবান, সাহসী, বাক্পটু ও প্রত্যুৎপন্নমতি। সুতরাং শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর প্রদর্শক হইতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অত্যাবশ্যকীয়-রূপে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে হইবে; অন্যথায় তাহার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়ঃ।

দিনের বেলা অথবা রাত্রিতে উপযুক্ত হলে বা বড় ঘরে ক্রীড়া প্রদর্শন করিবে। রাত্রিতে খেলা দেখাইতে খুব উজ্জ্বল আলোকের আবশ্যক। ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য হলের এক পার্শ্বে উপযুক্ত স্থান রাখিয়া অপর দিকে দর্শকদিগকে বসিতে দিবে। দর্শকগণ সমাগত হইলে তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ পূর্ব্বে নিম্নোক্তরূপ বক্তৃতা করিবে। যথা—"সমবেত ভদ্র-

সম্মোহন ক্রীড়া

মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সমক্ষে যে একটি ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। হিপ্নোটিজ্‌মকে বাঙ্গলায় 'সম্মোহন বিদ্যা' বা 'পাশ্চাত্য বশীকরণ বিদ্যা' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বিদ্যা বলে এক ব্যক্তি তাহার মনঃশক্তি দ্বারা অপর এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত বা বশীভূত করতঃ তাহার মনে অত্যাশ্চর্যরূপে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার-শক্তি বিশিষ্ট মানুষকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত করিয়া কিরূপ ক্রীড়া-পুত্তলীতে পরিণত করা যায়, আমি তাহারই কয়েকটি আশ্চর্য্য ও আমোদজনক দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিব।"

"সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিৎ ও পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণ বা বিরোধে উৎপন্ন হয় এবং সম্মোহনবিৎ অপেক্ষা পাত্রের ইচ্ছাশক্তি অধিক থাকিলে সম্মোহনাবিৎ তাহাকে মোহিত করিতে পারেনা। আবার কেহ কেহ বলেন, যে, সম্মোহনবিৎ মানুষ মাত্রকেই সম্মোহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে আনয়ন করিতে পারে এবং তাহারা এমন কার্য্যকারক দেখিয়াছেন, বা এমন কার্য্যকারকের কথা শুনিয়াছেন, যিনি একবার মাত্র কাহার দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে বা শত শত লোককে মোহিত করিতে সমর্থ, ইত্যাদি। এরূপ ধারণা যেমন ভ্রান্তিপূর্ণ, তেমনই কৌতুকজনক। প্রকৃত পক্ষে মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিৎ এবং পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয় না; উহা তাহাদের উভয়ের মনের সহযোগিতায় উৎপাদিত

হইয়া থাকে। উক্তাবস্থা ইচ্ছাশক্তির বিরোধে উৎপন্ন হয়না বলিয়াই কার্য্যকারক অপেক্ষা পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রখরতর হইলেও, তাহার শরীরে মোহিতাবস্থা উৎপাদনের কোন অন্তরায় হয়না। বরং পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রখর থাকিলে, সে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা আদিষ্ট বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারে বলিয়া সহজেই মোহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সম্মোহন বিজ্ঞানেরও কার্য্যকরী শক্তি একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং সম্মোহনবিদের শক্তিও সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে যে সকল কার্য্যকারকের পারদর্শিতা অল্প, তাহারা অল্প লোককে, আর যাহারা অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী তাহারা অধিক লোককে মোহিত করিতে পারেন; কিন্তু কোন সম্মোহনবিদই সকল লোককে সম্মোহিত করিতে পারেননা।"

"প্রস্তাবিত ক্রীড়াটি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, আমি আপনাদের মধ্য হইতে আপনাদের বিশ্বস্ত বা বিশেষ পরিচিত গুটি বার বালক ও যুবক লইব। আমি তাহাদিগকে মোহিত করিয়াই সমস্ত ক্রীড়া দেখাইব। ক্রীড়া প্রদর্শনের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে এখানকার স্থানীয় লোক মনোনীত করার কারণ এই যে, আপনাদের নিজের লোকেরা সম্মোহিত হইলে তাহাদের মোহিতাবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, আমার নিজের লোক বা অপর কোন অপরিচিত লোককে সম্মোহিত করিলে আপনাদের সকলের হয়ত তেমন বিশ্বাস হইবেনা। যদিও মোহিত ব্যক্তি দ্বারা এমন অনেক কার্য্য করাইতে পারা যায়, যাহা সে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুতেই করিতে পারেনা, তথাপি আমি সন্দেহ-সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করতঃ আপনাদের বিশ্বস্ত বা বিশেষ পরিচিত লোকদিগকেই

মোহিত করিব। আমি যে বারটি লোক লইয়া পরীক্ষাগুলি আরম্ভ করিব, তাহাদের সকলকেই মোহিত করিতে পারিব, এমন কথা বলিতে পারিনা; কারণ সকল লোক মোহিত হয়না। যে সকল ব্যক্তি সম্মোহন শক্তির গতি রোধ করিয়া সম্মোহনবিৎকে ঠকাইতে ব্যগ্র, কিম্বা মোহিত হইতে অনিচ্ছুক, অথবা চঞ্চল চেতা—একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্য মন স্থির রাখিতে পারেনা কিম্বা অনুসন্ধিৎসু বা ভীরু প্রকৃতির, তাহাদিগকে সহজে মোহিত করা যায়না। এজন্য আমি আপনাদের মধ্য হইতে এমন বারটি লোক চাই, যাহারা মোহিত হইতে ইচ্ছুক এবং কথিত নিয়মপ্রণালী-গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্ব্বক কিছুক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ। যদি তাহারা আমাকে ঠকাইবার মতলব না করেন, পক্ষান্তরে সততার সহিত আদিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করেন, তবে আমি তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে বা এমন কি তাহাদের সকলকেই সম্মোহিত করিতে সমর্থ হইব।"

"আপনাদের অবগতির জন্য আমি পূর্ব্বেই ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, যে সকল লোক মোহিত হইবেন তাহাদের শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ অনিষ্ট হইবেনা। যদি মোহিত হওয়ার দরুণ তাহাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হয়, তবে আমি উহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইব। যাহারা মোহিত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি; তাহারা আমার নিকট আসিলেই আমি কার্য্য আরম্ভ করিব।"

এইরূপ বক্তৃতা করার পর দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে বারটি বালক ও যুবক সম্মোহিত হইতে স্বীকৃত হইয়া তাহার নিকট আসিলে, সে তাহা-দিগকে দর্শকগণের দিকে মুখ করিয়া চেয়ারে বসাইবে; ঐ চেয়ারগুলি

সে পূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ষ্টেজের উপর সাজাইয়া রাখিবে। তৎপরে দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার বলিবে—"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ক্রীড়া আরম্ভ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছি। এইক্ষণ, আপনাদের নিকট আমার একটি নিবেদন এই যে, আপনারা কিছু সময় পর্য্যন্ত খুব নীরবভাবে অবস্থান করিবেন। এই ক্রীড়াটি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার বলিয়া আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি আমার নিজের এবং পাত্রদিগের মনঃসংযোগ করিতে হইবে। যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ কথা-বার্ত্তা বলিয়া বা অন্য কোন প্রকারে গোলমাল করেন, তবে আমরা উক্ত বিষয়ে মন একাগ্র করিতে পারিবনা, তাহার ফলে আমার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে পারে। এজন্য আমি আপনাদিগকে বিনীত ভাবে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আমি পাত্রদিগকে কিয়ৎপরিমাণে আমার বশে আনিতে না পারিয়াছি, সে পর্য্যন্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্পূর্ণ নীরব থাকিবেন। আমি পাত্রদিগকে বশে আনিতে পারিলেই তখন আপনারা ইচ্ছানুরূপ হাস্য-কোলাহল করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন।" এরূপ বলা হইলে পর পাত্রদিগকে বলিবে—"এইক্ষণ আপনারা অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিবেন এবং আমি আপনাদিগকে যে বিষয় চিন্তা করিতে বলিব, আপনারা সততার সহিত একাগ্রমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিবেন, কদাপি তদ্বিপরীত বা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা মনে স্থান দিবেননা। যে সকল ব্যক্তি মোহিত হইবেনা বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিম্বা আমাকে ঠকাইবার জন্য আগ্রহান্বিত, আমি তাহাদিগকে মোহিত করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইবনা। যাহারা মোহিত হইতে যথার্থ ইচ্ছুক এবং কথিত নিয়মপ্রণালীগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতঃ আবশ্যকীয় বিষয়ে মনঃ

সংযোগ পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করিবেন, আমি কেবল তাহাদিগকেই মোহিত করিবার চেষ্টা পাইব।"

এরূপ বলা হইলে পর, "পশ্চাৎ দিকে ফেলিয়া দেওয়া" পরীক্ষাটি হইতে ক্রীড়া আরম্ভ করিবে। "পশ্চাৎ দিকে ও সম্মুখের দিকে ফেলিয়া দেওয়া" এই পরীক্ষা দুইটি ঐ বারজন লোকের উপর পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করিবে। যাহারা উহাদের দ্বারা অভিভূত হইবে, পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য কেবল তাহাদিগকে রাখিয়া, অপর লোকদিগকে চলিয়া যাইতে বলিবে। আবশ্যক বোধ করিলে ঐ পরীক্ষা দুইটি ব্যক্তি বিশেষের উপর দুই-তিন বারও করা যাইতে পারে। তৎপরে তাহাদের সকলকে সারিবদ্ধভাবে একত্র দাঁড় করাইয়া কেবল দৃষ্টিক্ষেপন ও আদেশের সাহায্যে "হাত জুড়িয়া দেওয়া", "বাক্য রোধ" ইত্যাদি পরীক্ষাগুলি পর্য্যায় ক্রমে সম্পন্ন করিবে ক্রীড়া প্রদর্শনের সময় পাসের সাহায্য ব্যতীরেকে কেবল দৃষ্টিক্ষেপন ও আদেশ করিয়াই পাত্রদিগকে যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করা হয়। শারীরিক পরীক্ষাগুলি প্রদর্শিত হইলে পর পাত্রদিগকে এক সঙ্গেই বিভিন্ন চেয়ারে বসাইয়া, দৃষ্টি, পাস ও আদেশের সাহায্যে নিদ্রিত করণান্তর তাহাদের মনে "মায়া" ও "ভ্রম" ইত্যাদি জন্মাইবে। তৎপরে তাহাদের মধ্যে একটি উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া লইয়া তাহার শরীরে সম্পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন করিবে। দুই ঘণ্টা খেলা দেখান যাইতে পারে, প্রদর্শনীয় বিষয়ের এরূপ একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদর্শনীয় বিষয়ের তালিকা

১ম দৃশ্য—হাত জুড়িয়া দেওয়া

২য় „—চক্ষু জুড়িয়া দেওয়া

৩য় „—বাক্য বোধ করণ

৪র্থ „—হাতে লাঠি জুড়িয়া দেওয়া

৫ম „—বসিতে অসমর্থ করণ

৬ষ্ঠ „—দাঁড়াইতে অসমর্থ করণ

৭ম „—মুখ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

৮ম „—লাফ দিতে অসমর্থ করণ

৯ম „—চলিতে অসমর্থ করণ

১০ম „—মুখ খুলিতে অসমর্থ করণ

১১শ „—ঘুষি মারিতে অসমর্থ করণ

১২শ „—দুই ব্যক্তির হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া

১৩শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নিদ্রিত করণান্তর তাহারা যথার্থরূপে নিদ্রিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের উভয় হাতগুলিতে আংশিক ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন করিয়া ৩।৪ মিনিট কাল শূন্যে রাখিবে।

১৪শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিয়া বলিবে যে, তাহাদিগকে কয়েকখানা খুব মিষ্ট বিস্কুট দেওয়া যাইবে ; ঐ বিস্কুটগুলি তাহাদের হাতে দেওয়া মাত্র তাহারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত উহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে কয়েক টুক্‌রা কাগজ দিয়া উহাদিগকে বিস্কুট বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

১৫শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনরায় নিদ্রিত করিয়া বলিবে যে, এইক্ষণ তাহারা একটি খুব সুগন্ধ গোলাপ ফুল শুঁকিতে পাইবে। তৎপরে গোলাকারে জড়ান এক টুক্‌রা কাগজকে গোলাপ ফুল বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ উহা পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের নাকের সম্মুখে ধরিবে।

১৬শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিয়া তাহাদের মুখের উপর কয়েক টুক্‌রা কাগজ নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিবে যে, এইক্ষণ তাহাদের মুখে খুব মশা কাম্‌ড়াইতেছে, এবং তাহারা খুব জোরে থাপ্‌পর মারিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

১৭শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করণান্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ্‌ মেলিয়া একখানা পুস্তকের মলাটের উপর তাহাদের ফটো দেখিতে পাইবে। তাহারা চোখ্‌ খুলিলে পর একখানা পুস্তক লইয়া তাহাদের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া কল্পিত ফটোগুলি দেখাইবে।

১৮শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়া বলিবে যে, তাহারা চোখ্‌ খুলিয়া মনে করিবে, তাহারা সকলেই খুব দুষ্ট ছেলে এবং আরও কতক গুলি দুষ্ট ছেলে মেয়ে তাহাদিগকে মুখ ভ্যাংচাইতেছে। সুতরাং তাহারাও খুব বিশ্রি ভাবে মুখ ভ্যাংচাইয়া দিবে। তাহারা চোখ খুলিলে পর, দর্শক দিগকে বালক বালিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাহাদিগকে মুখ ভ্যাংচাইতে বলিবে।

১৯শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করণান্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ্‌ মেলিয়া অনুভব করিবে, তাহাদের খুব পেটের বেদনা হইয়াছে এবং তাহারা কল্পিত যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে সুরু করিবে।

২০শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করণান্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ্ খুলিয়া মনে করিবে, তাহারা ফুটবল খেলার জন্য মাঠে আসিয়াছে; তাহারা চোখ্ মেলিলে পর তাহাদিগকে দুই দলে ভাগ করিয়া দাঁড় করাইবে। উভয় দলের মাঝখানে ফুটবলটি রহিয়াছে বলিয়া, ক্রীড়া প্রদর্শক কল্পিত ফুটবলে একবার মাত্র কিক্ করিয়া সড়িয়া দাঁড়াইলেই তাহারা খেলা আরম্ভ করিবে।

২১শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করণান্তর তাহাদের একজনকে বলিবে যে, সে একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সে চোখ্ মেলিবার পর তাহার ছাত্রদিগকে দেখিতে পাইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিবে। দর্শক-দিগকেই ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

২২শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নিদ্রিত করণান্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটা বিড়াল একখানা লম্বা আরোহীপূর্ণ ট্রেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহাদের এমন হাসি পাইবে যে, তাহারা ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি করিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে থাকিবে।

২৩শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়া বলিবে যে, তাহারা চোখ্ মেলিবার পর মনে করিবে, তাহারা একটা বড় পুকুরের সান বাঁধান ঘাটের উপর বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে। তাহারা চোখ্ মেলিলে পর, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা লাঠি দিয়া ঐ গুলিকে ছিপ বলিয়া এবং সম্মুখস্থ স্থানকে পুকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

২৪শ দৃশ্য—তাহাদিগকে পুনরায় নিদ্রিত করিয়া বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া মনে করিবে, তাহারা সকলে শিয়াল

এবং সকলে মিলিয়া একতানে শিয়ালের মত 'হুয়া' 'হুয়া' শব্দে চীৎকার করিবে।

২৫শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নিদ্রিত করণান্তর তাহাদের একজনকে বলিবে যে, সে চোখ মেলিবার পর মনে করিবে, সে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা—অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছে এবং তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক লোক আসিয়াছে। সে চোখ মেলিলে পর দর্শকদিগকে তাহার শ্রোতা বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাহাকে বক্তৃতা করিতে বলিবে।

২৬শ দৃশ্য—তাহাদিগকে পুনরায় নিদ্রিত করিয়া তাহাদের হাতের কোন এক স্থানে বোধরহিতাবস্থা (anaesthesia) উৎপাদন করিবে। বাজারে যে বড় হ্যাট্‌পিন পাওয়া যায়, সেই গুলির অগ্রভাগ পোড়াইয়া লইবার পর ব্যবহার করিবে।

২৭শ দৃশ্য—তাহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থকায় ও সবল মনে করিবে তাহার শরীরে সম্পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী (complete catalepsy) উৎপাদন করিবে।

তৎপরে পাত্রদিগকে প্রকৃতিস্থ করতঃ ক্রীড়া শেষ করিবে।

উপরোক্ত পরীক্ষা গুলিই দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী ক্রীড়ার পক্ষে যথেষ্ট। এস্থলে দৃশ্য গুলিকে কেবল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল, ক্রীড়া-প্রদর্শক উহা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকটি মায়াও ভ্রমের জন্য বিস্তৃত ভাবে ও বুদ্ধি মত্তার সহিত আদেশ দিবে এবং সে স্বয়ং চাতুর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিবে। চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে, পাত্রগণ তাহার আদিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার সময় এরূপ ভাব-ভঙ্গী ও রঙ্গ প্রকাশ করিবে যে, তদ্দর্শনে রঙ্গালয় হাস্য-কোলাহলে মুখরিত হইয়া

উঠিবে। ক্রীড়া প্রদর্শক এই দৃশ্যগুলি দ্বারা দর্শকদিগকে যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিতে পারিবে। যাহারা ব্যবসায়ীরূপে ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার অভিলাষী, তাহারা এই ক্রীড়ার সহিত "চিন্তা-পঠন ক্রীড়া" (Thought-Reading Performance) যোগ করিয়া লইলে আর্থিক হিসাবে বেশ লাভবান হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পাঠ

মেস্‌মেরিজম্‌ বা জৈব আকর্ষণী বিদ্যা

(Animal Magnetism or Mesmerism)

ডাক্তার মেস্‌মার যে বিজ্ঞানকে "জৈব আকর্ষণী বিদ্যা" বলিয়া অভিহিত করিতেন, উহাই তাঁহার সময় হইতে তাঁহার শিষ্য ও অনুসরণকারিগণ কর্ত্তৃক "মেস্‌মেরিজম্‌" নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং য়্যানিমেল্‌ ম্যাগ্নেটিজম্‌ ও মেস্‌মেরিজম্‌ প্রকৃত রূপে একই বিষয়। "হিপ্নোটিজম্‌" অপেক্ষাকৃত আধুনিক জিনিষ। এই বিদ্যা আপাত দৃষ্টিতে য়্যানিমেল্‌ ম্যাগ্নেটিজম্‌ বা মেস্‌মেরিজমের সদৃশ বলিয়া বোধ হইলেও উহার সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে।

মেস্‌মার্‌ চিকিৎসক, জোতির্ব্বিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আকাশ-বক্ষ বিহারী গ্রহ-নক্ষত্রগণ কোটি কোটি যোজন দূরে থাকিয়াও পৃথিবীস্থ প্রাণীপুঞ্জের উপর অপ্রতিহতভাবে আধিপত্য করিয়া থাকে এবং চুম্বককেও লৌহ আকর্ষণ করিতে দেখা যায়। তিনি এই আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াই বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যখন চুম্বক এক খণ্ড লৌহকে আকর্ষণ

করিতে পারে, তখন উহার অন্তর্নিহিত আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে মানুষও অল্পাধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। তিনি এই সিদ্ধান্তানুযায়ী এক খণ্ড চুম্বক লইয়া প্রথম তাহার রোগীদিগকের উপর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হ'ন, অর্থাৎ চুম্বক খানাকে তাহাদের শরীরের উপর বুলাইতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেই তাহারা মোহ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। তৎপরে তিনি আরও কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইলেন যে, চুম্বক ব্যতি-রেকে কেবল হাত বুলাইয়াও তাহাদের উপর মোহ নিদ্রা উৎপাদন করা যায়; এবং এমন কি, দেহস্থ আকর্ষণী শক্তিকে হস্তদ্বারা চালনা পূর্ব্বক কোন পদার্থের মধ্যে স্থানান্তরিত করিলেও তাহা উক্ত শক্তি সম্পন্ন হয় এবং তাহা বুলাইয়া দিলেও উক্তাবস্থা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

য়্যানিমেল্ ম্যাগ্নেটিজম্ সম্বন্ধে মেস্মারের মতবাদ

"আমাদের এই পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ সমূহ ও সজীব প্রকৃতির মধ্যে একটি পারম্পরিক আদান-প্রদানের নিয়ম বর্ত্তমান আছে।"

"যাবতীয় পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাষ্প বিশেষের দ্বারা এই আদান-প্রদান সংঘটিত হইয়া থাকে।"

"কোন প্রাকৃতিক, আধিভৌতিক ও যান্ত্রিক নিয়মেই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত বলিতে হইবে।"

"এই আদান-প্রদান জোয়ার-ভাটার সদৃশ।"

"জড় বস্তুর গুণ সকল ও সংঘটন ব্যাপার আদান-প্রদানের উপরই নির্ভর করে। অয়স্কান্তমণি বা চুম্বক যে সকল ব্যাপার ঘটাইয়া থাকে, এই বাষ্প শরীরস্থ স্নায়ু সমূহের উপর কার্য্যকর হইয়া ও তাহাদের সহিত

মিশিয়া মানব-শরীরে সেই প্রকার কার্য্য সকল প্রকাশ করে। এজন্যই আমরা "জৈব আকর্ষণী শক্তি"র কথা বলিয়া থাকি।"

"এই বাষ্প অতি দ্রুতবেগে এক শরীর হইতে অন্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, দূর হইতে কার্য্য করিতে পারে, আলোকের ন্যায় প্রতি-বিম্বিত হয়, এবং শব্দ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি জীব বর্ত্তমান আছে, যাহারা এই জৈব আকর্ষণী শক্তির তাবৎ ফল সমূহ নাশের কারণ। ইহাদের শক্তিও স্বভাবরূপ (positive) বুঝিতে হইবে।"

"জৈব আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আমরা স্নায়বিক রোগ সকলের সত্বর আরোগ্য বিধান করিতে পারি এবং এই অতি সত্বর সংঘটিত স্নায়বিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাবতীয় রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা যে, ভেষজ সমূহের কার্য্যও এই শক্তিই ঘটাইয়া থাকে ও রোগ চরমাবস্থায় আনয়ন করে।"

"চিকিৎসক এই আকর্ষণী শক্তি দ্বারাই অতি জটিল রোগ সমূহের কার্য্য কলাপ জানিতে সমর্থ ছিলেন।"

হিপ্নোটিজ্‌মের সহিত মেস্‌মেরিজ্‌মের বিভিন্নতা

সিদ্ধান্ত, অভ্যাস বা কার্য্যপ্রণালী এবং উৎপাদিত অবস্থার কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে হিপ্নোটিজমের সহিত মেস্‌মেরিজমের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য আছে। তাহা সংক্ষেপে এই :—

মেস্‌মেরিষ্টরা মোহিতাবস্থাকে আকর্ষণী শক্তির সদ্য ফল (direct effect) বলিয়া অভিহিত করেন, আর হিপ্নোটিষ্টরা উহাকে কার্য্যকারকের

আদেশ এবং সেই আদেশানুযায়ী পাত্রের চিন্তা বা কল্পনার ফল বলিয়া আরোপ করেন। মোহ নিদ্রা উৎপাদনার্থ মেস্‌মেরিষ্টরা পাস, আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন, আর হিপ্নোটিষ্ট্‌রা মোহিত করার সময় মোহিনী দৃষ্টি ও পাস ব্যবহার করিলেও আদেশই অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা উভয়েই পাত্রকে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে হিপ্নোটিষ্ট্‌রা মানসিক অপেক্ষা মৌখিক আদেশ, আর মেস্‌মেরিষ্টরা মৌখিক অপেক্ষা মানসিক আদেশই অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করেন। হিপ্নোটিজমের প্রণালীতে উৎপন্ন নিদ্রাকে "কৃত্রিম নিদ্রা" (artificial sleep), আর মেস্‌মেরিজমের দ্বারা উৎপাদিত অবস্থাকে "মোহ নিদ্রা" (coma or trance) বলে। পূর্ব্বোক্ত নিদ্রাপেক্ষা শেষোক্ত নিদ্রা অনেক বেশী গভীর হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে হিপ্নোটিক্ নিদ্রার স্তর তিনটি * আর মেসমেরিক্ নিদ্রার স্তর পাঁচটি (কাহারও মতে ছয়টি)। মেস্‌মেরিক্ নিদ্রাপেক্ষা হিপ্নোটিক্ নিদ্রা পাতলা হয় বলিয়া, এই অবস্থায়ই

* ডাক্তার ব্রেইড, হিডেনহেইন, চারকো, রিসার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে হিপ্নোটিজম্ এর স্তর তিনটি, যথা—ক্যাটালেপ্‌টিক্ (Cataleptic), লেথারজেটিক (Lethargetic) এবং সোম্‌নাম্‌বুলিষ্টিক (Somnumbulistic)।

প্রথম স্তর:—ক্যাটালেপ্‌টিক্ অবস্থা। এই স্তরে পাত্রের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকেনা এবং সে মানসিক কিম্বা মৌখিক আদেশের সাড়া দেয়না। তাহার মাংসপেশী সমূহের স্নায়বিক উত্তেজনার রাহিত্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশ সকলকে যে অবস্থায় স্থাপন করা যায়, উহারা সেই ভাবেই অবস্থিত থাকে।

পাত্র মায়া ও ভ্রমের আদেশ অধিক তৎপরতার সহিত পালন করিয়া থাকে। উভয় নিদ্রার সাহায্যে বা মধ্যবর্ত্তিতায়ই রোগ চিকিৎসা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে মেস্‌মেরিষ্ট্‌রা দাবী করেন যে, রোগীকে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত না করিয়া কেবল পাসের সাহায্যেও তাহাকে আরোগ্য করা যায়; পক্ষান্তরে হিপ্নো্টিষ্ট্‌রা বলেন, রোগী মোহিত না হইলেও আরোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মোহ নিদ্রায় পাত্রের অভ্যন্তরীণ জাগরণ হয়, যাহা হিপ্নো্টিক্‌ নিদ্রায় কখনও হয়না, এজন্য পাত্রের আত্মিক

দ্বিতীয় স্তর :—লেথার্‌জেটিক্‌ বা অবসাদাবস্থা। এই স্তরে পাত্র অসার জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার মাংসপেশী সকল নমনীয়, শিথিল ও আলগা এবং চক্ষু দুইটি বন্ধ থাকে ও শরীরটি সর্ব্বাংশে স্পন্দহীন মূর্চ্ছায় ন্যায় অথবা প্রায় মদের বিঘোর নেশার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই দুইয়ের যে কোন অবস্থায় পাত্রের শরীরে প্রকৃত বা বাহ্য যন্ত্রণা ব্যতিরেকে অস্ত্র চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় স্তর :—সোম্‌নাম্‌বুলিষ্টিক্‌ বা স্বপ্নভ্রমণাবস্থা ইহা মেস্‌মেরিজমের চতুর্থ স্তরের প্রায় সমকক্ষ। ইহাতে পাত্র সম্মোহনবিদের ইঙ্গিতানুসারে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে যে সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা জটিল রকমের। যদি পাত্র উত্তম শ্রেণীর হয়; তবে সম্মোহনবিৎ ইচ্ছা করিলে তাহার স্মৃতি, চিন্তা, এবং কল্পনা প্রখর ও বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং অতীত কালের কোন বস্তু, বিষয় বা ঘটনার স্মৃতি তাহার মনে জাগাইয়া দিতে পারে এবং উক্ত সময়ে তাহার সম্পাদিত কার্য্য সকল তাহার দ্বারা স্বীকার করাইতে পারে। মেস্‌মেরিজমের ন্যায় এই অবস্থা গুলি পাত্রের উপর একটি একটি করিয়া বিকাশ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ পাত্রই বাহ্যতঃ মধ্যবর্ত্তী স্তরে উপনীত না হইয়াই প্রথম স্তর হইতে তৃতীয় স্তরে পৌঁছিয়া থাকে।

শক্তি সমূহের বিকাশ কেবল মেস্‌মেরিক্ নিদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায়ই সম্ভব হইয়া থাকে। যাহাদের খুব আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায় আছে, তাহারা প্রত্যেকেই হিপ্নোটিষ্ট্ হইতে পারে, কিন্তু সংযম বা সাধনা দ্বারা আবশ্যকীয় গুণ ও শক্তি লাভ না করিয়া কেহই উচ্চশ্রেণীর মেস্‌মেরিষ্ট্ হইতে সমর্থ হয়না। এজন্য হিপ্নোটিজম্ অপেক্ষা মেস্‌মেরিজম কঠিনতর ও উন্নততর সম্মোহন বিদ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ

আহার-বিহার, মানসিক গুণাগুণ ইত্যাদি

যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চশ্রেণীর সম্মোহনবিৎ হইবার অভিলাষী, তাহাদিগকে শক্তি লাভের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। সকল নর-নারীর হৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে সম্মোহন শক্তি নিহিত আছে এবং সংযম বা সাধনা দ্বারা তাহারা সকলেই উহা বর্দ্ধিত করিতে পারে। এই সংযম বা সাধনা কাহার কাহার নিকট খুব কঠোর বলিয়া বোধ হইলেও এই শক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। প্রবাদ আছে, "সিদ্ধির পথ কুসুমাবৃত নয়"। অতএব এই বিষয়ে যাহার আন্তরিক স্পৃহা আছে, তাহাকে এই সংযমের ভিতর অবশ্য প্রবেশ করিতে হইবে।

শক্তিকামীর স্বাস্থ্য খুব ভাল হইবে ; অন্যথায় সে ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেনা। রুগ্নাবস্থায় জীবনী-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে বলিয়া উহা শক্তি সাধনার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। যৌবনকালে দেহের সর্ব্বাবয়ব পুষ্ট এবং জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সেজন্য এই সাধনার উহাই প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও এই শিক্ষায় সমর্থ হইতে পারে ; কেবল জীবনী-শক্তির অল্পতা বশতঃ বৃদ্ধেরা ইহাতে অপারগ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য

প্রথম শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বীর্য্য ধারণ এবং তৎসঙ্গে চিন্তা ও কর্ম্মের নানাপ্রকার সংযম। শুক্রই

দেহের সার পদার্থ—কেবল তাহা নয়, উহার পোষক, বর্দ্ধক এবং রক্ষকও বটে। এজন্যই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন, "মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। স্ত্রী-সহবাস বা অন্য কোন উপায়ে শুক্র ক্ষরণ দ্বারা জীবনী-শক্তির যত বেশী অপচয় হয়, এমন আর কিছুতেই হয়না। এই শক্তি ক্ষয় নিবারণের জন্য তাহাকে বীর্য্য ধারণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যুক্ত হয় এবং সমধিক পরিমাণে মনের তেজ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কামেন্দ্রিয়ের চালনায় যাহাদের কোন সংযম নাই তাহাদের মনঃশক্তি লাভের আশা সুদূরপরাহত।

আহার

ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সাত্ত্বিকাহারের খুব নিকট সম্বন্ধ; এজন্য শিক্ষাভিলাষীকে নিরামিষভোজী হইতে হইবে। যে সকল মনোবৃত্তি এই শক্তির স্ফূরণে বাধা জন্মায়, আমিষাহারে সেই সকল বৃত্তি অধিক উত্তেজনা প্রবণ হয় বলিয়া শক্তি সাধনার পক্ষে নিরামিষই অধিকতর উপযুক্ত খাদ্য। নিরামিষ ভোজনে লোক দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান, বলবান, কষ্ট-সহিষ্ণু, ধীর ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়; আর আমিষাহারিগণ অপেক্ষাকৃত অল্লায়ু, নানাপ্রকার কঠিন রোগ গ্রস্ত, অল্প শ্রমে কাতর, চঞ্চল ও অধিক পশু ভাবাপন্ন (with more animal propensities) হইয়া থাকে।

আহার সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই বড় অমনোযোগী। তাহারা যাহা পায় তাহাই খায়; শরীরের পক্ষে তাহা হিত কি অহিতকর সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করেনা। মানুষের ধাতু-প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া সকলের পক্ষে একরূপ খাদ্য উপযোগী নয়। যে খাদ্য একজনের স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক অপরের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য। এজন্য শিক্ষার্থীকে

স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে তাহার খাদ্যাখাদ্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ যেরূপ দ্রব্যাদি আহার করিলে শরীরে কোন উদ্বেগ হয় না, শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়, তাহাই শরীর রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে করিবে। যে পরিমাণ খাদ্য উদরে স্থান পায়, তাহার অর্দ্ধেক আহার করিবে; বাকী অর্দ্ধাংশের এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া অবশিষ্টাংশ খালি রাখিবে; তাহাতে পরিপাক ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে। ক্ষুধা লাগিলেই খাইবে; কিন্তু কখনও বেশী খাইবে না। লোভের বশে অতিরিক্ত আহার করিলে তাহা হজম করিতে জীবনী শক্তির অপচয় হয় এবং অধিক চালনার দরুণ পরিপাক-যন্ত্রও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্রমাগত কিছুকাল এইরূপ করিতে থাকিলে উহারা উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। দিবসাপেক্ষা রাত্রির আহার অল্প হইবে এবং পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য মাসে অন্ততঃ দুই দিন উপবাস করিবে। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিবে এবং খাদ্যদ্রব্যগুলিকে ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গিলিবে। কখনও ক্রোধ বা বিরক্তির সহিত আহার করিবেনা; কিম্বা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিবার চেষ্টা পাইবেনা। অধিক উষ্ণ, অতিশয় শীতল, বাসি বা পচা জিনিষ (তাহা যত মুখরোচকই হউক) বাজারের খাবার, চা, বরফ, সোডা, লেমনেড্ এবং সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। অধিকাংশ রোগই আহারের দোষে জন্মিয়া থাকে, এজন্য স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আহারের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে সকল শিক্ষার্থী এই উপদেশগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিবে, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও তাহাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম্ম-শক্তি অটুট থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শারীরিক পরিশ্রম

ভুক্ত দ্রব্যের শীঘ্র পরিপাক, সুনিদ্রা, দেহের জড়তা নাশ ও কর্ম্মশক্তির উদ্দীপনার জন্য শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক। যে সকল শিক্ষার্থীর দৈহিক শ্রম কম হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা যুবক, তাহারা নিয়মিতরূপে পরিমিত মাত্রায় কোন ব্যায়ামাভ্যাস করিবে; আর যাহাদের বয়স ৪০ এর উর্দ্ধে তাহারা প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবে। যুবকদিগের মধ্যেও যাহারা দুর্ব্বল তাহদের পক্ষেও ভ্রমণ-ব্যায়ামই প্রশস্ত। আর যাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের কায করিতে হয়, তাহাদের ব্যায়ামের কোন আবশ্যকতা নাই। শারীরিক বা মানসিক কোন শ্রমই বেশী ভাল নয়। ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় সকাল এবং সন্ধ্যা; এই সময় সবল যুবকেরা মুগুড়, ডাম্বেল, কুস্তি ইত্যাদি অভ্যাস করিবে, আর অপর ব্যক্তিরা খোলা মাঠের রাস্তায় বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবে। তাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বেড়াইতে বাহির হইবে এবং সুবিধা হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে চলিবে। সান্ধ্য ভ্রমণে এই নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই। বেগে ভ্রমণের সময় হাত খোলা থাকিলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে অধিক পরিমাণে জীবনী-শক্তি বহির্গত হইয়া যায়, এজন্য তখন হাত দুই খানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চলিবে। ব্যায়ামের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিৎ।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

শিক্ষার্থীর বাসগৃহ যথা সম্ভব আলোক ও বাতাস যুক্ত হইবে এবং সে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে, যেন সহজে ঘর্ম্ম বাহির হইয়া যাইতে পারে। এজন্য সে দুই-চার দিন অন্তর অন্তর সমস্ত শরীরে সাবান মাখিয়া

উহা শুকাইয়া লইবে, পরে অল্প অল্প গরম জল ঢালিয়া গামছা দ্বারা উহা উত্তমরূপে রগড়াইয়া ফেলিবে। ইহাতে শরীরে কোন দুর্গন্ধ থাকিলে তাহা নাশ হইবে এবং রোম কূপগুলির মুখও খুব পরিষ্কৃত থাকিবে। মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপযুক্ত দাঁতের মাজন বা দাঁতন ব্যবহার করিবে। হাত পায়ের নখ বড় হইলে উহাদের ভিতর নানা প্রকার দূষিত পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সম্মোহন করিবার সময় জীবনী-শক্তি প্রবাহের বাধা জন্মাইয়া থাকে; এজন্য খুব অল্প দিন অন্তর অন্তর নখগুলিকে ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। শিক্ষার্থীর পোষাক-পরিচ্ছদ সুরুচি সঙ্গত ও পরিষ্কৃত হইবে। ময়লা বস্ত্রাদি পরিধান করিলে যে সুধু মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়, তাহা নয়, তদ্দ্বারা অপরের মনেও ঘৃণার ভাব উদ্রেক হইয়া থাকে। এই সকল কারণে যদি তাহার উপর কাহারও অশ্রদ্ধা বা অভক্তি জন্মে, তবে সে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া কখনও সাফল্য লাভে সমর্থ হইবেনা। কার্য্য-কুশল সম্মোহনবিদগণের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহারা অধিকাংশ লোকের মনের উপর সহজে আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন। যাহারা এই সকল বিষয় অবহেলা করে, তাহারা কখনও উচ্চশ্রেণীর কার্য্যকারক হইতে পারেনা।

মানসিক ব্যায়াম

শিক্ষার্থী দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন পরিমিত মাত্রায় শারীরিক শ্রম করিবে, তাহার মনের উন্নতি সাধনের জন্যও তাহাকে সেইরূপ

মানসিক ব্যায়াম করিতে হইবে। তজ্জন্য সে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি মন স্থির করণ অভ্যাস করিবে। ইহার নামই 'একাগ্রতা' এবং এই একাগ্রতা হইতেই মনের যাবতীয় শক্তির স্ফূরণ হইয়া থাকে। একাগ্রতা অভ্যাসের নিমিত্ত কয়েকটি উত্তম অনুশীলন "চিন্তাপঠন বিদ্যায়" প্রদত্ত হইয়াছে; শিক্ষার্থীর সুবিধার নিমিত্ত নিম্নেও তিনটি অনুশীলন প্রদান করা হইল।

(১) পাঁচ মিনিট কাল চলন্ত হাত-ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার গতি দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিবে। যতক্ষণ উহা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইবেনা।

(২) কোন পুস্তক হইতে একটি ছোট কঠিন বাক্য মনোনীত করতঃ উহার অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা পাইবে। উহার প্রত্যেকটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন যত প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহার খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করতঃ লেখকের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পাইবে। পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল এইরূপ অভ্যাস করিবে।

(৩) কোন একটি কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে চক্ষু বুজিয়া উহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত রূপ চিন্তা করিবে। উহার উদ্দেশ্য—উপকারিতা ও অপকারিতা, কি প্রণালীতে কায করিলে উহা সুসম্পন্ন হইবে এবং তাহা অনুসরণের সুবিধা ও অসুবিধা ইত্যাদি। পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল এইরূপ অভ্যাস করিবে।

এই রকমের নানা প্রকার অনুশীলনের সাহায্যে শিক্ষার্থী তাহার একাগ্রতা শক্তি বর্দ্ধিত করিতে যত্নবান হইবে। এতদ্ব্যতীত আত্ম-সম্মোহনের সাহায্যে তাহাকে যাবতীয় মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ, অনিষ্টকর

প্রবৃত্তি সমূহের দমন এবং সৎবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন পূর্ব্বক সাধুভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। এই সকল বিষয়ের সংযম দ্বারা যেমন তাহার শক্তি স্ফূরণের সাহায্য হইবে, তেমনি সে লোকের বিশ্বাস, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সদেচ্ছা লাভ করিয়া বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক জীবনেও যথেষ্ট উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবে।

সংসারী লোকের পক্ষে এই সকল বিষয়ের খুব কঠোর সাধনা সম্ভব নয় বলিয়া, শিক্ষার্থীকে তাহার সাধ্য ও সুবিধানুসারে সাধনা করার ইঙ্গিত করা হইল। কিন্তু ইহা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্ম-সংযমই মনঃশক্তি লাভের মূল। সংযমে শক্তি বৃদ্ধি হয়, আর অসংযম বা অত্যাচারে উহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যে যতখানি সাধনা করিতে পারিবে, তাহার সিদ্ধি লাভও ঠিক সেইরূপ হইবে। এই সকল সংযম সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব "ইচ্ছাশক্তি"তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষাভিলাষী উক্তরূপে শরীর ও মন গঠন পূর্ব্বক শিক্ষারম্ভ করিলে তাহার সিদ্ধি লাভ খুব সহজ হইবে বটে, কিন্তু তত দিন তাহার ধৈর্য্য থাকিবে কি না সন্দেহ। এজন্য সে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার নিয়ম-প্রণালী শিক্ষার সঙ্গেই এই সংযম বা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে।

তৃতীয় পাঠ

কিরূপ লোক মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়

যে সকল লোক হিপ্নোটাইজড্ হয়, তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় প্রথম খণ্ডের চতুর্দ্দশ পাঠে বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে, এখন যেরূপ প্রকৃতির লোকেরা মেস্মেরিক্ বা মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। পাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে হিপ্নোটিষ্ট্ ও মেস্মেরিষ্ট্দের মধ্যে দুই এক বিষয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। হপ্নোটিষ্ট্রা বলেন, যাহাদের সম্মোহন আদেশের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সংবেদনা আছে এবং যাহারা মোহিত হইবার সময় আদিষ্ট বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ, তাহাদের প্রত্যেকেই হিপ্নোটাইজ করিতে পারা যায়। আর যাহারা সম্মোহনের সময় শক্তির গতি রোধ করিবার চেষ্টা করে বা অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসুক বা অনুসন্ধিৎসু এবং ভীত হয় তাহাদিগকে মোহিত করা যায়না। এই সংবেদনা সম্বন্ধে হিপ্নোটিষ্ট্দের সহিত মেস্মেরিষ্ট্দের কোন মত ভেদ নাই। তাহারাও এই সংবেদনা মোহ নিদ্রা উৎপাদনের নিমিত্ত অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া স্বীকার করেন এবং পাত্রের মনে উদ্বিগ্নতা, ঔৎসুক্য, রোষ প্রবণতা ইত্যাদি ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাকে মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করা যায়না বলিয়া থাকেন। আর তাহারা যে স্বভাব রূপ ও অভাব রূপের (positive and negative) * কথা বলিয়া থাকেন, হিপ্নোটিষ্ট্রা সেরূপ কিছু বলেন না।

---

* স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয়ের অনুবাদ।

কিরূপ লোক মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়

মেস্‌মেরিষ্টরা বলেন, মানুষ স্বভাবরূপ বা অভাবরূপ গুণ বা ধর্ম্ম বিশিষ্ট। উহাদের একটি অপরটির বিপরীত। স্বভাবরূপ ব্যক্তিরা অভাবরূপ ব্যক্তিদিগকে মেস্‌মেরাইজ্‌ করিতে পারে ; কিন্তু অভাবরূপ ব্যক্তিরা স্বভাবরূপ ব্যক্তিদিগকে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয়না। কোন এক ব্যক্তি সকলের নিকটেই স্বভাবরূপ বা অভাবরূপ নয়। অতএব ক, খ এর নিকট অভাবরূপ হইয়া গ ও ঘ এর নিকট স্বভাবরূপ হইতে পারে। গ বা ঘ আবার খ এর নিকট স্বভাবরূপ বা অভাবরূপ দুই-ই হইতে পারে। সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদিগের নিকট নিম্নস্তরের অনেক লোককেই অভাবরূপ হইতে দেখা যায়। এই নিমিত্ত সময় সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কোন একজন অভিজ্ঞ বা চতুর মেস্‌মেরিষ্ট্‌ অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যাহাকে মেসমেরাইজ্‌ করিতে পারেনা, সে হয়ত অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন অন্য একজন কার্য্যকারকের দ্বারা সহজেই মোহিত হইয়া পড়ে।

মেস্‌মেরিষ্টদের মতে দুর্ব্বল লোকেরা উত্তম পাত্র। এই দুর্ব্বলতা শারীরিক কি মানসিক তাহা স্পষ্ট নহে। যে সকল ব্যক্তি উদাসীন প্রকৃতির (passive) তাহারা সহজে মেস্‌মেরিক্‌ শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। চোখ-মুখের ভাবে যাহাদিগকে স্থূলবুদ্ধি বা অসাবধান বলিয়া বোধ হয় এবং যাহাদের ওষ্ঠদ্বয় বহির্গামী (সাম্‌নের দিকে বাহির করা) ও শিথিল তাহারা সহজেই মেস্‌মেরাইজ্‌ড্‌ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে কোন শিক্ষা লাভ হয়না। দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিরা মোহ নিদ্রায় সর্ব্বদা অভিভূত হইলেও উত্তম শ্রেণীর পাত্র নয়। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে আন্তরিক ইচ্ছুক, তাহাদের মধ্যে

অনেকে খুব তাড়াতাড়ি উহাতে অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় আবার এই শ্রেণীর কোন কোন লোককে আপাত দৃষ্টিতে সংবেদ্য বলিয়া বোধ হইলেও তাহারা উত্তম পাত্র হয়না। যখন কার্য্যকারক, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা ইত্যাদি দ্বারা কোন পাত্রের মনে উদাসীন ভাব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, তখনই সে তাহার উপর কোন পরীক্ষার প্রয়াস পাইতে পারে।

হিপ্নোটিজমের সহিত মেস্মেরিজমের আর একস্থলে প্রভেদ এই যে, হিপ্নোটাইজ্ করিবার সময় পাত্রকে আদিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করিতে বলা হয়, আর মেসমেরাইজ্ করিবার কালীন তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে কেবল শূন্য মনে অবস্থান করিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

যে সকল স্ত্রী বা পুরুষের চোখ কোটরগত (গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত) এবং ঘন সন্নিবিষ্ট (নাসা-মূলের খুব নিকট স্থিত) সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদের সংবেদনা অপরাপর লোকাপেক্ষা বেশী। গোলাকার অপেক্ষা দীর্ঘাকার মুখ মণ্ডল অধিক সংবেদনার পরিচায়ক। যাহাদের চক্ষু বড় এবং মণির উপরের অংশ সর্ব্বদা পাতা দ্বারা আবৃত থাকে (যাহাকে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু বলে) এবং চক্ষু বুজিবার সময় মণি প্রথম উপরের দিকে উল্টিয়া গিয়া পরে চোখের পাতা বন্ধ হয়, তাহারা দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, দিব্যানুভূতি ইত্যাদি বিকাশের উপযুক্ত পাত্র। *

---

* ফলিত জ্যোতিষের মতে জলরাশি (কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন) লগ্ন হইয়া তাহাতে চন্দ্র অবস্থিতি থাকিলে কিম্বা উহাতে বৃহস্পতি বা ইউরেণাস (Uranus) এর যোগ থাকিলে জাত ব্যক্তির mediumistic susceptibility সূচনা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রাশি ও ভাব বিশেষে গ্রহগণের দৃষ্টি ও যোগ দ্বারাও তাহার Psychic tendency and ability সূচিত হয়।

চতুর্থ পাঠ

মেস্‌মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস

প্রথম খণ্ডের সপ্তম পাঠে বিবৃত হইয়াছে যে পাস দ্বারা জীবনী-শক্তি, আকর্ষণী শক্তি বা মেস্‌মেরিক্ শক্তির প্রেরণ, বণ্টন, সঞ্চালন এবং লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং এই সকল কার্য্যের ফলেই মেস্‌মেরিক্ বা মোহ নিদ্রা উৎপাদিত এবং অপসৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কাহাকেও মেস্‌মেরাইজ করিতে কিম্বা মোহ নিদ্রা হইতে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পাসের ব্যবহার অপরিহার্য্য। উক্ত জীবনী বা আকর্ষণী শক্তি আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষ প্রণালীতে হস্ত চালনা করিয়া ঐ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

মেস্‌মেরিক্ পাসের সংখ্যা চারিটি :—(১) দীর্ঘ পাস (Long or Full Length pass), (২) উপশম পাস (Relief Pass), (৩) ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাস (Short or Local Pass) (৪) এবং কেন্দ্রীভূত জীবনী-শক্তি (Focussed Magnetism)। ইহাদের মধ্যে ৪র্থ ভিন্ন আর সকল গুলি পাসই স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন ভাবে এবং নিম্নগামী ও উর্দ্ধগামীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; আর ৪র্থ পাসটি কেবল স্পর্শযুক্ত ভাবেই সর্ব্বদা প্রযুক্ত হয়। পাত্রকে মেস্‌মেরাইজ্ করিতে এই পাসগুলিকে নিম্নগামীরূপে, আর তাহাকে মোহ নিদ্রা হইতে প্রকৃতিস্থ করিতে উর্দ্ধগামীরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী দীর্ঘ পাসের প্রণালী ঃ—এই পাস পাত্রের মাথার উপর হইতে আরম্ভ করতঃ পা পর্য্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয়। ইহা করিতে কার্য্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি অল্প ফাঁক ও প্রসারণ করতঃ উহাদিগকে (চেয়ারে উপবিষ্ট বা বিছানায় শায়িত) পাত্রের মাথার উপর পাশাপাশি ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক দুই-তিন সেকেণ্ড রাখিবে ; পরে হাত দুইখানা ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া যথাক্রমে তাহার কপাল মুখ, চিবুক, বক্ষঃস্থল ইত্যাদির উপর দিয়া স্পর্শযুক্ত ভাবে বরাবর নীচের দিকে টানিয়া লইয়া আসিবে। যখন উহারা পায়ের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন সে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করণান্তর হাত দুইখানাকে তাহার (পাত্রের) শরীরের দুই পার্শ্বে লইয়া গিয়া জোরের সহিত একবার ঝাড়িয়া ফেলিবে। হাতের মুঠায় ধূলা বা বালি থাকিলে উহা দূরে নিক্ষেপ করিতে যেমন ভাবে হাত ঝাড়িতে হয়, এই ঝাড়নটাও ঠিক সেইরূপ হইবে। ঝাড়নের বাতাস পাত্র বা তাহার নিজের গায়ে লাগিতে না পারে, হাত দুই খানাকে এরূপ দূরে লইয়া গিয়া ঝাড়িতে হইবে। হাত ঝাড়ার অব্যবহিত পরে সে পুনরায় উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করণান্তর হাত দুইখানাকে পাত্রের মাথার উপর লইয়া যাইবে এবং যখন উহারা সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন আবার জোরের সহিত উহাদিগকে মাথার উপর ঝাড়িবে। এই বারের ঝাড়নের বাতাসটা সম্পূর্ণরূপে তাহার মাথার উপর গিয়া লাগা চাই। প্রথম ঝাড়ার পর যখন হাত দুইখানাকে মাথার উপর আনিবে, তখন উহাদিগকে পাত্রের শরীরের দুই পার্শ্বের বাহির দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কারণ উহাদিগকে তাহার শরীরের উপর দিয়া লইয়া গেলে, উহা

বিপরীত বা ঊর্দ্ধগামী পাসের ন্যায় কার্য্য করতঃ পূর্ব্ব প্রদত্ত পাসের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; এজন্য একটি নিম্নগামী পাস দেওয়ার পর, হাত দুই থানাকে শরীরের বাহির দিয়া মাথার উপর লইয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় বারের ঝাড়ন শেষ হওয়া মাত্রই হাত দুইখানাকে আবার পূর্ব্বের ন্যায় মাথার উপর স্থাপন করতঃ উক্তরূপে পাস দিবে। যতক্ষণ পাত্র মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় অভিভূত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত উহার পুনরাবৃত্তি করিবে।

স্পর্শহীন নিম্নগামী দীর্ঘ পাসের প্রণালীঃ—ইহা পূর্ব্বোক্ত পাসেরই অনুরূপ; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে উভয় হাতের আঙ্গুল গুলিকে এমন জোরের সহিত টান্ করিয়া রাখিতে হয়, যেন উহারা পিছনের দিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া থাকে। এইরূপে আঙ্গুলগুলি ঠিক করিয়া লইবার পর, হাত দুইখানাকে পাত্রের মাথার উপর (মাথা হইতে এক বা দেড় ইঞ্চি উচ্চে শূন্যের উপর) দুই-তিন সেকেণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে; পরে উহাদিগকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিবে। বলা বাহুল্য যে, উহা করিবার সময় হাত দুইখানাকে শরীর হইতে বরাবর অতটুকু উচ্চে রাখিয়াই নীচের দিকে লইয়া আসিতে হইবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ঝাড়নও পূর্ব্বোক্ত পাসের অনুরূপ হইবে।

উপশম পাসের প্রণালীঃ—ইহারও প্রয়োগ-প্রণালী দীর্ঘ পাসেরই অনুরূপ; কেবল প্রভেদ এই যে, নিম্নগামী দীর্ঘ পাস মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ করিতে হয়; আর ইহা মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটু, কোমর, পেট, বক্ষঃস্থল, গলদেশ বা চিবুক পর্য্যন্ত আনিয়া সমাপ্ত করিতে হয়। পাত্রকে নিদ্রিত করিবার জন্য একাধিক্রমে

কতকগুলি নিম্নগামী দীর্ঘ পাস দেওয়ার পর, সম্মোহনবিৎ শ্রম লাঘবের জন্য এই পাস ব্যবহার করিয়া থাকে ; কিম্বা ইহা দীর্ঘ পাসের সহিতও পর্য্যায় ক্রমে প্রযুক্ত হইতে পারে। এই পাসেরও পূর্ব্বে এবং পরে পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে দুইবার হাত ঝাড়িতে হয়।

ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাসের প্রণালীঃ—এই পাস সাধারণতঃ চিকিৎসার জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে কোন রোগ হইলে রোগীকে সম্মোহিত না করিয়া তাহা আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয়। নিম্নগামী দীর্ঘ বা উপশম পাস যেমন পাত্রের মাথা হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ইহা সেরূপে করা হয়না। এই পাস রোগাক্রান্ত স্থানের খানিকটা উপর হইতে আরম্ভ করিয়া উহার কিয়দ্দূর নীচের দিকে আনিয়া শেষ করিতে হয়। সম্মোহনবিৎ এই পাস দ্বারা আকর্ষণী শক্তিকে কেবল রুগ্ন স্থানের উপর সঞ্চালন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা রোগীর শরীরের অন্য কোন স্থান আক্রান্ত বা প্রভাবিত হয়না। বিশেষ ভাবে হাত, পা, বুক, পিট বা অন্য কোন স্থানে কোন রোগ হইলে, রোগীকে মোহিত না করিয়া এই পাস দ্বারা তাহা আরোগ্যের চেষ্টা পাওয়া যায়। এই পাস অধিকাংশ স্থলে স্পর্শযুক্ত আর সর্ব্বদাই নিম্নগামী হয় এবং উহার শেষে হাতখানাকে একবার ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

(৫) কেন্দ্রীভূত আকর্ষণী শক্তির প্রয়োগ প্রণালীঃ—কাহারও শরীরের কোন অংশ পীড়িত হইলে তাহা আরোগ্যের জন্য সেইস্থানে কেন্দ্রীভূত আকর্ষণী শক্তির নিয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত ভাবে ইহা করিতে হয়। দক্ষিণ হাতের আঙ্গুলগুলির পরস্পরের মধ্যে

ঈষৎ ফাঁক রাখিয়া উহাদের অগ্রভাগগুলি অসংযুক্ত ভাবে একত্রিত করিবে। এখন আঙ্গুলের মাথাগুলি, পীড়িত স্থানের এক ইঞ্চি (শূন্যের) উপরে, ঐ স্থান লক্ষ্য করতঃ স্থাপন করিবে, অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথাগুলিকে পীড়িত স্থান হইতে এক ইঞ্চি শূন্যের উপর উপুর করিয়া ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে হাতখানাকে ধীরে ধীরে কাঁপাইবে এবং সেই সঙ্গে খুব একাগ্রমনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ হইতে যে আকর্ষণী শক্তি নিঃসৃত হইতেছে, তাহা পীড়িত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ স্থান নিরাময় করুক। ইহার সহিত আঙ্গুলগুলির উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে, উহাদের অগ্রভাগ হইতে আকর্ষণী শক্তি নিঃসরণের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। কাহার শরীরের অংশে কোন বেদনা বা ঘা হইলে কিম্বা আঘাত লাগিয়া থেত্‌লাইয়া গেলে, অথবা চক্ষু, কর্ণ বা অপর কোন ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইলে এই প্রণালীতে তাহা আরোগ্য করা যায়। পাত্রকে মেস্‌মেরাইজ করিবার সময় তাহার চক্ষু, কপাল বা ঘাড়ের গ্রন্থির উপর উক্তরূপে আঙ্গুলের মাথাগুলি মাঝে মাঝে ধরিয়া রাখিলে মোহ নিদ্রা উৎপাদনের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণী স্পর্শঃ—মেস্‌মেরাইজ্‌ করিতে এই প্রক্রিয়া দুইটিও সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেহেতু উহাদের দ্বারাও মেস্‌মেরিক্‌ শক্তি পাত্রের শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শারীরিক আকর্ষণী স্পর্শ (Physical Magnetic Contact) করিতে কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ হাতের আঙ্গুলগুলি পাত্রের মাথার উপর স্থাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলিটি তাহার নাসিকা-মূলে অল্প জোরে চাপিয়া ধরিয়া (যেন সে ব্যথা না পায়) অভীপ্সিত বিষয়ে তাহাকে মৌখিক বা মানসিক

আদেশ দিয়া থাকে। এই প্রণালীতে আদেশ দিলে তাহা বেশ কার্য্যকর হয়। আর "মানসিক আকর্ষণী স্পর্শ" (Mental Magnetic Contact) সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। পাত্রের নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রখর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক খুব একাগ্রমনে মানসিক আদেশ দিলেই ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাত্র মেস্‌মেরাইজড্‌ হওয়ার পর সম্মোহনবিদের মনের সহিত তাহার মনের খুব গভীর ঐক্য স্থাপিত হইলেই বিশেষ ভাবে ইহা কার্য্যকর হয়। সুতরাং সকল অবস্থায় সকল পাত্রের উপর ইহা কায করেনা।

বিপরীত বা ঊর্দ্ধগামী পাসের প্রণালী:—ইহা স্পর্শযুক্ত বা স্পর্শহীন উভয় রকমেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সচরাচর ইহা স্পর্শহীন ভাবে নিম্নগামী পাসের ক্রিয়া নষ্ট বা বিদূরিত করিতে অর্থাৎ মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই পাস পাত্রের পা হইতে আরম্ভ করতঃ মাথা পর্য্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয়। নিম্নগামী পাসের সময় আঙ্গুলের অগ্রভাগ উপরের দিকে এবং মণিবন্ধ নীচের দিকে থাকে; আর ইহাতে আঙ্গুলের মাথাগুলি নিম্নাভিমুখে ও মণিবন্ধ উপরের দিকে অবস্থিত থাকিয়া হাত দুইখানা ঊর্দ্ধ দিকে চালিত হয়। উক্তরূপে পা হইতে সুরু হইয়া যখন পাসটি মাথা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন পাত্রের মাথার দুই পাশের বাহিরে হাত দুইখানাকে পূর্ব্বোক্তরূপে একবার ঝাড়িয়া ফেলিবে (এই ঝাড়ার বাতাসও তাহাদের কাহারও গায়ে লাগিবেনা)। সুতরাং নিম্নগামী দীর্ঘ পাসের সময় যেমন হাত দুইখানা উহার প্রারম্ভে ঝাড়িতে হয়, ইহাতে তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই। বলা বাহুল্য যে, এই পাস করিবার সময় হাতের তালুদ্বয় পাত্রের শরীরের

দিকে থাকিবে, যেহেতু হাতের পিঠ দ্বারা পাস করিলে উহার কোন ফলই হয়না। উচ্চগামী বা বিপরীত উপশম পাস দ্বারাও মোহ নিদ্রায় অভিভূত ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করা যায়। তাহা করিতে পাত্রের হাঁটু, কোমর, বুক বা গলদেশ হইতে পাসটি আরম্ভ করতঃ তাহার মাথা পর্য্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয় এবং পাসের শেষে হাত দুইখানাকে পূর্ব্ব কথিত নিয়মে একবার ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন পাসের গুণের বিভিন্নতাঃ—পাত্রকে সতেজ বা উৎসাহিত করিতে, কিম্বা তাহার শরীরের অংশ বিশেষকে কঠিন বা সঙ্কোচিত করিতে, অথবা তাহার কোন বেদনা বা যন্ত্রণা দূরীভূত করিতে স্পর্শযুক্ত পাস, আর তাহাকে মেস্‌মেরিক্ বা মোহ নিদ্রায় অভিভূত করিয়া প্রচুর আরাম দিতে কিম্বা তাহার সমস্ত শরীর বা উহার অংশ বিশেষকে সঞ্জীবনী শক্তি (vitalising force) দ্বারা আক্রান্ত করিতে অথবা স্পর্শযুক্ত পাস দ্বারা উৎপাদিত মোহিতাবস্থা অপসৃত করতঃ তাহার জীবনী-শক্তিকে পুনরায় স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন করিতে স্পর্শহীন পাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন উভয় পাস দ্বারাই পাত্রকে নিদ্রিত এবং প্রকৃতিস্থ করিতে পারা যায়; কিন্তু স্পর্শযুক্ত পাসের উৎপাদিত নিদ্রা অপেক্ষা স্পর্শহীন পাসের নিদ্রা বেশী গভীর ও আরামপ্রদ হয়। মোহ নিদ্রার যে সকল স্তরে পাত্রের আত্মিক শক্তি সমূহের বিকাশ হয়, সেই সকল স্তর কেবল স্পর্শহীন পাসের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম পাঠ

মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর

মেস্‌মেরিক্ বা মোহ নিদ্রার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা অবস্থা আছে। কেহ কেহ বলেন উহার স্তর ছয়টি। এই পুস্তকে পাঁচটি স্তরই স্বীকৃত এবং উহাদের লক্ষণ সকল বর্ণিত হইল।

প্রথম স্তর—উদাসীনাবস্থা (Passive Condition), দ্বিতীয় স্তর—শারীরিকাবস্থা (Physical Condition), তৃতীয় স্তর—মানসিকাবস্থা (Mental Condition), চতুর্থ স্তর—আধ্যাত্মিক বা আত্মিকাবস্থা (Spiritual or Psychical Condition), এবং পঞ্চম স্তর—উচ্চাবস্থা (Elevated Condition).

(১) উদাসীনাবস্থা :—ইহাই মোহনিদ্রার প্রথম স্তর। সম্মোহন-বিদের (mesmerist) উপস্থিতি, হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা বা সরাসরি আদেশ হইতে প্রথমে পাত্রের মনে যে সংস্কার বা ধারণা জন্মে, তাহা হইতেই ইহা উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাত্রের মনে পূর্ব্বে কোনরূপ উত্তেজনা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, রোষ প্রবণতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিলে তাহা এই অবস্থায় দমিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের সংঘটন হয়না। পরবর্ত্তী স্তর সকল ইহা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় পাত্রের মনে নিম্নোক্ত ভাব সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা—পূর্ণ মনোযোগ, কার্য্যকারকের মনের সহিত তাহার

মনের ঐক্য এবং পরবর্ত্তী স্তরে পৌছিবার আকাঙ্ক্ষা। এই অবস্থায় নিজের শরীর ও মনের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় বা অবস্থা সম্বন্ধে তাহার পুর্ণ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ :—এই স্তরে পাত্রের উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(২) **শারীরিকাবস্থা** :—এই স্তরে পাত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের স্পৃহা হ্রাস পায় এবং তাহার শরীর ও মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়। তাহার উপর নিদ্রা উৎপাদনের প্রণালী প্রযুক্ত হওয়ার পর, যেমন এই অবস্থা গাঢ় হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার নড়া-চড়ার ইচ্ছাও অধিকতর রূপে কমিয়া যাইতে থাকে এবং সে ক্রমে মেস্‌মেরিক্ শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। যদিও মনোবৃত্তি সমূহের উপর তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে, তথাপি তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়।

এই স্তরে পাত্রের শরীর স্বতঃই সম্মোহনবিদের আকর্ষণী শক্তির বশীভূত হয়। যদিও সে নড়া-চড়া করিতে অক্ষম, তথাপি তাহার চৈতন্য পূর্ণ মাত্রায় সজাগ থাকে। এই অবস্থায় পাস দ্বারা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শক্ত বা শিথিল করিয়া দেওয়া যায়। যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সে ইচ্ছা মাত্র নাড়া-চাড়া করিতে সমর্থ (যেমন হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি) উহারা কার্য্যকারকের আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। এই স্তরে সে সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার ঘটে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক বিষয়ের অন্তর্গত। যদিও কাহারও মন আয়ত্ত করা অপেক্ষা স্থূলতঃ এই সকল ব্যাপার জটিল বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহাকে শারীরিক পরীক্ষা দ্বারা অভিভূত করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। যে সকল ব্যক্তি এই স্তরে বেশ সংবেদনার

পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কার্য্যকারকের যথা সাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছায়না।

লক্ষণ :—স্বাভাবিক নিদ্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, এই স্তরের প্রথমে পাত্রের ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে পাত্র উদাসীন থাকে এবং তাহাকে বাহ্যতঃ নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইলেও তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সে চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় বা অবস্থা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। তাহার চক্ষু বন্ধ বা খোলা থাকিতে পারে; বন্ধ থাকিলে পাতার ভিতরেও উহারা চঞ্চল থাকে। তখন তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা সে সঠিক রূপ বর্ণনা করিতে পারে। এই অবস্থা আর একটু গভীর হইয়াই পাতলা মেস্‌মেরিক্‌ নিদ্রায় পরিণত হয়। তখন তাহাকে সম্মোহনবিৎ বা অপর কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিবার পূর্ব্বে জাগিয়া যায়, (তখনও তাহার চক্ষু বন্ধ বা খোলা থাকিতে পারে) কিম্বা সে উহাতে চম্‌কিয়া উঠিয়া শরীরটি অধিকতর আরাম জনক ভাবে স্থাপন করতঃ পুনরায় ঘুমাইবার চেষ্টা পায়। বোধ হয় ইহাতে তাহার শান্তি ভঙ্গ হয় বলিয়াই যেন সে একটু বিরক্ত হইয়া অনিচ্ছুক ভাবে ও আলস্য জড়িত কণ্ঠে জবাব দিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থা নয়; কেবল অস্পষ্ট চৈতন্য বিদ্যমানতার নির্দ্দেশক মাত্র। যদি এখন তাহার উপর কোন পরীক্ষা করা যায় এবং তাহার ফল উক্তরূপ হয়, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে হইবে যে, তাহার আত্ম সংযমের ক্ষমতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) **মানসিকাবস্থা** :—এই স্তরে উপনীত পাত্রের যে কেবল সমস্ত শরীর কার্য্যকারকের বশতাপন্ন হয়, তাহা নয়, তাহার মনোবৃত্তি সকলও

তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পাত্রের মন সম্মোহন শক্তি মানিয়া লয় এবং তাহার চৈতন্যও সম্মোহনবিদের সংজ্ঞার বশবর্ত্তী হয়। সম্মোহনবিদের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইলে, সে যাহা চিন্তা করে, পাত্রের মনেও সেই ভাবই উদয় হয়, অধিকন্তু পাত্র ঐ ভাবকে স্বীয় মনের অভিব্যক্তি বলিয়া ধারণা করতঃ তাহা দ্বারাই অপ্রতিহত ভাবে চালিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই সম্মোহনবিদের ইচ্ছা বা আদেশে নানারূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থা আরও গাঢ় হইলে পর, বাহিরের গোলমাল, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি আর পাত্রের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ ইত্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহার ক্রিয়া আপাততঃ স্থগিদ থাকে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সজ্ঞান কর্ম্ম-শক্তি লোপ পায় এবং পাত্র কার্য্যকারকের উপস্থিতি সম্বন্ধেই সজ্ঞান থাকে। ইহাতে পাত্র এরূপ সংবেশু হয় যে, সম্মোহনবিৎ তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করে, সে বিনা আপত্তিতে ক্রীড়া পুত্তলীর ন্যায় তাহাই করিয়া থাকে। এখন তাহার স্বেচ্ছাকৃত যাবতীয় কর্ম্ম দমিত হইয়া থাকে এবং তাহার কল্পনাকে আদেশ দ্বারা বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। এই স্তরে কার্য্যকারক ইচ্ছামাত্র তাহার মনে যে কোন প্রকার মায়া ও ভ্রম সৃষ্টি এবং তাহার বহু প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে। সম্মোহন ক্রীড়াতে যে অবস্থায় মোহিত পাত্রগণ মায়া ও ভ্রমের অধীন হয় বর্ত্তমান অবস্থা তাহার সদৃশ।

লক্ষণঃ—এই স্তরে পাত্রের আত্ম সংযমের ক্ষমতা যাহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা লোপ পায় এবং সে ক্রমশঃ সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়ে। এখন

তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গোলমাল, শব্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকেনা এবং সম্মোহনবিৎ ব্যতীত অপর কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করে না। তাহার চক্ষুর চঞ্চলতা দূর হইয়া যায়, এবং উহারা সম্পূর্ণরূপে স্থির ভাব ধারণ করে এবং নিদ্রা গভীরতর হইলে স্পর্শ দ্বারাও আর বিচলিত হয়না। এখন আর কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারেনা; কিন্তু যদি দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ গোলমাল করা যায়, তবে সে অস্থির হইয়া উঠিতে পারে; তথাপি তাহার ভাব-গতিকে উপরোক্ত অবস্থাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি তাহার হাত বা পা খাপছাড়া ভাবে রাখা যায়, তবে উহা সেই ভাবেই অবস্থিত থাকে। যদি তাহাকে কোন প্রশ্ন করা যায়, তবে সে প্রথম উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করে এবং পরে যেন সম্মোহন শক্তি প্রভাবে বাধ্য হইয়াই কতকটা অচৈতন্য ভাবে যা-কিছু-একটা উত্তর দেয়; এবং পরক্ষণেই নিদ্রা মগ্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থা গভীরতর হইলে সে কার্য্যকারকের স্বেচ্ছাকৃত প্রশ্ন ব্যতীত অপর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। যদি তখন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে সে নিশ্চল ও নিরুত্তর থাকে; কিন্তু উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে অস্পষ্টভাবে কয়েকটি দুর্ব্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বোধ হয়, যেন সে এখনও সন্তোষ জনক উত্তর দিবার অবস্থায় উপনীত হয় নাই, সুতরাং কি উত্তর দিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই লক্ষণটি তাহার গভীরতর মোহ নিদ্রায় পৌছিবার ক্ষমতা সূচক। তৎপরে পাত্রের নিদ্রা আরও গভীর হইলে সে যে অবস্থায় উপনীত হয়, উহাকে কেহ কেহ "অচেতন চৈতন্যাবস্থা (unconscious consciousness) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় পাত্র

স্পষ্টতঃ চৈতন্যের সহিত পরিষ্কাররূপে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এবং জাগরণের পর তাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। এই স্তরের শেষ সীমায় পৌঁছিলে পাত্রের শরীর অসার হইয়া যায়, সুতরাং তখন সে কোনরূপ বেদনা বা উত্তেজনা অনুভব করিতে পারে না। যদি তখন তাহার শরীরে কাঁটা বা সূচ বিদ্ধ করা যায়, কিম্বা চিমটি কাটা যায়, অথবা চীৎকার ইত্যাদি করা যায়, তথাপি তাহার একটুও শান্তি ভঙ্গ হয়না; সে এমন স্থিরভাবে নিদ্রা মগ্ন থাকে যেন কিছুই ঘটে নাই। ইহাই তাহার মানসিক স্তরে উপস্থিতির নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

(৪) আধ্যাত্মিক বা আত্মিকাবস্থা :—পূর্ব্বোক্ত মানসিকাবস্থা হইতে নীরব, শান্ত, গভীর বা মোহ নিদ্রাকারে এই অবস্থা প্রকাশ পায়। পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরে সম্মোহনবিৎ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত আদেশ দ্বারা পাত্রকে যে কোন কার্য্যের জন্য বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু এই স্তরে তাহার সেরূপ করার কোন ক্ষমতা থাকে না। এই অবস্থায় পাত্রের লুক্কায়িত আত্মিক শক্তি ও মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ হয় এবং সে আর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যকারকের আদেশ পালনে বাধ্য থাকে না।

এই স্তর উৎপাদনের নিমিত্ত সম্মোহনবিৎ পাত্রের প্রতি সহানুভাবী হইয়া ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ও পাস প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সাহায্য করিবে; কখনও জোর জবরদস্তি করিয়া ইহাতে আনিবার চেষ্টা পাইবেনা। তাহা করিলে সে উহাতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইবে। সম্মোহনবিৎ এই স্তরের বিকাশ বা বর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে তাহার আত্মিক সংবেদনার উপর ন্যস্ত রাখিয়া, উক্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কথিতরূপে শক্তি ও নিয়ম-প্রণালী প্রয়োগ করিবে,

যদি তাহার উপযুক্ত পরিমাণে সংবেদনা থাকে, তবে সে নিশ্চয় এই স্তরে উপনীত হইবে, অন্যথায় হইবে না। সুতরাং সকল পাত্র ইহাতে পৌঁছে না। এই স্তরে উপনীত পাত্রের আত্মিক শক্তি সকল—দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, চিন্তা-পঠন, অন্তর্দ্দৃষ্টি (intro-vision) পূর্ব্বদৃষ্টি (prevision) ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়া থাকে ; এবং পাত্র উহাদের দ্বারা সম্মোহনবিৎকে তাহার চর্চ্চা বা অনুসন্ধানে সিদ্ধির উপযোগী পন্থা নির্দ্দেশ করতঃ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে এবং বিশেষ কোন রোগ চিকিৎসার সময়ও, যে প্রণালীতে কার্য্য করিলে তাহা সত্বর নিরাময় হইবে, সে সম্বন্ধেও মূল্যবান উপদেশ দিয়া সহায়তা করিতে পারে।

লক্ষণ ঃ—এই স্তরের লক্ষণ সকল অপেক্ষাকৃত জটিল। তন্মধ্যে প্রধান লক্ষণগুলি এই ঃ—

(ক) যখন পাত্র মানসিকাবস্থা হইতে বর্ত্তমান স্তরে পৌঁছে, তখন তাহার মাথা পূর্ব্বের ন্যায় হাঁটুর দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উঠা-নামা করিতে থাকে—শ্বাস গ্রহণের সময় উপরের দিকে উঠে, আর শ্বাস ত্যাগের সময় নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তখন তাহার মাংস-পেশীগুলির কোন কর্ত্তৃত্ব না থাকাতে তাহার মাথা হঠাৎ বুক বা হাঁটুর উপর পড়িয়াও যাইতে পারে। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস যাহা পূর্ব্বে কষ্টের সহিত বহিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা এখন শান্ত ভাব ধারণ করে।

(খ) পাত্রের শরীর যেন এক রকমের সংকোচন ও প্রসারণের কার্য্য দ্বারা খুব সত্বরতার সহিত সম্পূর্ণ শিথিল ও দৃঢ় হইতে থাকে। উহা যত শীঘ্র শিথিল হয়, তত শীঘ্রই আবার দৃঢ় ভাব ধারণ করে। চক্ষু-গোলক

দুইটি উল্‌টিয়া গিয়া অদৃশ্য হয় এবং কেবল উহাদের সাদা অংশই দেখা যায়। এই অবস্থায় তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে।

(গ) সম্মোহনবিৎ নিজের হাত পাত্রের মুদিত চক্ষুর সামনে আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক চালনা করিলে পাত্রের মাথা উহার গতি অনুসরণ করিয়া থাকে। কারণ এখন তাহার আত্মিক ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যোপযোগী ভাবে সজাগ হইয়া উঠে বলিয়া সে, উহাদের সাহায্যে সূক্ষ্মতর উপায়ে বস্তু বা বিষয় সকল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কার্য্যকারককে দেখিতে পাইতেছে কিনা, তবে সে তাহাতে স্পষ্টরূপে সম্মতি সূচক জবাব দিয়া থাকে। এখন তাহাকে যে কোন প্রশ্ন করিলে সে অনায়াসে উহার উত্তর দিতে পারে।

(৫) **উচ্চাবস্থা**ঃ—পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাই গভীরতর হইয়া এই অন্তিম স্তরে পরিণত হয়। এই স্তর কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যে সকল পাত্রের আত্মিক সংবেদনা অত্যন্ত অধিক, তাহাদের মধ্যে যাহারা এই স্তরে পৌঁছিবার আন্তরিক অভিলাষী, তাহাদের কেহ কেহ কদাচিৎ এই স্তরে উপনীত হইয়া থাকে। সম্মোহনবিৎ স্বীয় শক্তি বা কৌশল দ্বারা কখনও কোন পাত্রকে এই স্তরে আনয়ন করিতে পারেনা, ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়া থাকে। এই স্তর স্ফূরণের নিমিত্ত কার্য্যকারক পাত্রকে গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত রাখা ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারেনা। ইহাতে পাত্রের অভ্যন্তরীণ জাগরণ হয়, এবং তাহার অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তি ও বৃত্তি সমূহ পূর্ণ মাত্রায় স্ফূরিত হইয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর রহস্যময় নানা প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সকল সংঘটন করিয়া থাকে।

এই অবস্থা খুব অল্প দৃষ্ট হইলেও এবং ইহার বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পাত্রের আত্মিক সংবেদনার উপর ন্যস্ত থাকিলেও কার্য্যকারক উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহাকে এই স্তরে পৌঁছাইবার নিমিত্ত যথা নিয়মে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেনা। যদি তাহার চেষ্টা বিফল হয় কোন ক্ষতি নাই; আর যদি সফল হয়, তবে সে তাহার উপদেশ দ্বারা জীবনে বহু বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিলে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লক্ষণ ঃ—পূর্ব্বোক্ত স্তরে পাত্রের যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলিই বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখন পাত্র যে কোন বিষয়ে অসাধারণ প্রাঞ্জলতার সহিত কথা কহিতে পারে এবং মনের ভাবগুলি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায়ই তাহার দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, দিব্যানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি শক্তি সমূহ চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং তাহার নিকট হইতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সকল আশা করা যায়। এখন তাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে যথার্থ উত্তর দিতে পারে এবং নানা বিষয়ের গুহ্য তত্ত্বাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পাঠ

মেস্‌মেরাইজ করা সম্বন্ধে প্রাথমিক উপদেশ

পাত্র উদাসীনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার উপর হিপ্নোটিজমের ন্যায় কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা করিবে। যদি সে উহাদের দ্বারা অভিভূত হয়, তবে তাহাকে তখন দ্বিতীয় স্তর বা শারীরিকাবস্থায় উপস্থিত বলিয়া মনে করিবে। এই অবস্থায় পাত্র কেবল ক্ষণকালের জন্য আংশিকরূপে সম্মোহন শক্তির বশতাপন্ন হয়, সুতরাং ইহা পূর্ণ সম্মোহনের অবস্থা নয়। শারীরিক পরীক্ষা গুলির দ্বারা পাত্র উত্তমরূপে বশীভূত হওয়ার পর, অষ্টম পাঠের উপদেশানুসারে তাহার মোহ নিদ্রা উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে। যখন সে এই নিদ্রার তৃতীয় স্তরে পৌছিয়াছে, তখন তাহার মনে নিজের ইচ্ছা মত হিপ্নোটিজমের ন্যায় নানা প্রকার ভ্রম ও মায়া উৎপাদন করিবে। তৎপরে তাহাকে আত্মিকাবস্থায় আনয়নের চেষ্টা পাইবে। কিন্তু ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত সংবেদনার অভাবে অধিকাংশ পাত্রই এই অবস্থায় পৌছিতে পারে না। অধিকন্তু পাত্র সংবেদ্য হইলেও সম্মোহনবিৎ স্বীয় শক্তি বলে, তাহাকে এই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে না। সে এই স্তরের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে তাহার আত্মিক সংবেদনার উপর ন্যস্ত রাখিয়া গভীরতর মোহ নিদ্রা উৎপাদন দ্বারা তাহাকে কেবল সাহায্য করিতে পারে মাত্র। এই শ্রেণীর পাত্রদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেবল তাহাদের মধ্যেই কোন কোন ব্যক্তি চতুর্থ স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পঞ্চম স্তর বা উচ্চাবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। ইহার বিকাশ অত্যন্ত বিরল।

সপ্তম পাঠ

পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় মেস্‌মেরাইজ করণ

পাত্রকে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে হিপ্নোটিজমের ন্যায় তাহার উপর কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা করিয়া লইবে। শারীরিক পরীক্ষা না করিয়াও তাহাকে হিপ্নোটিক্ বা মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করা যায় ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাকে এই পরীক্ষাগুলি দ্বারা অভিভূত করিয়া লইলে, মেস্‌মেরিক্ শক্তির প্রতি তাহার সংবেদনা বৃদ্ধি পায় এবং সে সহজে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। পাত্র প্রথম স্তর বা উদাসীনাবস্থায় উপনীত হওয়ার পর, এই পরীক্ষা গুলি সম্পাদনের চেষ্টা পাইবে, অন্যথায় উহাতে বিশেষ সাফল্য লাভ হইবেনা। মেস্‌মেরিক্ পাত্রের উপরে এই পরীক্ষাগুলি করিতে হিপ্নোটিজমের ন্যায় তাহাকে বেশী মৌখিক আদেশ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। মেস্‌মেরিক্ শক্তি দ্বারা পাত্রের যে প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত বা অভিভূত করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার উপর ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাস প্রদান এবং তৎসঙ্গে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একাগ্র মনে মানসিক এবং মৌখিক আদেশ দিতে হয়।

প্রথম পরীক্ষা—পাত্রের চক্ষু জুড়িয়া দেওয়া

প্রথমে পাত্রের চক্ষু বন্ধের পরীক্ষাটি করিবে। তজ্জন্য তাহাকে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার নাসিকা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিবে। সে তাহা করিলে

পর, তাহার চোখ জুড়িয়া যাউক বলিয়া খুব একাগ্র মনে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে এবং তৎসঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি এক একবার নাসা-মূলের নীচের দিকে টিপিয়া দিবে। তৎপরে তাহার মুদিত চোখের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাঝে মাঝে দুই একবার অল্প জোরে চক্ষু দুইটি টিপিয়া দিবে ও সেই সঙ্গে মানসিক আদেশ দিবে। এরূপে কয়েকবার পাস ও আদেশ দেওয়ার পর, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, সে চোখ খুলিতে পারে কি না? যদি পাত্র সংবেদ্য হয়, তবে তাহার চক্ষু দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া থাকিবে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় চেয়ারে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার নাসিকা-মূলে সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে বলিবে। তৎপরে তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রমনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, সে আর মুখ বন্ধ করিতে পারিবে না। দুই-এক মিনিট এরূপ করার পর, আকর্ষণী স্পর্শ অপসারণ পূর্ব্বক দুই হাত দ্বারা তাহার দুই চুয়ালের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস দিবে। কয়েকবার এরূপ করিলেই সে আর মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয় পরীক্ষা—পাত্রের হাত শক্ত করিয়া দেওয়া

পাত্রকে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার একখানা হাত (বাহু মূল হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) খুব শক্ত করিতে বলিবে। তৎপরে

তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, তাহার হাতখানা 'কঠিন হইয়া থাক্' বলিয়া দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে। এখন আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিয়া ঐ হাতের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস দিলেই উহা কঠিন হইয়া থাকিবে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহা বাঁকাইতে বা গুটাইতে পারিবেনা।

চতুর্থ পরীক্ষা—দাঁড়াইতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে চেয়ারে বসাইয়া তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক খুব দৃঢ় ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে যে, তাহার সমস্ত শরীর চেয়ারের সঙ্গে দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে আর কিছুতেই উঠিতে পারিবে না। তৎপর আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিয়া উভয় হাত দ্বারা তাহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত এবং তাহার কোমরের চারিপার্শ্বে কয়েকটি পাস দিবে। সেই সময় একাগ্রতা ও বিশ্বাসের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, মেস্‌মেরিক্ শক্তি তাহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত স্থানকে চেয়ারের সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন রূপে জুড়িয়া দিতেছে এবং সে আর ঐ আসন হইতে উঠিতে পারিবে না। দুই-তিন মিনিট উক্তরূপ পাস ও ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিলেই, সে আর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবে না।

পঞ্চম পরীক্ষা—পাত্রকে হাত খুলিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে চেয়ারে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে (হিপ্নোটিজমের তৃতীয়

শারীরিক পরীক্ষার ন্যায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটি দৃঢ় মুষ্টি করিতে বলিবে। তাহা করা হইলে, তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে যে, তাহার হাত দুইখানা পরস্পরের সহিত অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে আর উহাদিগকে খুলিতে পারিবে না। তৎপর দুই হাত দ্বারা পাত্রের উভয় বাহু মূল হইতে আরম্ভ করিয়া হাতের মুঠ পর্য্যন্ত স্পর্শযুক্ত পাস দিবে। এইরূপ কয়েকবার পাস ও মানসিক আদেশ দিলেই তাহার হাত দুইখানা দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে সমর্থ হইবে না।

এই রকমের কয়েকটি পরীক্ষায় পাত্রকে অভিভূত করার পর, তাহার সংবেদনা বাড়াইবার জন্য তাহার উপর নিম্নোক্ত রূপ আরও দুই একটি পরীক্ষা করিবে। যেমন তাহার (নিজের) হাত ঘুরাণ, নাচা, চলন ইত্যাদি কার্য্যের গতিরোধ করণ। কার্য্যকারক নিজের বুদ্ধি বলেও এই রকমে নানারূপ কার্য্য পরীক্ষা রূপে গ্রহণ করতঃ তাহার উপর সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে পারে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা—হাত ঘুরাণ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার নাসা মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন করিবে এবং তাহাকে তাহার উভয় হাতের নিম্নার্দ্ধ (উভয় হাতের কনুইর নীচ হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ) পেটের সম্মুখে পাশাপাশি ও অসংযুক্ত ভাবে স্থাপন করতঃ উহাদের একটিকে অপরটির চারি পাশে খুব তাড়াতাড়ি গোলাকারে ঘুরাইতে বলিবে। যখন

সে তাহা করিতে থাকিবে, তখন দৃঢ় ভাবে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে যে, সে আর তাহার হাত ঘুরাণ বন্ধ করিতে পারিবে না। কয়েক মিনিট এরূপ করিলেই সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহা বন্ধ করিতে পারিবে না।

পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করণ

এই সকল শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত পাত্রের আক্রান্ত স্থানে ঊর্দ্ধগামী পাশ, ফুঁ ও তৎসঙ্গে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক বা মৌখিক আদেশ দিলেই সে প্রকৃতিস্থ বা স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টম পাঠ

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

[মিঃ র‍্যাণ্ডেলের প্রণালী]

প্রথম নিয়মঃ—যে সকল ব্যক্তি কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষায় উত্তমরূপে অভিভূত হইয়াছে, মেস্‌মেরাইজ্‌ বা মোহনিদ্রা উৎপাদনের জন্য তাহাদের মধ্যে এক জনকে পাত্র মনোনীত করিবে। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে একটি নীরব ও নির্জ্জন স্থান পছন্দ করিয়া লইবে। যে স্থানে বাহিরের গোলমাল পৌঁছায় তাহা মোহ নিদ্রা উৎপাদনের কখনও উপযোগী নয়। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে মনোনীত পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা ইজি বা সাধারণ চেয়ারে বসাইবে এবং তাহাকে সাধ্যমত শরীরটি শিথিল করতঃ শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারে খুব শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বলিবে। সে সম্মোহিত হইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্রও হইবে না, কিম্বা আদৌ মোহিত হইবে কি না সে বিষয়েও উদ্বিগ্ন হইবে না। উক্তরূপে পাত্র উদাসীন ভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাহার মাথাটি সম্মুখের দিকে একটু নোয়াইয়া রাখিবে (উপবিষ্টাবস্থায় ঘুম পাইলে মাথাটি যেরূপ সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেরূপ) এবং তাহার হাত দুইখানা দুই হাঁটুর উপর চিৎ ভাবে এবং পা দুইখানা জোড়া করিয়া স্থাপন করিবে। যদি কার্য্যকারক উপবিষ্টাবস্থায় থাকিয়া তাহাকে নিদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে পাত্রের সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া নিজের একটি হাঁটু

পাত্রের দুই হাঁটুর মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক দুই হাত দ্বারা পাত্রের হাত দুইখানা একটু সময় ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে হাত দুইখানা ছাড়িয়া দিয়া আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন করিবে এবং বাম হাতখানা পাত্রের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপিত রাখিবে। তৎপরে সে খুব স্থির ও প্রখর দৃষ্টিতে এক মিনিট বা যে পর্য্যন্ত তাহার সহিত পাত্রের ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ না করিবে, ততক্ষণ তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তৎপরে পাত্রকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিবে এবং আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিবে। এখন পাত্রের মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত স্পর্শহীন নিম্নগামী পাস দিবে। এক এক মিনিটে ৪।৫টি হিসাবে পাস দিবে। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক পাসের শেষে ও প্রারম্ভে পূর্ব্ব কথিত প্রণালীতে হাত দুইখানা ঝাড়িয়া ফেলিবে। খুব সতর্ক ভাবে এইরূপে ১২।১৩টি পাস দেওয়ার পর কিম্বা যখন ক্লান্তি বোধ হইবে, তখন পর্য্যায়ক্রমে উপশম ও দীর্ঘ পাস প্রদান করিবে, অর্থাৎ একটি উপশম পাস দিয়া পরে একটি দীর্ঘ পাস এবং তৎপরে আবার উপশম ও দীর্ঘ পাস দিবে। এরূপ করিতে করিতে যখন তাহার তন্দ্রার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন তাহার মুখমণ্ডলের উপর ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাস দিবে।

উক্তরূপে মিনিট দশেক পাস দিবার পর, যখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্রের মাথা ক্রমেই অধিকতররূপে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং উহাদের আর পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে না, তখন তাহা মোহ নিদ্রার প্রাথমিক লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে এবং তখন অধিক উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার মাথা প্রায় হাঁটুর উপর ঝুঁকিয়া না পড়িবে, ততক্ষণ উক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিতে

থাকিবে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ পাস দ্বারা পাত্রের সমস্ত শরীরে আকর্ষণী শক্তি বণ্টন করিয়া দিলে, নিদ্রার লক্ষণগুলি তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইবে। যখন তাহার মাথা উক্তাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার ঘাড়ের গ্রন্থিতে আস্তে আস্তে ফুঁ দিবে এবং মাথার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের উপর দিয়া উহার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পাস দ্বারা উক্ত শক্তি সঞ্চালন করিয়া দিলে সে শীঘ্র নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

এই অবস্থায় উপনীত পাত্রকে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য এই নিদ্রা লঘু বা গভীর উভয় রূপই হইতে পারে। উহা কিরূপ গভীর হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লইবে। কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইতে যেমন প্রথম তাহাকে আস্তে আস্তে নাড়িয়া পরে জোরে ধাক্কা দিতে হয়, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ করিবে। যদি উহাতে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং তাহার ঘুম না ভাঙ্গে, তবে তাহার গভীর মেস্‌মেরিক বা মোহ নিদ্রা হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করিবে।

একজন লোককে সম্পূর্ণরূপে মোহনিদ্রাচ্ছন্ন করিতে যে সময় লাগে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহার সংবেদনার উপর নির্ভর করে। তবে অধিকাংশ স্থলে ২০ মিনিট সময়ই যথেষ্ট; কোন কোন ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অল্প সময়েও পাত্রকে মোহ নিদ্রায় অভিভূত করা যায়। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন পাত্র মোহিত না হয়, তবে আর সে দিন তাহার উপর অধিক চেষ্টা করিবেনা; পরে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে এই নিয়মে পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিবার চেষ্টা পাইবে।

এই নিয়ম বা অপর কোন প্রণালী দ্বারা কোন পাত্র একবার মোহিত হইলে পরবর্ত্তী বৈঠকগুলি (sittings) মোহ নিদ্রার গভীরতা উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। একবার যে পাত্র মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়, পরে তাহাকে সম্মোহিত করিতে কোন কষ্টই বোধ হয় না। তখন কেবল ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ ও কয়েকটি পাস দিলেই সে মোহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নিয়ম

[মিঃ র‍্যাণ্ডেলের প্রণালী]

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত হইয়াছে, তাহাকে পাত্র মনোনীত করিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইবে। সে এই অবস্থায় তাহার শরীরটি যথাসম্ভব শিথিল করতঃ সম্মোহনবিদের কার্য্য প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করিবে। কার্য্যকারক এখন পাত্রের মাথা ও কাঁধ দুইটি একটু সামনের দিকে নোয়াইয়া রাখিবে এবং তাঁহার হাত দুইখানা শিথিলভাবে তাহার দুই পার্শ্বে (কতকটা সামনের দিকে আনিয়া) স্থাপন করিবে। তাহাকে এই ভাবে দাঁড় করাইলে তাহার মাংসপেশী গুলির কাঠিন্য দূর হইবে এবং সে উদাসীন ভাব প্রাপ্ত হইবে। এখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ হাত পাত্রের পিঠের মধ্যস্থলে রাখিয়া এবং বাম হাত দ্বারা আল্‌গাভাবে পাত্রের নাসিকা-মূল আবৃত করিয়া ঐ হাতের অপরাংশ তাহার কপালের উপর স্থাপন করিবে। পাত্রের দুই পায়ের পাতা জোড়া হইয়া থাকিবে, আর কার্য্যকারক নিজের বাম পায়ের পাতা (উহাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া) উহাদের সহিত এবং তাহার বাম হাঁটু পায়ের হাঁটুদ্বয়ের সহিত স্পর্শযুক্তভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সে পাত্রের সহিত সকল প্রকার সম্ভবনীয় উপায়ে

স্পর্শযুক্তভাবে অবস্থান করিবে। এই অবস্থায় কয়েক মিনিট অবস্থান করণান্তর ডান হাত দ্বারা পাত্রের ঘাড়ের গ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া পিঠের উপর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্পর্শহীন ভাবে ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাস দিবে এবং বাম হাত দ্বারা মাঝে মাঝে তাহার কপাল, চক্ষু ও গাল অর্থাৎ মুখমণ্ডলের উপর এক একটি পাস দিবে। তারপর হাঁটুর স্পর্শ অপসারিত করিয়া তাহার মস্তকের পশ্চাতার্দ্ধের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্য্যন্ত একটি নিঃশ্বাস ফেলিবে।

যে পর্য্যন্ত পাত্রের চক্ষুর পাতা আংশিক ভাবে অবনত বা বন্ধ হইয়া তাহার শরীরে ঈষৎ কম্পন আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যকারক উক্ত প্রণালী প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তৎপরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্ব্বক "ঘুম" বলিয়া তাহাকে চোখ বুজিতে আদেশ করিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার শরীরে উক্ত কম্পন বর্দ্ধিত না হয়, এবং তাহার ফলে সে সমতা হারাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে পুনরায় পাস দিতে থাকিবে। এই নিয়মটি প্রয়োগ করিবার সময় কার্য্যকারক অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে যে, যদি পাত্রের পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবে। তখন সে নিজের হাত দুইখানা পাত্রের পিঠের উপর স্থাপন করিলে সে স্থির হইবে। তৎপরে তাহার পিঠের উপর দুই হাত দ্বারা পুনরায় পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, পাত্র তাহার হাতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পিছনের দিকে পড়িয়া যাউক। এরূপ করিলে সে গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সম্মোহনবিদের বাহুর উপর পড়িয়া যাইবে।

কার্য্যকারক এখন তাহাকে ঘরের মেঝেতে বা বিছানার উপর চিৎভাবে শোওয়াইবে। তৎপরে তাহার শরীরের উপর দীর্ঘ পাস দিবে এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহার নাসা-মূল চাপিয়া ধরিয়া "ঘুমাও", "খুব ঘুমাও" ইত্যাদি বলিবে। ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার নিদ্রা খুব গভীর হইবে। পরে পরীক্ষা দ্বারা তাহার নিদ্রার গভীরতা স্থির করিয়া লইবে।

যদি এই নিদ্রা পূর্ণ হয়, তবে পাত্র সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে এবং সে কার্য্যকারকের ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, সে কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, যদি তাহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি কোনরূপে তাহার শান্তি ভঙ্গ না করে, তবে সে দুই হইতে আট ঘণ্টার মধ্যে, অথবা রাত্রিতে সে যতক্ষণ ঘুমায়, ততক্ষণ পরে স্বতঃই জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

তৃতীয় নিয়ম

[মিঃ র‍্যাণ্ডেলের প্রণালী]

এক সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত অর্থাৎ মেস্‌মেরাইজ করিতে এই প্রণালীটি বিশেষ কার্য্যকর হইবে। পাত্রদিগকে এক শ্রেণীতে সারিবদ্ধ ভাবে চেয়ারে বসাইবে এবং সেই চেয়ারগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে এরূপ স্থান রাখিবে, যেন সুবিধাজনকভাবে তাহাদিগকে পাস দেওয়া যায়। প্রত্যেক পাত্র তাহার পার্শ্বস্থ অপর ব্যক্তির সহিত হাঁটু দ্বারা স্পর্শযুক্তভাবে অবস্থান করিবে; ইহাতে তাহাদের আকর্ষণী শক্তি

সমতা প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ একটা জিনিষের মত হইবে। তাহাদের মাথাগুলি সামনের দিকে নোয়াইয়া রাখিবে এবং হাতগুলি তাহাদের হাঁটুর উপর স্থাপন করিবে। যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে এবং স্থানটি খুব নীরব হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে মনোযোগের সহিত স্বীয় স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে বলিবে। সম্মোহন-বিৎ তাহাদিগকে সেই সময়ে বুঝাইয়া বলিবে যে, যখন তাহাদের চোখ বুজিবার ইচ্ছা হইবে, তখন যেন তাহারা বল পূর্ব্বক উহাদিগকে খোলা রাখিবার চেষ্টা না পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ফেলে। এখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে, মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে উপশম পাস দিবে এবং পশ্চাদ্দিকে যাইয়া মাথার পিছন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পিঠের উপর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পাস দিবে। একবার কি দুইবার এরূপ করিবে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের প্রত্যেকের নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ সংযোগ করিবে।

উক্তরূপে পাস দিবার সময় তাহাদের মাথা সামনের দিকে আরও বেশী নুইয়া পড়ে কি না, কার্য্যকারক সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাহাদের মধ্যে যাহার এরূপ ভাব দৃষ্ট হইবে, কার্য্যকারক তাহার নিকট যাইয়া ডান হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্ব্বক অপর আঙ্গুলগুলি তাহার মাথার উপর রাখিবে। সে উক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মোলায়েমভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত নাসা-মূলের নীচের দিকে চাপ দিবে এবং তাহাকে চোখ বুজিতে আদেশ করিবে। তৎপরে আরও একটি দৃঢ় চাপ দিয়া বলিবে, "ঘুমাও" এবং সেই সময়

তাহার মাথা উঠাইয়া চেয়ারের হেলান দিবার কাষ্ঠ খণ্ডের উপর স্থাপন করিবে এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলি যাহা তাহার মাথার উপর স্থাপিত ছিল, উহাদিগকে অপসারিত করিয়া তাহার মুখমণ্ডলের উপর ক্ষুদ্র পাস দিবে। বলা বাহুল্য যে, তখন উক্ত আকর্ষণী স্পর্শ অপসৃত হইবে।

সকল পাত্রের উপরই এই প্রণালী প্রয়োগ করিবে, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক সংবেদ্য অগ্রে তাহাদিগকেই মনোনীত করতঃ ইহা প্রয়োগ করিবে। যাহাদের কেবল চক্ষু বন্ধ ও ঘুমের ভাব হইবে, তাহাদের উপর আরও কতকগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাখিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি হয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, অথবা তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিবে। তৎপরে যাহারা সংবেদ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আরও গভীররূপে নিদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা এক এক করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের উপর দৃঢ় সংকল্পের সহিত তাড়াতাড়ি বা সতেজভাবে পাস দিতে থাকিবে। তৎপরে সম্মোহনবিৎ প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মোক্ত পরীক্ষা পাত্রের শরীরের শিথিল বা আলগা ভাব অথবা চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব দ্বারা উক্ত নিদ্রার গভীরতার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ নিয়ম

(কাপ্তান জেম্‌স্‌এর প্রণালী)

সম্মোহনবিৎ পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা ইজি চেয়ারে বসাইবে বা বিছানায় শোওয়াইবে। এখন সে পাত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

বা বসিয়া দুই হাতের আঙ্গুলগুলি প্রসারণ করতঃ পাত্রের মাথার উপর স্থাপন করিবে। তৎপরে সে পাত্রের মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের উপর দিয়া পা পর্য্যন্ত স্পর্শহীন দীর্ঘ পাস দিবে। এইরূপ কতকগুলি পাস দেওয়ার পর, হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দ্বারা পাত্রের চক্ষু দুইটি লক্ষ্য করিবে (যেন সে, আঙ্গুলগুলি দ্বারা চোখ দুইটিকে খোঁচা দিবে, এরূপ ভাবে উহাদের মাথা চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিবে)। অনেক ক্ষেত্রে পাস অপেক্ষা ইহার কার্য্যকরী শক্তি অধিক হইয়া থাকে। প্রথম বৈঠকে ২০ মিনিট কাল এই সম্পূর্ণ প্রণালীটি প্রয়োগ করিলে পাত্রের সংবেদনানুসারে ইহা অল্লাধিক পরিমাণে ফলোৎপদান করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

যদি সম্মোহনবিৎ এরূপ বোধ করে যে, পাত্রের ঘুমের ভাব হইয়াছে, তবে সে তাহার চক্ষু বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে উক্তরূপে পাস দিবে ; আর যদি তাহার চোখের পাতার কম্পন দৃষ্ট হয়, তবে তাহার চেষ্টা নিশ্চয় সফল হইবে বলিয়া বুঝিবে।

কখন কখন পাত্রের কপালের উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে কিম্বা একখানা হাত স্থাপন করিয়া রাখিলে নিদ্রা গাঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু অপরিপক্ক কার্য্যকারক পাত্রের মাথা বা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর আকর্ষণী শক্তি একাগ্রীভূত না করিয়া পাস দ্বারাই তাহাকে নিদ্রিত করিতে চেষ্টা পাইবে। যদি ২০ মিনিটের মধ্যে তাহার নিদ্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, এই সম্পূর্ণ প্রণালীটি প্রয়োগ করিবার সময় সে, বিশেষ রকমের কোন অনুভূতি বোধ করিয়াছে কিনা ? যদি বোধ করিয়া থাকে, তবে কি উহা পাসের সময়ই অধিকতররূপে

অনুভূত হইয়াছে ?—না আঙ্গুল গুলিকে চোখের উপর বা সম্মুখে ধরিয়া রাখার সময় তাহা হইয়াছে ? এই প্রশ্ন দ্বারা সম্মোহনবিৎ তাহাকে নিদ্রিত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবগত হইতে পারিবে। যদি সে প্রথম বা পরবর্ত্তী কয়েকটি বৈঠকেও বিশেষ আশাজনক কোন ফল উৎপাদন করিতে না পারে, তথাপি নিরাশ হইবে না। মোহ নিদ্রা উৎপাদন না করিয়াও বেদনা দূরীভূত, রোগ আরোগ্য বা সমধিক পরিমাণে প্রশমিত করা যায়। অনেক পাত্র যাহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত কার্য্যকারকের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও মোহিত হয় নাই, শেষে তাহারা গভীর মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে।

পঞ্চম নিয়ম

[মিঃ জেমস্ কৌটস্ এর প্রণালী]

পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা চেয়ারে বসাইয়া সম্মোহনবিৎ তাহার সম্মুখে বা পাশে বসিবে বা দাঁড়াইবে। পাত্র তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কার্য্যকারকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে। সে চক্ষু বন্ধ না রাখিতে পারে, কিম্বা কার্য্য-কারকের চোখের দিকে তাকাইয়াও থাকিতে পারে। সম্মোহনবিৎ পূর্ব্বে তাহাকে বলিয়া রাখিবে যে, যদি তাহার অবসন্নতা, দৃষ্টি ক্ষীণতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ঘুমের ভাব ইত্যাদি অনুভূত হয়, তবে যেন সে তাহা রোধ করিবার চেষ্টা না পাইয়া সেই ভাবেই থাকে।

তৎপরে সম্মোহনবিৎ সহজভাবে ও আরামের সহিত পাত্রের হাত দুইখানা ৫।৭ মিনিটের জন্য ধরিয়া থাকিবে। পাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার

হাত দুইখানা নিজের হাঁটুদ্বয়ের উপরও রাখিতে পারে এবং কার্য্যকারক নিজের হাত দুইখানা পাত্রের হাত দুইখানার উপর অল্প জোরে চাপ দিয়াও স্থাপন করিতে পারে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের উভয়ের হাতের মধ্যে উত্তাপের স্পষ্টতঃ কোন প্রভেদ অনুভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা উক্তরূপ স্পর্শ যুক্ত ভাবে অবস্থান করিবে। সম্মোহনবিৎ এখন পাত্রের নাসিকা-মূলে স্থির ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, পাত্র মোহিত হউক এরূপ চিন্তা করিয়া ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তৎপরে সে পাত্রের হাতের উপর হইতে নিজের হাত দুইখানা আস্তে সরাইয়া লইয়া উহাদিগকে পাত্রের মাথার উপর ২।৩ মিনিটের জন্য এমন ভাবে স্থাপন করিবে যেন, দক্ষিণ ও বাম তালুর গভীর স্থান দ্বয় যথাক্রমে পাত্রের কপালের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব দ্বয় আবৃত করে এবং উভয় হাতের আঙ্গুল-গুলি মাথার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে নিপতিত হয় এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দুইটি নাসিকা মূলে স্থাপিত হয়। কার্য্যকারক পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্বে হাত দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলে ঐ স্থানের ধমণীর ভিতর দিয়া যে রক্ত মাথার দিকে সঞ্চালিত হয়, তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সম্মোহনবিৎ পাত্রের মস্তিষ্ক আরও বেশী পরিমাণে মেস্‌মেরিক্ শক্তি দ্বারা আক্রান্ত করিবার জন্য তাহার সমস্ত মাথার চারিপার্শ্বে উপরের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে) পাস দিবে। কার্য্যকারক আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার চক্ষু ও কপালের দুই পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া ধরিলে সে উক্ত শক্তি দ্বারা শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চোখের পাতাগুলির কম্পন আরম্ভ না হয়, কিম্বা উহারা ভারী বা বন্ধ হইয়া না যায়, ততক্ষণ ঐ পাস ও আঙ্গুলগুলির দ্বারা উক্তরূপে আকর্ষণী

শক্তি চালনা করিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া নিম্ন গামী পাস দ্বারা উহাদিগকে বন্ধ করিয়া দিলে, শীঘ্র ফল লাভ হয়। কার্য্যকারক এই নিয়মগুলি সর্ব্বত্র ধীরভাবে প্রয়োগ করিবে, কখনও তাড়াতাড়ি করিবে না। যখন পাত্রের উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে, তখন সম্মোহনবিৎ উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি প্রসারণ করতঃ তাহার মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় বাহুর ভিতর ও বাহিরের দিকের উপর দিয়া আঙ্গুল পর্য্যন্ত এবং তৎপর আবার কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে পাকস্থলীর মূল ও হাঁটু পর্য্যন্ত, আস্তে আস্তে স্পর্শহীন স্থানীয় ও দীর্ঘ পাস দিবে। পাত্র বাহ্যতঃ নিদ্রাভিভূত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্তমরূপ পাস দিতে থাকিবে।

যদি সম্মোহনবিৎ প্রথম চেষ্টাতে কৃতকার্য্য না হয়, তবে সে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন তাহার উপর চেষ্টা করিবে এবং পরবর্ত্তী চেষ্টাগুলি এমন ভাবে করিবে, যেন সে পূর্ব্বে কখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই। সে একবার কাহাকেও মোহিত করিতে পারিলেই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে ক্রমে সে অধিক সংখ্যক লোক মোহিত করিতে সমর্থ হইবে। সে পাত্রের নিদ্রার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়ার, তৃতীয় বৈঠক পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন পরীক্ষা করিবে না। প্রত্যেক বৈঠকে তাহাকে কিছুক্ষণ নিদ্রা উপভোগ করিতে দিয়া, আস্তে আস্তে জাগ্রত করিয়া দিবে; কখনও এই বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিবে না। কারণ তাহা করিলে, সে হয়ত একটি উত্তম পাত্রকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সে পাত্রের সম্মুখে বা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ মণ্ডলের সাম্‌নে প্রথম আস্তে আস্তে, পরে তাড়াতাড়ি স্পর্শহীন ঊর্দ্ধগামী

পাস এবং তাহার কপালের উপর আস্তে আস্ত ফুঁ দিলে পাত্র, এই সুনিদ্রা উপভোগ দ্বারা খুব বিস্ময়াবিষ্ট ও উপকৃত হইয়া জাগিয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ নিয়ম

(মিঃ কলকুহন্ এর প্রণালী)

একটি বিশেষ প্রণালীতে হস্তসঞ্চালন (manipulation) দ্বারা আকর্ষণী শক্তির চিকিৎসা (magnetic treatment) সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহারিক প্রণালী এই—উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা রোগীর শরীরের এক দিক হইতে অপর দিকে অল্প জোর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে হয়। ইহা রোগীর মাথায় উপর হইতে আরম্ভ করতঃ ক্রমাগত উহার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে পা পর্য্যন্ত লইয়া আসিতে হয়। একবার এইরূপ করা হইলে পর, হাতখানাকে রোগীর দুই পার্শ্বের বাহিরে একবার ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার উহাদিগকে মাথার উপর লইয়া গিয়া স্থাপন করিবে ; কিন্তু তাহা করিতে উভয় হাতের তালু বাহিরের দিকে ও হাতের পিঠ রোগীর দিকে রাখিয়া, তাহার দুই পার্শ্বের বাহির দিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে হাত দুই খানাকে উপরের দিকে লইয়া যাইতে হইবে ; অন্যথায় পূর্ব্ব প্রদত্ত আঘাতের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার বিপরীত ভাবে অর্থাৎ পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত উক্তরূপে আঘাত করিলে যে, উহা কেবল নিম্নগামী আঘাতের ক্রিয়া নষ্ট করে তাহা নয়, বিশেষ ভাবে উদ্দীপনীয় বা রোষ প্রবণ পাত্রদিগের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিরোধক বা হানিজনক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। যদি আমরা হাতের পিঠ দ্বারা

পাস বা আঘাত করিতে চেষ্টা পাই, তবে সম্ভবতঃ ইহা রোগী বা পাত্রের শরীরে কোন ফলই উৎপাদন করিবে না।

যদি ইহা রোগীর শরীর স্পর্শ করিয়া দেওয়া যায়, তবে উহাকে "স্পর্শ যুক্ত হস্ত সঞ্চালন" আর স্পর্শহীন ভাবে করিলে উহাকে "স্পর্শহীন হস্ত-সঞ্চালন" বলে। স্পর্শযুক্ত পাস আবার দুই প্রকার। যথা—জোর আঘাত ও মৃদু আঘাত। কঠিন স্পর্শযুক্ত হস্ত সঞ্চালন নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন এবং অত্যন্ত সার্ব্বজনীনভাবে ব্যবহৃত প্রণালী।

আমার অভিজ্ঞতায় ইহা উপলব্ধি হইয়াছে যে, স্পর্শহীন ও মৃদু স্পর্শ-যুক্ত হস্ত সঞ্চালন দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। উত্তম শ্রেণীর পাত্র এবং সংবেদ্য রোগীদিগকে অন্য কোন প্রকার চিকিৎসা করিলে, তাহাদের স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা অন্যায়রূপে উদ্রেক করিয়া থাকে। সুতরাং যদি পাসের উদ্দেশ্য নিদ্রাকর্ষণ, বেদনা উপশম ও রোগ আরোগ্য হয়, তবে ইহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

সপ্তম নিয়ম

[মিঃ ডিলুজ এর প্রণালী]

পাত্রকে একখানা চেয়ারে যথা সম্ভব আরামের সহিত বসাইয়া সম্মোহনবিৎ তাহার সম্মুখে মুখামুখি হইয়া অপেক্ষাকৃত আর একখানা উচ্চ চেয়ারে এমন ভাবে বসিবে যেন, তাহার হাঁটুদ্বয় কার্য্যকারকের হাঁটু দুইটির মধ্যে এবং কার্য্যকারকের পায়ের পাতা দুইটি পাত্রের দুই পায়ের পাতার মধ্যে স্থাপিত হয়। এখন পাত্র সম্মোহনবিদের নিকট

আত্মসমর্পণ করতঃ চিন্তাশূন্য মনে অবস্থান করিবে। পাত্র নিজের শরীরে আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া মন বিক্ষিপ্ত করিবেনা এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া মোহিত হইবার জন্য আশান্বিত ভাবে অবস্থান করিবে এবং যদি আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগের ফলে তাহার শরীরে ক্ষণিকের জন্য বেদনা জন্মায়, তথাপি সে নিরুৎসাহ বা উদ্বিগ্ন হইবেনা। এরূপে সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, কার্য্যকারক পাত্রের বাম ও দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি যথাক্রমে নিজের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যে এবং পাত্রের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজের বাম বৃদ্ধাঙ্গুলিও অনামিকার-মধ্যমার মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করিবে, যেন তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের ভিতরের দিক পাত্রের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটির ভিতরের দিকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। তৎপরে সে পাত্রের নাসা-মূলে স্থির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন করিবে। কার্য্য-কারক এইরূপ স্পর্শযুক্ত অবস্থায় দুই হইতে পাঁচ মিনিট বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটিতে সমান উত্তাপ অনুভূত না হইবে, ততক্ষণ উক্তাবস্থায় অবস্থান করিবে। তৎপরে কার্য্যকারক পাত্রের বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি ছাড়িয়া দিয়া নিজের দক্ষিণ ও বাম হাতের কব্‌জী দুইটি এমন ভাবে ঘুরাইবে, যেন তাহাদের ভিতরের দিক বাহিরের দিকে প্রকাশ পায়। পরে সে, এই হাত দুইখানা পাত্রের মাথা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উচ্চে উত্তোলন করিয়া পরে উহাদিগকে তাহার কাঁধের উপর এক মিনিটের জন্য স্থাপন করিবে। এখন উহাদের দ্বারা এই স্থান হইতে পাস আরম্ভ করিয়া স্পর্শযুক্তভাবে বাহুর উপর দিয়া আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আনিয়া শেষ করিবে (বলা বাহুল্য যে, কার্য্যকারকের দক্ষিণ ও বাম হাত যথাক্রমে পাত্রের বাম ও দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইবে, সুতরাং

কার্য্যকারককে ডান হাত দ্বারা পাত্রের বাম হাতের এবং বাম হাত দ্বারা পাত্রের ডান হাতের উপর স্পর্শযুক্ত পাস করিতে হইবে)। এইরূপে ৫।৬টি পাস দিবে এবং প্রতিবারেই পাস শেষ হওয়ার পর, হাত দুইখানা উহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের জন্য আনিতে পূর্ব্ব কথিতরূপে পাত্রের শরীরের দুই পার্শ্বের বাহির দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তৎপরে সম্মোহনবিৎ হাত দুইখানাকে একটু সময় তাহার মাথার উপর শূন্যে রাখার পর, এই স্থান হইতে আরম্ভ করতঃ তাহার মুখমণ্ডলের উপর দিয়া স্পর্শহীন ভাবে পাকস্থলীর মূলে এবং অপর আঙ্গুল গুলিকে পাঁজরের নীচে স্পর্শযুক্ত ভাবে স্থাপন করিবে। তৎপরে আবার সেখান হইতে হাত দুইখানাকে নীচের দিকে পা পর্য্যন্ত এবং অসুবিধা বোধ না করিলে, পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লইয়া আসিবে। বৈঠকের বেশী সময়ই এই প্রণালীটির পুনরাবৃত্তি করিবে। সম্মোহনবিৎ সুবিধা বোধ করিলে, মাঝে মাঝে হাত দুইখানা পাত্রের কাঁধের পিছনে স্থাপন করিবে এবং সেখান হইতে আবার আস্তে আস্তে পিঠের উপর দিয়া নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত এবং আবার সেখান হইতে উরুর উপর দিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লইয়া আসিবে। প্রথম পাসের পর পাত্রের মাথার উপর আর হাত স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। উহার পরবর্ত্তী পাসগুলি পাত্রের বাহুর উপর করা যাইতে পারে। যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে কোন ফল না হয়, অর্থাৎ পাত্র নিদ্রিত না হয়, তবে বৈঠক ক্ষান্ত করিবে এবং দুই-তিন বৈঠক পর্য্যন্ত পাত্রের উপর এই প্রণালী প্রয়োগ করিবে ; ইহার মধ্যেই সাফল্য লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

কেহ কেহ ইহাকে খুব ধীর প্রণালী বলিয়া মনে করিতে পারেন, তথাপি ইহা মেস্‌মেরাইজ্‌ করিবার পুরাতন নিয়ম গুলির একটি সুস্পষ্ট আদর্শ এবং ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। অদম্য অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা, ধীরতা ও নিয়ত শ্রমশীলতার সহিত কার্য্য করার অভ্যাস না থাকিলে কখনও উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যকারক হওয়া যায় না।

নবম পাঠ

মোহ নিদ্রায় মায়া ও ভ্রম উৎপাদন

পাত্র মেসমেরিক্ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার পর, তাহার মনে হিপ্নোটিজমের ন্যায় নানা প্রকার মায়া ও ভ্রম উৎপাদন করিবার প্রয়াস পাইবে। যখন বুঝিতে পারিবে যে, সে মোহ নিদ্রায় তৃতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছে, তখন সম্মোহনবিৎ স্বীয় মনের সহিত তাহার মনের ঐক্য বৃদ্ধি করিবার জন্য পাস ও আদেশ দ্বারা তাহার নিদ্রা আরও একটু গভীর করিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় একটু সময় থাকিতে দিবে, পরে তাহাকে চক্ষু খুলিতে বলিয়া অৰ্দ্ধ সজ্ঞানাবস্থায় আনিবে। এই অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিলে বা তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিলেই সে অৰ্দ্ধ-সজ্ঞান হইবে। তখন বাহ্য দৃষ্টিতে তাহাকে সজাগ বলিয়া বোধ করিলেও সে অৰ্দ্ধ-মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বুঝিবে। এই অবস্থায়ই কার্য্যকারক তাহার মনে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নানা প্রকার মায়া ও ভ্রম সৃষ্টি করিবে।

ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দ্বারাই মায়া সৃষ্টি করিবে; কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, তবে উহার সহিত খুব অল্প কথায় দুই-একটি মৌখিক আদেশও প্রদান করা যাইতে পারে। যে বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে মায়া জন্মাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহা অগ্রে খুব একাগ্র মনে চিন্তা করতঃ পাত্রের মনে প্রেরণ করিবে অর্থাৎ উক্ত চিন্তা বা ভাবটি তাহার মনে প্রতিফলিত হউক এরূপ ইচ্ছা করিবে। কার্য্যকারক সুবিধা মনে করিলে তজ্জন্য হিপ্নোটিজমের প্রণালীও অবলম্বন করিতে পারে। এক টুক্রা গোলাকার পিস্‌বোর্ড, মোটা কাগজ বা একটা গাছের পাতা লইয়া

উহাকে লুচি বলিয়া একটু সময় চিন্তা করিয়া, পরে ইহা পাত্রের হাতে দিয়া বলিবে—"এই দেখ, একখানা সুস্বাদু লুচি! এই লুচিখানা খাইয়া ফেল!" কিম্বা তাহার সামনে একখানা লাঠি বা একগাছা দড়ি ফেলিয়া রাখিয়া উহাকে সাপ বলিয়া একটু চিন্তা করার পর বলিবে—এই দেখ, তোমার সম্মুখে মস্ত একটা সাপ পড়িয়া রহিয়াছে!" অথবা তাহার দাঁতের বেদনা হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিয়া নিজের হাত দ্বারা তাহার গালের কোন এক স্থানে টিপিয়া দিয়া বলিবে—"তোমার এই স্থানের দাঁত গুলিতে বড় বেদনা হয়েছে,—তোমার বড় যন্ত্রণা বোধ হচ্চে!" ইত্যাদি। এই রূপ ইচ্ছামাত্র তাহার মনে যে কোন প্রকার মায়া সৃষ্টি করিতে পারা যায়। উৎপাদিত মায়াটি তাহার মন হইতে বিদূরিত করিতে একাগ্রমনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে উহা দূরীভূত হউক। আবশ্যক হইলে তৎসঙ্গে "সেরে গেছে—সব সেরে গেছে" বলিয়া মৌখিক আদেশও দেওয়া যায়। তৎপরে তাহার মনে ভ্রম সৃষ্টি করিবে। তজ্জন্য তাহাকে কয়েকটি পাস দ্বারা আরও গভীর নিদ্রায় অভিভূত করণান্তর এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিতে দিবে। ইহাতে তাহার মনের সহিত পাত্রের মনের ঐক্য আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহার মন সহজেই কার্য্যকারকের মানসিক আদেশের সাড়া দিবে। এইক্ষণ তাহাকে চক্ষু খুলিতে বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধ সজ্ঞানাবস্থায় আনয়ন করিবে। তৎপরে যে ভ্রমটি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা খুব একাগ্রমনে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মনে প্রেরণ করিবে। যদি কার্য্যকারক তাহাকে বাঁদর নাচ দেখাইতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজের মনে ঐরূপ একটি চিত্র কল্পনা করিয়া তাহার মনে উহা প্রেরণ করিবে এবং তৎসঙ্গে তাহাকে নিম্নোক্ত

রূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে—তুমি কি "তোমার সাম্‌নে যে কয়েকটা বাঁদর নাচিতেছে, তাহা তুমি কি দেখিতে পাইতেছ ?" যদি সে সম্মতি-সূচক উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করে, তবে তাহার সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিবে—"এই দেখ বড় বাঁদরটা, এই দেখ বাঁদরীটা ; আর ঐ যে উহাদের বাঁচ্চাগুলি !" দেখত, উহারা কেমন তালে তালে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে ?" ইত্যাদি। যদি সে তাহাকে মেঘ গর্জ্জন শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে মেঘাবৃত আকাশ ও মেঘ গর্জ্জনের একটি চিত্র স্বীয় মনের মধ্যে আঁকিয়া উহা তাহার মনে প্রেরণ করিবে এবং উক্তরূপ দুই একটি মৌখিক আদেশ দ্বারা ঐ ভাব তাহার মনে সুস্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিবে এবং তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তি জাগাইবে।

এই অবস্থায় সম্মোহনবিৎ পাত্রের অজ্ঞাতসারে নিজের মুখে মিষ্ট টক্, ঝাল, তেঁতো ইত্যাদি কোন রসের আস্বাদন করিলে, কিম্বা নিজের শরীরের কোন স্থানে চিম্‌টি কাটিলে বা সূচ বিঁধাইলে পাত্র স্বীয় জিহ্বাতে সেই স্বাদ বা তাহার শরীরের সেই স্থানে উক্ত আঘাত জনিত যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারে। এখন তাহার মস্তকের উপর বা উহার পশ্চাতে (তাহাকে না দেখাইয়া) কোন জিনিষ ধরিলেও সে উহার নাম বলিয়া দিতে পারে। পাত্র খুব সংবেদ্য না হইলে এবং গভীর নিদ্রাগত হইয়া সম্মোহনবিদের মনের সহিত তাহার মনের দৃঢ় ঐক্য স্থাপিত না হইলে, এই শ্রেণীর পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য লাভ হয় না।

পাত্রের মনে কয়েকটি ভ্রম জন্মাইবার পর, তাহাকে পুনরায় নিদ্রিত করিবে এবং কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি উর্দ্ধগামী পাস ও কপালের উপর ঠাণ্ডা বাতাস বা ফুঁ দিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে।

দশম পাঠ

পাত্রের আত্মিক শক্তি বিকাশ করণ

মোহিত ব্যক্তির আত্মিক শক্তি সমূহ বিকাশ করিতে সম্মোহনবিৎ হিপ্নোটিজমের প্রণালী অবলম্বন না করিয়া মেস্‌মেরিজমের সাহায্য গ্রহণ করিবে। কারণ হিপ্নোটিক্‌ নিদ্রাপেক্ষা মেস্‌মেরিক্‌ মোহ নিদ্রা স্বভাবতঃ গাঢ়তর হয় বলিয়া উহাতে পাত্রের বাহ্যজ্ঞান (objective consciousness) সমধিক পরিমাণে লোপ পায় এবং তাহার অন্তর চৈতন্য (subjective consciousness) সজাগ হইয়া উঠে। এই অন্তর চৈতন্য হইতেই মানব মনের নানা শক্তির বিকাশ হয়। মেস্‌মেরি-জমের চতুর্থ স্তর, যাহা আত্মিকাবস্থা বলিয়া খ্যাত, হিপ্নোটিজমের প্রণালীতে কথনও তাহা উৎপাদন করা যায় না।

যে সকল ব্যক্তির আত্মিক সংবেদনা অধিক, তাহাদের মধ্য হইতে একটি (পুরুষ বা স্ত্রী) পাত্র লইয়া তাহার শক্তি বিকাশের চেষ্টা পাইবে। যে সংবেদ্য নয়, তাহার উপর চেষ্টা করা বৃথা। মনোনীত পাত্রের বয়স ১৫ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে হইবে এবং সে স্বাস্থ্যবান ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট এবং তাহার নৈতিক চরিত্র উন্নত হইবে। ১৫ বৎসরের কম এবং ২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে কথন কথন এই সকল শক্তি বিকাশ করিতে পারা গেলেও, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত কাল। কেহ কেহ বলেন, পুরুষ পাত্রগণের আত্মিক শক্তি লাভ হইলে তাহারা তদ্বারা বৈজ্ঞানিক ও বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সমাধানের বেশী উপযুক্ত

হয়, আর স্ত্রী পাত্রিগণ উহা দ্বারা প্রত্যাদেশ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধেই অধিক যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই মত অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়না। কারণ পাত্রিগণের দ্বারাও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও বিষয়-কর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাত্র সংগ্রহ হইলে পর কার্য্যকারক তাহাকে এইরূপ বলিবে, "আমি এখন তোমার আত্মিক শক্তি—চিন্তা-পঠন, দিব্যদৃষ্টি ইত্যাদি বিকাশের জন্য তোমাকে গভীরতর মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত করণান্তর নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আমার কোন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর, তোমার মনে প্রথম যে ভাবটি উদয় হইবে, বা তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাহা প্রথম দেখিতে বা বুঝিতে পাইবে, তুমি তাহাই করিবে বা উত্তর স্বরূপ আমাকে বলিবে। যদি তুমি তাহা না করিয়া অন্য কিছু বল বা কর, তবে তাহা ভুল হইবে এবং আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে।" এরূপ উপদেশ দেওয়ার পর, তাহাকে মেস্‌মেরাইজ করতঃ তৃতীয় স্তরে আনয়ন করিবে। যখন সে উক্তাবস্থায় আসিয়া নানা প্রকার মায়া ও ভ্রমের অধীন হইয়াছে, তখন তাহাকে ৪র্থ স্তরে পৌঁছাইবার প্রয়াস পাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই স্তরের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পাত্রের আত্মিক ক্ষমতার (psychic ability) উপর নির্ভর করে বলিয়া, কার্য্যকারক স্বীয় শক্তি দ্বারা কোন পাত্রকেই এই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে না—কেবল গভীর নিদ্রা উৎপাদন করতঃ তাহার সাহায্য করিতে পারে মাত্র। সুতরাং সে উপযুক্ত পরিমাণে পাস, আকর্ষণী স্পর্শ, মোহিনী দৃষ্টি ও ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পাত্রের নিদ্রা তাহার

সাধ্য মত গভীর করিতে প্রয়াস পাইবে। কিছুক্ষণ উহাদিগকে প্রয়োগ করার পর, যখন উক্ত স্তরের লক্ষণগুলির দুই-একটি প্রকাশ পাইতে থাকিবে, তখন সে আরও বেশী উৎসাহের সহিত, সম্পূর্ণ লক্ষণগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা করিবে। পরে যখন সে ঐ স্তরে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন তাহাকে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কাল ঐ ভাবে রাখিয়া আস্তে আস্তে জাগ্রত করিয়া দিবে; এই অবস্থা হইতে কখনও তাহাকে তাড়াতাড়ি জাগাইবার চেষ্টা করিবেনা। কারণ এই সময় তাহার চক্ষুর মণি উল্‌টা ভাবে (উল্‌টিয়া গিয়া) কপালের নীচে অবস্থিত থাকে বলিয়া, উহাদের স্বাভাবিকাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে একটু সময়ের আবশ্যক হয়।

এই স্তরে উপনীত পাত্রকে দুই-তিন বৈঠক পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষা করিবেনা; তৎপরিবর্ত্তে প্রতি বৈঠকেই কিছুক্ষণ তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতঃ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে। তাহাতে এই অবস্থার সহিত সে সুপরিচিত হইবে এবং কার্য্যকারকের মনের সহিত তাহার মনের ঐক্য ও খুব বৃদ্ধি পাইবে। আর তাড়াতাড়ি ফল লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় বৈঠকেই কোন পরীক্ষা করার চেষ্টা পাইলে যদি সে উহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, তবে তাহার সহিত সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব এই ক্ষেত্রে সম্মোহনবিদকে খুব ধীরতা ও সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে হইবে।

চতুর্থ বৈঠকে পাত্র এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর, তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে নিম্নোক্তরূপ দুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে—"তুমি কি এখন বেশ ভাল বোধ

করিতেছ ?" কিম্বা, "তুমি কি আমার কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আমাকে কোন উপদেশ দিবার অবস্থায় পৌছিয়াছ ?" অথবা, "তুমি কি এখন চিন্তা-পঠন বা দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধীয় কোন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আছ ?" এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি তাহার উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, তবে উহাদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা তাহার শান্তি ভঙ্গ করিবে না। কারণ তাহাতে সে বিরক্ত হইতে পারে। আর যদি সে আদৌ কোন উত্তর না দেয়, তবে সে তখনও গভীর মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন হয় নাই বলিয়া বুঝিবে। সুতরাং তখন তাহাকে আরও কয়েকটি পাস দিবে এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রশ্ন করিবে। অনেক সময় পাত্র কার্য্যকারকের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে, যে প্রণালীতে কার্য্য করিলে তাহার নিদ্রা গাঢ়তর বা তাহার শক্তি বিকশিত হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া থাকে। কার্য্যকারক পাত্রের নিকট হইতে ঐরূপ কোন উপদেশ পাইলে, সে অবশ্য তদনুযায়ী কার্য্য করিবে ; তাহাতে সে সহজে সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে। পাত্র উক্ত প্রশ্নগুলির সম্মতি সূচক জবাব দিবার পর, প্রথম তাহার উপর চিন্তা-পঠন বিষয়ক পরীক্ষার চেষ্টা পাইবে।

পাত্রের চিন্তা-পঠন শক্তি বিকাশ করণ

এই বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সম্মোহনবিৎ পাত্রকে বলিয়া রাখিবে যে, সে (নিজে) ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন একটি সংখ্যা চিন্তা করিবে এবং তাহাকে (পাত্রকে) তাহা বলিয়া দিতে হইবে। তৎপরে সে নিজের ইচ্ছামত কোন একটি সংখ্যার চিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া এরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, ঐ সংখ্যার চিত্রটি

পাত্রের নাসা-মূলের মধ্য দিয়া তাহার মনে প্রবেশ করুক। এই সঙ্গে তাহার কপালের উপর ও উহার উভয় পার্শ্বে হাতখানা একবার আস্তে চালনা করিবে ও মনে করিবে যে, এই পাস দ্বারা তাহার মনে প্রেরিত চিন্তাটির প্রবেশের সাহায্য হইতেছে। এই সময় কার্য্যকারক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইবেনা; অন্যথায় পরীক্ষাটি পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে। মোহিত ব্যক্তি ঐ সংখ্যাটি বলিতে পারিলে, এই রকমের আরও কয়েকটি পরীক্ষা করিবে। পাত্র এই পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হওয়ার পর, কার্য্যকারক অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়,—দুই বা তিন সংখ্যার একটি রাশির চিত্র লইয়া পরীক্ষা করিবে এবং যখন সে তাহাও বলিতে পারিবে, তখন কার্য্যকারক একটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য বা কোন পুস্তকের অংশ বিশেষও পরীক্ষার জন্য মনোনীত করিতে পারে। পাত্র এই শেষোক্ত পরীক্ষা গুলিতেও কৃতকার্য্য হইলে, তখন সে নানা বিষয়ের জটিল চিন্তা সকলও বলিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

তৎপরে সম্মোহনবিৎ ঘরের কোন একটা জিনিষ মনোনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় চিন্তা-শক্তি (thought-power) দ্বারা পাত্রকে চালনা করতঃ তাহা বাহির করিবার চেষ্টা পাইবে। এই পরীক্ষায় সে পাত্র হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক চিন্তা প্রেরণ করিবে, আর পাত্র মোহ নিদ্রার অবস্থাতেই ঐ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া মনোনীত বস্তুটি বাহির করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে, পাত্র মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন থাকিলেও সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক মনোনীত বস্তুটি অনায়াসে বাহির করিয়া দিতে পারিবে। কার্য্যকারক চিন্তা প্রেরণের পর, যখন পাত্র তাহার চিন্তানুযায়ী পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে (কার্য্যকারক) মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইবে না;

যদি তখন তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, তবে পাত্র চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে, এবং পুনরায় উহার ঠিক ভাবে প্রেরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর পরীক্ষার পূর্ব্বেও কথিত নিয়মে পাত্রের কপালের উপর পাস দিতে হয়।

পাত্রের দিব্যদৃষ্টির বিকাশ করণ

সম্মোহনবিৎ পাত্রের চিন্তা-পঠন শক্তির সন্তোষজনক প্রমাণ পাইবার পর, তাহার দিব্যদৃষ্টি বিকাশের প্রয়াস পাইবে এবং তজ্জন্য সে উক্ত প্রণালীই অবলম্বন করিবে। কিন্তু চিন্তা-পঠনের পরীক্ষার সময় যেমন সে স্বীয় চিন্তা দ্বারা পাত্রকে চালিত করিয়াছে, দিব্যদৃষ্টি বিকাশ করিতে কদাপি তাহা করিবে না। চিন্তা-পঠনে পাত্র কার্য্যকারক বা অপরের মনের ভাব তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় গ্রহণ করতঃ উহা প্রকাশ বা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, আর দিব্যদৃষ্টিতে সে জড় দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে নিকট বা দূরের বস্তু বা ঘটনা মনশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। অতএব চিন্তা-পঠনে সে যন্ত্রের ন্যায় পরাধীন, আর দিব্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই ক্ষেত্রে কার্য্যকারক তাহার কাছে জিজ্ঞাসু মাত্র। চিন্তা-পঠন পরীক্ষার সময় কার্য্যকারক চিন্তাযুক্ত মনে রহিয়াছিল, এখন তাহাকে তদ্বিপরীত ভাবে অর্থাৎ ভাবনা-শূন্য মনে (with a blank mind) অবস্থান করিতে হইবে; অন্যথায় সে পাত্রের নিকট হইতে যথার্থ সংবাদ অবগত হইতে পারিবে না। কারণ সে যদি পাত্রকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের মনের মত একটি উত্তর পাইবার জন্য আশান্বিত থাকে, তবে তাহার সেই মনোভাব বা চিন্তা

মানসিক আদেশের ন্যায় তাহার (পাত্রের) মনে প্রবেশ করিবে এবং সে (পাত্র) সম্মোহন বিজ্ঞানের বিধি অনুসারে তাহাই বলিতে বাধ্য হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কার্য্যকারক নিজের হাতে একটা টাকা রাখিয়া পাত্রকে এরূপ জিজ্ঞাসা করে, "বলত আমার হাতে কি রহিয়াছে ?" এবং পাত্র উহার উত্তরে "টাকাই" বলিবে এরূপ চিন্তা করে, তবে সে তাহাই বলিতে বাধ্য হইবে। অতএব কার্য্যকারক তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সম্পূর্ণ শূন্য মনে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবে ; যদি সে উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে, তবে সে স্বীয় আত্মাববোধ (intuition) হইতে যাহা উত্তর দিবে, তাহা ঠিক হইবে। সুতরাং কার্য্যকারক এই সময় তাহাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা সর্ব্বোতোভাবে প্রশ্নবোধক হইবে ; কখনও আদেশাত্মক কোন ভাব উহাতে থাকিবে না। সময় সময় দক্ষ সম্মোহনবিদগণেরও প্রশ্নের এই দোষে আত্মিকাবস্থায় উপনীত পাত্রের প্রদত্ত উত্তরও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

পাত্র খুব গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার পর কার্য্যকারক তাহার মুখমণ্ডলের উপর কয়েকটি পাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"তুমি কি এখন (তোমার চক্ষু বন্ধ অবস্থায়) আমাকে দেখিতে পাইতেছ ?" কিম্বা "আমার হাতে কি আছে, তাহা কি তুমি বলিতে পার ?" যদি সে সম্মতি সূচক উত্তর দেয়, তবে তাহার উপর নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইবে। আর যদি সে উত্তর না দেয়, বা অস্বীকার করে, তবে তাহার নিদ্রা আরও গভীর করতঃ আবার ঐ প্রশ্ন করিবে। পাত্রের নিদ্রা যখনই গভীর হইতে গভীরতর করিবার

আবশ্যক হইবে, তখনই "ঘুম—গভীর নিদ্রা—গাঢ় নিদ্রা" এইরূপ দুই-একবার মৌখিক আদেশ এবং তৎসঙ্গে পাস দিবে। তৎপরে তাহার সম্মতি সূচক উত্তর পাওয়ার পর, কার্য্যকারক একখানা হাত নিজের মাথা, গলা, বুক, কাঁধ বা অন্য কোন স্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"বলত, আমার হাত খানা এখন কোথায় রহিয়াছে?" যদি সে ঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার উপর এই মত আরও কতকগুলি পরীক্ষা করিবে। এরূপ অভ্যাস দ্বারা তাহার শক্তি আরও স্ফূরিত হইলে, কার্য্যকারক ঐ ঘরের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন কিম্বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন প্রকার চালনা করিলে, সে তাহা বলিয়া দিতে পারিবে। এখন কাহার ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে?" সেই স্থানে কয়জন লোক উপস্থিত আছে? কোন্ ব্যক্তির নিকট কি কি জিনিষ রহিয়াছে? উপস্থিত ব্যক্তিদের পোষাক-পরিচ্ছদ কিরূপ? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবে। যখন সে এই সকল প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিবে, তখন তাহার শক্তির বেশ স্ফূরণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। এখন সে পাশের ঘরে বা বাড়ীতে কিম্বা রাস্তার উপর কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহাও যথার্থরূপে বলিয়া দিতে পারিবে। তৎপরে সে দূর—দূরান্তরের বস্তু, বিষয় বা ঘটনাও সবিস্তারে ঠিকরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে। স্থানের দূরত্ব বা মধ্যবর্ত্তী পদার্থ সকলের বিদ্যমানতা বা অবস্থিতি, আর তখন তাহার শক্তির বাধা জন্মাইতে পারিবে না। তখন কার্য্যকারক তাহাকে ভূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সহজ সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে।

যে সকল পাত্রের আত্মিক সংবেদনা অত্যন্ত অধিক, তাহাদের কেহ কেহ চতুর্থ স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পঞ্চম স্তর বা উচ্চাবস্থায়

উপনীত হইয়া থাকে। অবশ্যই এরূপ পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। এই অবস্থায় পাত্রের আত্মিক শক্তি সকল পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠে এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সে জটিল রোগাদির প্রকৃত কারণ নির্ণয়, ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব অবগত, বা তাহার জীবনের ঘটনাবলীর রহস্য পরিজ্ঞাত এবং বিশেষ কোন বস্তু, বিষয় বা ঘটনার অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে। উক্তাবস্থায় কার্য্যকারক নিজের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বা স্বীয় শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে, তাহার নিকট হইতে যথার্থ মূল্যবান উপদেশ লাভ করিতে পারে। যে সকল পাত্র একবার এই অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাদের কাহার কাহারও এই শক্তি স্থায়ীরূপে লাভ হইয়া থাকে। তখন সে কোন কার্য্যকারকের সাহায্য ভিন্ন, কেবল নিজের ইচ্ছাশক্তি বলেই উহাকে জাগ্রত করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারে।

কার্য্যকারক সম্মোহন বিজ্ঞানের এই উচ্চতর শাখায় সাফল্য লাভের অভিলাষী হইলে, তাহাকে পাত্রের আত্মিক শক্তি এবং স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থাবান হইয়া চর্চ্চা বা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। সে সংকল্পশীলতা, অধ্যবসায় ও ধীরতার সহিত উপযুক্ত বিচার-বুদ্ধি লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং তৎকালে সন্দেহ, বিরক্তি ও ভয় পরিত্যাগ করিবে। তাহার ন্যায় পাত্রও স্বীয় শক্তি সমূহের প্রতি দৃঢ় আস্থাবান থাকিবে এবং মোহ নিদ্রার সাহায্যে যে উহারা স্ফূরিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিবে এবং তদ্ব্যতীত শক্তি বিকাশের জন্য তাহার আন্তরিক

আগ্রহ এবং যত্নও থাকা চাই। কার্য্যকারক দুই-চার দিনের চেষ্টাতেই কাহার চিন্তা-পঠন বা দিব্যদৃষ্টি বিকাশের আশা করিবে না; যেহেতু কোন কোন স্থলে সাফল্য লাভ করিতে ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৈঠক দিতে হয়। প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈঠক দিবে এবং বিশেষ কোন অন্তরায় না ঘটিলে কোন দিন উহা বন্ধ রাখিবে না। যদি সে ক্রমাগত দুই-তিন মাসের চেষ্টাতেও কোন একটি পাত্রের এই শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ হয়, তথাপি তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। কারণ সে পাত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় সময় সময় এমন মূল্যবান উপদেশ লাভ করিতে পারিবে, যাহা অপর কোন লোকের নিকট হইতেই পাইবার আশা নাই। আত্মিক শক্তি বিকাশের জন্য যাহাকে পাত্র মনোনীত করিবে, তাহাকে সাধারণ পাত্রের ন্যায় হিপ্নোটাইজ্ বা মেস্মেরাইজ্ করিয়া (অর্থাৎ তাহার মনে মায়া ও ভ্রমাদি উৎপাদন করিয়া) কখনও কোন খেলা দেখাইবে না, কারণ তাহাতে তাহার সূক্ষ্ম আত্মিক সংবেদনা নষ্ট হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

একাদশ পাঠ

মোহ নিদ্রা দূরীভূত করণ

কার্য্যকারক সম্মোহন করিবার বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে মোহিত পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার উপায় গুলিও সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে। যেহেতু তৎসম্বন্ধে তাহার ভাল রূপ জ্ঞান না থাকিলে, সে কাহাকেও মোহিত করণান্তর পুনরায় স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন করিতে পারিবে না এবং তাহাতে সে নিশ্চয় ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িবে। মোহিতাবস্থায় পাত্রের মন অতিশয় সংবেদ্য এবং কার্য্যকারকের মনের সহিত তাহার মনের খুব ঐক্য স্থাপিত হয় বলিয়া, তাহার (কার্য্য কারকের) মনে কোন উত্তেজনা পূর্ণ চিন্তা থাকিলে তাহা পাত্রের মনে (telepathically) প্রবেশ করিয়া তাহাকে আরও বেশী উত্তেজিত করিয়া থাকে এবং তাহাতে সময় সময় "ক্রস্-মেস্‌মেরিজম্" বা "ক্রস্-ম্যাগ্নেটিজম্" (Cross-Mesmerism or Cross-Magnetism) নামক একটা অপ্রীতিকর অবস্থা উৎপাদিত হইতে পারে। মোহিত ব্যক্তি এই অবস্থায় পৌঁছিলে তাহাকে জাগ্রত করা খুব কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কেবল তাহাই নয়, উহা হইতে মোহিত ব্যক্তির শরীর এবং মনের অনেক প্রকার অনিষ্টও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মোহিত ব্যক্তিকে কার্য্যকারক ভিন্ন অপর কোন লোক স্পর্শ করিলেও উক্ত

বিসদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব কার্য্যকারক নিজের মোহিত পাত্রকে কখনও অপর কোন লোকের দ্বারা স্পর্শিত হইতে দিবে না।

মোহ নিদ্রা অপসারণ অর্থাৎ পাত্রকে জাগ্রত করিবার জন্য নিম্নে যে কয়েকটি প্রণালী প্রদত্ত হইল, কার্য্যকারক উহাদের সাহায্যে যে কোন স্তরে উপনীত পাত্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হইবে।

(১) মোহিত ব্যক্তির শরীরের উপর কয়েকটি বিপরীত বা ঊর্দ্ধগামী লম্বা কিম্বা উপশম পাস প্রদান করণান্তর মাথা ও মুখমণ্ডলের উপর ফুঁ বা বাতাস দিলে, সে জাগ্রত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

(২) মোহিত ব্যক্তির মুখ মণ্ডলের উপর রুমাল বা পাখা দ্বারা তাড়াতাড়ি বাতাস-দিলে, ঐ শীতল বায়ু-প্রবাহ তাহার ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে তাহার মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া থাকে। পাত্রের কাঁধ বা পিঠের উপর জোরে (অবশ্যই সে ব্যথা না পায়) হাত চাপড়াইয়া, "জাগ, জাগ" বলিয়া আদেশ দিলেও সে প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। এই প্রণালীটি সচরাচর হিপ্নোটিক্ নিদ্রা অপসারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে পাত্রের ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া তাহার স্নায়ু মণ্ডলীতে অল্প বিস্তর আঘাত লাগে। এই প্রণালীটি খুব নির্দ্দোষ নয়।

(৩) মোহিত ব্যক্তির শরীরের উপর পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামীভাবে জোরের সহিত পাখার বাতাস দিলে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে। প্রথম বৈঠকে নিদ্রিত পাত্রকে

জাগ্রত করিতে যেরূপ সময় লাগে, পরবর্ত্তী বৈঠকে আর তত সময়ের আবশ্যক হয় না।

(৪) অধিকাংশ মোহিত পাত্রের মুখমণ্ডল বা মাথার উপর ফুঁ বা বাতাস দিলে তাহারা জাগ্রত হইয়া থাকে। যদি কোন পাত্র চোখ খুলিতে অসমর্থ হয়, তবে কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ ও বাম বৃদ্ধাঙ্গুল দুইটি পাত্রের নাসা-মূলে স্থাপন করতঃ, উহাদের দ্বারা যথাক্রমে পাত্রের বাম ও দক্ষিণ ভ্রূর উপর অল্প জোরে অথচ তাড়াতাড়ি ঘর্ষণ করিতে করিতে উহাদিগকে বিপরীতাভিমুখে, উক্ত ভ্রূদ্বয়ের সীমান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। কয়েকবার এইরূপ পাস করার পর, তাহার মুখমণ্ডল বা মাথার উপর ফুঁ বা বাতাস দিলে পাত্র প্রকৃতিস্থ হইবে।

(৫) উপরোক্ত দুই-তিনটি নিয়ম প্রয়োগ করার পরেও পাত্র প্রকৃতিস্থ না হইলে, তখন আর তাহার উপর অন্য কোন নিয়ম প্রয়োগের প্রয়াস পাইবেনা। কার্য্যকারক তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, সে এখন জাগ্রত হইতে ইচ্ছুক কি না? যদি জাগিতে না চায়, তবে কখন জাগিবে? যদি সে দুই-তিন ঘণ্টা বা ততোধিক সময় পরে জাগিবে বলিয়া প্রকাশ করে, তবে সে নিশ্চয় কথিত সময়ে নিজেই জাগিয়া উঠিবে বলিয়া কার্য্যকারক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

মোহিত পাত্র সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যকারক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না; কিম্বা তাহাকে পূর্ব্ব কথিত কারণে অপর কোন লোক দ্বারা স্পর্শিত হইতেও দিবে না।

সে নিজে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মোহিত হইলে, উক্তাবস্থায় তাহার নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহারের আশা করে, সে তাহার পাত্রের সঙ্গে সর্ব্বদা ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে। সে পাত্রের সঙ্গে সর্ব্বদা উক্তরূপ ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ ভয় বা বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকিবে না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পাঠ

আত্মিক চিকিৎসা

(Psychic Healing)

মনঃশক্তি বলে রোগ চিকিৎসা করাকে ইংরাজীতে "সাইকিক্ হিলিং" (Psychic Healing) বলে। বাঙ্গলায় ইহাকে "আত্মিক চিকিৎসা" বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা 'হিপ্নোটিক্' 'মেস্‌মেরিক্' বা 'ম্যাগ্নেটিক্ হিলিং' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'সাজেস্‌টিভ্-থেরাপিউটিকস্' (Suggestive Therapeutics), 'সাইকো-থেরাপিউটিকস্' (Psycho-Therapeutics) 'ম্যাগ্নেটিক্ হিলিং' (Magnetic Healing), 'বিশ্বাস-আরোগ্য' (Faith Cure) ইত্যাদি প্রণালীর চিকিৎসা ইহারই অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত "আধ্যাত্মিক চিকিৎসা" (Spiritual Healing) নামক এক প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারাও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহারা নামে বিভিন্ন হইলেও প্রায় একই রকমের চিকিৎসা।

আত্মিক চিকিৎসা প্রধানতঃ দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার—রোগীকে সম্মোহিত বা মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া; অন্য প্রকার—তাহাকে মোহিত না করিয়া—তাহাকে কেবল উদাসীনাবস্থায় passive state) আনয়ন করিয়া। এই উভয় প্রণালীতেই রোগীকে রোগারোগ্যের উপযোগী ইচ্ছা শক্তিপূর্ণ মৌখিক বা মানসিক আদেশ প্রদান এবং তাহার পীড়িত স্থানে পাস দিতে হয়; আর রোগ চরিত্র গত বা মানসিক হইলে কেবল উপযুক্ত মৌখিক বা মানসিক আদেশ দিতে হয়। সম্মোহনবিৎ এই প্রণালীতে কোন রোগ চিকিৎসা করিতে, রোগী বা তাহার আত্মীয়ের নিকট হইতে রোগোৎপত্তির বিবরণ সম্যক্‌-রূপে অবগত হইয়া, উপযুক্ত আদেশের সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে উহার মূল কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবে। রোগ মানসিক হইলে কোন আত্মীয় অপেক্ষা রোগী নিজেই উহার কারণ সঠিকরূপে বর্ণনা করিতে পারিবে। সময় সময় কোন কোন রোগী স্বাভাবিক বা জাগ্রদবস্থায় রোগোৎপত্তির এক রূপ বিবরণ দিয়া, মোহিতাবস্থায় আবার উহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইতিহাস প্রদান করে; এরূপ স্থলে কার্য্যকারক তাহার মোহিতাবস্থায় প্রদত্ত বর্ণনার উপরই অধিক নির্ভরশীল হইয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাকে সর্ব্বদা রোগের গুরুত্ব বুঝিয়াও কার্য্য করিতে হইবে। রোগ কঠিন হইলে তাহা আরোগ্য করিতে প্রায়ই বেশী দিন চিকিৎসার আবশ্যক হইয়া থাকে। রোগী সংবেদ্য হইলে সময় সময় অনেক কঠিন রোগও ৪।৫টা বৈঠকেই আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসককে (healer) খুব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে হয়। যে সকল সম্মোহনবিৎ আত্ম ক্ষমতার প্রতি দৃঢ় আস্থাবান ও প্রখর

ইচ্ছাশক্তিশালী এবং অবিচলিত সঙ্কল্প, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ, কেবল তাহারাই এই প্রণালীর চিকিৎসায় সমধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব শিক্ষার্থী এই শাখায় পারদর্শিতা লাভের অভিলাষী হইলে, তাহাকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে এই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রথম নিয়ম

রোগীকে সাধারণ নিয়মে মোহিত করিবে। যখন সে নিদ্রাভিভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন কার্য্যকারক দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহার পীড়িত স্থানের উপর পাস দিবে, কিম্বা উহা আস্তে আস্তে মলিয়া দিবে এবং তৎসঙ্গে দৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে রোগারোগ্যের উপযোগী আদেশ দিবে। রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রতিদিন বা একদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দুই বার বা একবাব করিয়া বৈঠক (sitting) দিবে। সম্মোহন আদেশের প্রতি রোগীর উপযুক্ত সংবেদনা থাকিলে, অতি অল্প সংখ্যক বৈঠকেও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায়।

দ্বিতীয় নিয়ম

রোগীকে একখানা আরাম কেদারায় বসাইয়া বা বিছানায় শোওয়াইয়া, সাধ্য মত তাহার শরীর শিথিল করিতে বলিবে। তৎপরে তাহাকে দৃঢ়রূপে চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ১০।১২ মিনিট কাল ঘুমের বিষয় ভাবিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে তাহার ঘুম হউক, আর না হউক, যখন ঐ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহার পীড়িত স্থানের উপর পাস দিবে, অথবা উক্ত স্থান আস্তে আস্তে মলিয়া দিবে ও

তৎসঙ্গে রোগারোগ্যের উপযোগী আদেশ প্রদান করিবে। বলা বাহুল্য যে, রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি দিন বা একদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দুই বার বা এক বার করিয়া বৈঠক দিবে। এই প্রণালীতে রোগ আরোগ্য করিতে সময় অপেক্ষাকৃত বেশী লাগে; কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রোগী মোহিতাবস্থায় আদেশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, উহা তাহার মনে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় এবং তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত আরোগ্য-শক্তি শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে। এজন্য প্রথম প্রণালীতে যে রোগ ২।৩ দিনে আরাম হইতে পারে, এই নিয়মে তাহা আরোগ্য করিতে ৮।১০ দিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও অধিক সময় লাগিতে পারে। যাহা হউক, কার্য্যকারক স্বীয় শক্তির প্রতি দৃঢ় আস্থাবান থাকিয়া যথা নিয়মে কার্য্যে রত থাকিলে, এই নিয়মেও সে কোন কোন ক্ষেত্রে, অল্প সময়ের মধ্যে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহার দুই-তিনটি বৈঠকেও কয়েক স্থলে আশাতীত রূপে সাফল্য লাভ হইয়াছে। এই প্রণালীর চিকিৎসার প্রতি রোগীর বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আত্মিক চিকিৎসার দ্বারা মানুষের প্রায় সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারা গেলেও, বিশেষ ভাবে ইহা মানসিক, স্নায়বিক ও যান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধীয় রোগেই সমধিক ফলপ্রদ। উহা দ্বারা যে সকল রোগ সর্ব্বদা আরোগ্য হয়, নিম্নে উহাদের কতকগুলির নামোল্লেখ করা গেল। যথা—পিত্তশূল, দন্তশূল, কর্ণশূল, সর্ব্বপ্রকার শরীর বেদনা, শিরঃপীড়া, কাশী, হিক্কা, হাঁপানি, মন্দাগ্নি, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতব্যাধি, অবশাঙ্গ, বধিরতা, নিদ্রাল্পতা, স্বপ্নদোষ, জ্বর, মূত্ররোগ, স্বপ্নভ্রমণ, বিকট স্বপ্নদর্শন, নিদ্রাবস্থায়-দন্ত-কড়মড়ি ও শয্যায় মূত্র ত্যাগ, হিষ্টিরিয়া, অনিয়মিত

রজঃস্রাব, বাধক-বেদনা, গর্ভাবস্থায় বমন, তোতলামি, মাদক দ্রব্য সেবন-স্পৃহা, কাম-পীড়া, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তি-হ্রাস ও সর্ব্বপ্রকার অভ্যাস দোষ ইত্যাদি।

(১) শিরঃপীড়ার চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তোমার মাথা ধরা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে,—ক্রমে ক্রমে আরও কমিতেছে,—খুব কমিতেছে এবং এখনই উহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে,—নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে।" এইরূপ ৭।৮ বার বলিয়া আবার বলিবে—"এখন তোমার মাথা ধরা সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়া গিয়াছে এবং উহা আর তোমাকে আক্রমণ করিবে না।"

একখানা সাধারণ রুমাল তিন-চার ভাঁজ করিবে; তৎপরে উহা বেদনাযুক্ত স্থানের উপর রাখিয়া, উহার উপর জোরের সহিত এমন ভাবে কয়েকটা ফু দিবে, যেন গরম শ্বাসগুলি বেদনার উপর গিয়া পৌঁছে। সমস্ত প্রকার বেদনাতে এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপকারী। ইহা সচরাচর রোগীর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(২) তোতলামির চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"তুমি কথা কহিবার সময় আর তোতলামি করিবেনা :—কথা বলিবার সময় তোমার জিহ্বায় আর কোন শব্দ বা কথা আট্‌কাইবে না,—তুমি আমাদের মত সুস্পষ্ট রূপে সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারিবে;—তুমি আমাদের মতই পরিষ্কার রূপে সকল কথা কহিতে পার; তুমি আর

কখনও তোতলামি করিবেনা,—তোমার তোতলামি সম্পূর্ণ-রূপে সারিয়া গিয়াছে।”

(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের চিকিৎসা করিতে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ করিবে। বলিবে—“আজ হইতে তোমার আর কোষ্ঠবদ্ধ হইবে না,—তুমি যাহা খাইবে, তাহা সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া যাইবে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় দুই বার বাহ্য হইয়া তোমার কোষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যাইবে; তোমার প্রত্যহ নিয়মিতরূপ দুই বার করিয়া পরিষ্কার বাহ্য হইবে।”

(৪) বাত-রোগের চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব, তখন তোমার পায়ের (শরীরের যে স্থানে বেদনা হইয়াছে, সেই স্থানের নামোল্লেখ করিয়া বলিবে) বেদনা দূর হইয়া যাইবে। তোমার পায়ের সমস্ত বেদনা নিশ্চয় বিদূরিত হইবে। প্রত্যেক বৈঠকেই তুমি অপেক্ষাকৃত সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিবে। তুমি চোখ খোলার পর তোমার শারীরিকাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন বোধ করিবে। তোমার বেদনা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

(৫) হৃদরোগের চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব, তখন তোমার হৃদযন্ত্রের সকল যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। প্রতি বৈঠকেই

তোমার যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং তোমার হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে স্পন্দনে রত থাকিবে এবং কখনও উহা অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইবে না। দিন দিন তুমি অধিক উপশম বোধ করিতে থাকিবে এবং শীঘ্রই তোমার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর হইতেই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ ও সবল হইবে।”

(৬) পক্ষাঘাতের চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব, তখন তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থতা বোধ করিবে, তোমার মাংসপেশীর বল বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার অবশাঙ্গতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যাইবে। তুমি প্রত্যেক বৈঠকেই অধিকতর সুস্থতা বোধ করিবে এবং শীঘ্রই তোমার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

(৭) পৃষ্ঠ দেশের বেদনা চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব, তখন তোমার পিঠের বেদনা অনেকটা কমিয়া যাইবে। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর খুব সুস্থতা ও সবলতা অনুভব করিবে। তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে।”

(৮) হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—“আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিবার

পর, তোমার রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। যেরূপ মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তোমার ফিট্ হয়, তোমার মনে সেরূপ উত্তেজনা আর কখনও হইবে না। কোন অবস্থায়ই তোমার মন আর উত্তেজিত হইবে না ; কোন বিষয়ই তোমার মনকে আর গভীর ভাবে আলোড়িত করিতে পারিবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর তোমার মন অত্যন্ত দৃঢ় হইবে এবং তোমার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।"

(৯) স্বপ্নদোষ রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"আজ হইতে তুমি আর স্বপ্নে কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করিবে না এবং নিদ্রাকালীন তোমার মন কামভাবে আর কখনও উত্তেজিত হইবে না। প্রতিদিনই তোমার খুব গভীর নিদ্রা হইবে এবং নিদ্রার সময় স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কোন স্বপ্ন দর্শন করিবে না ও সেই সময় তোমার বীর্য্য আর কখনও স্খলিত হইবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পরই তোমার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।"

(১০) শুচিবাই রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"আজ হইতে তুমি আর এত বেশী পরিমাণে শুচিতা সম্পন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। সংসারের অপরাপর লোক যেরূপ ভাবে কায-কর্ম্ম, চলা-ফেরা ইত্যাদি করে, তুমিও ঠিক্ তাহাদের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিবে এবং তাহারা যাহা

শুচি মনে করে, তুমিও ঠিক তাহাই শুচি জ্ঞান করিবে এবং উক্ত বিষয়ে তুমি কখনও কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিবে না। তুমি আজ হইতে আর কখনও এই হাস্যকর রোগের অধীন হইয়া থাকিবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর হইতেই শুচিতা সম্বন্ধে তোমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।”

(১১) অস্ত্রোপচারের নিমিত্ত রোগীর শরীরে বোধরহিতাবস্থা উৎপাদন করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। এই বিষয়ে উপদেশ এই যে, যে রোগীর শরীরে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইবে, সে স্বভাবতঃ সংবেদ্য হইলে তাহার শরীরে বোধরহিতাবস্থা (anaesthesia) উৎপাদন করিয়া বড় রকমের অস্ত্রোপচারও (major operation) বিনা যন্ত্রণায় সম্পন্ন হইতে পারিবে; অন্যথায় কেবল ছোট ছোট অস্ত্রোপচার (minor operation) করা যাইবে। রোগীকে সাধারণ নিয়মে মোহিত করিয়া যে স্থানে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইবে, সেই স্থানে দক্ষিণ হাত দ্বারা খুব আস্তে আস্তে পাস করিতে করিতে (অথবা পাস না করিয়া) বলিবে—“এইক্ষণ তোমার হাতের (যে স্থানে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, উহার নামোল্লেখ করিয়া বলিবে) এই স্থানের অনুভূতি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। ক্রমে ক্রমে তোমার হাত খানা অসার ও বোধশূন্য হইয়া যাইতেছে। তোমার হাতে এখন আমি একটা সূচ বিঁধাইয়া দিব, কিন্তু তুমি উহাতে একটুও বেদনা পাইবে না,—বিন্দু মাত্রও জ্বালা-যন্ত্রণা

বোধ হইবেনা; তোমার হাত খানা এখন সম্পূর্ণরূপে বোধ শূন্য হইয়া গিয়াছে।" দুই-তিন বার এইরূপ আদেশ করার পর, ঐ স্থানে প্রথম আস্তে আস্তে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিবে। যদি উহাতে তাহার যন্ত্রণা বোধ না হয়, তবে উহাকে আরও গভীর ভাবে বিঁধাইয়া দিবে। যদি ঐরূপ করাতেও তাহার যন্ত্রণা না হয়, তবে তখন উপস্থিত ডাক্তারকে অস্ত্রোপচার করিতে বলিবে। অস্ত্র করিবার সময়ও মাঝে মাঝে উক্তরূপ আদেশ দিবে। অস্ত্রোপচারের পর নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিলে, রোগী জাগ্রত হওয়ার পরেও কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করিবে না এবং তজ্জন্য তাহার মনে কোনরূপ ধাক্কা বা আঘাত (shock) লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বলিবে—"এখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দেওয়ার পর, অস্ত্রোপচার জনিত তোমার কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ হইবে না, অথবা তজ্জনিত তোমার মনে কোনরূপ ধাক্কা বা আঘাত লাগিবে না। উহাতে তোমার শরীর বা মনে বিন্দুমাত্রও মন্দ ক্রিয়া হইবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর খুব সুস্থতা ও সবলতা অনুভব করিবে এবং তোমার ঘাও খুব শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে।"

সম্মোহন নিদ্রাপেক্ষা মোহ নিদ্রাতেই বোধরহিতাবস্থা সহজে উৎপাদিত হয়। হিপ্নোটিজমের প্রণালীতে এই অবস্থা উৎপাদন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে হয়, কিন্তু মেস্‌মেরিক্ পাত্রকে তাহা দিবার আবশ্যক হয় না। সে মোহ নিদ্রার তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলেই তাহার শরীরে তখন কাঁটা বা সূচ বিঁধাইলে, কিম্বা ছোট বা বড় অস্ত্রোপচার

করিলে উহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও যন্ত্রণা বোধ হয়না। ১৮৪০ খৃঃ অঃ কলিকাতার মেসমেরিক্ হাসপাতালে এস্‌ডেইল (Esdaile) নামক একজন ডাক্তার মোহ নিদ্রার সাহায্যে এই অবস্থা উৎপাদন পূর্ব্বক বহু সংখ্যক রোগীর শরীরে ছোট বড় নানা প্রকার অস্ত্রোপচার করিয়া খুব কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং তাহাতে তদানীন্তন চিকিৎসক মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। যদি দেশের অস্ত্র চিকিৎসকগণ এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কথিত প্রণালীতে অস্ত্রোপচার করেন, তবে যে তাহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ প্রসার হইবে, তাহতে কোন সন্দেহ নাই।

(১২) প্রমেহ বা ধাতু দৌর্ব্বল্য রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—"আজ হইতে তোমার ব্যারামের উপসর্গগুলি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে। প্রতিদিনই তুমি অধিকতর সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিতে থাকিবে। তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নীরোগ হইবে।"

(১৩) পাকস্থলীর রোগ চিকিৎসা নিম্নোক্তরূপে আদেশ দিবে। বলিবে—"যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিব, তখন তোমার পাকস্থলীর গোলমাল দূর হইয়া যাইবে। আজ হইতেই তোমার হজম শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং তুমি যাহা খাইবে, তাহা সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া যাইবে; এবং প্রত্যহ দুইবার তোমার পরিষ্কার বাহ্য হইবে। তুমি এখন হইতেই বেশ ভাল বোধ করিবে। তুমি দিন দিনই অধিকতর

সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিতে থাকিবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তুমি নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ হইবে।”

(১৪) শূলবেদনা চিকিৎসা করিতে নিম্নলিখিত আদেশ দিবে। বলিবে—“তোমাকে জাগ্রত করার পরই তুমি বেশ ভাল বোধ করিবে। এখন হইতে তোমার হজম শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে। আজ হইতেই তোমার বেদনার প্রকোপ কমিতে থাকিবে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিবে। তুমি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

(১৫) নিদ্রাল্পতা রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তোমার ঘুম গভীর ও দীর্ঘ হইবে। তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৭।৮ ঘণ্টা কাল ঘুমাইবে এবং ঘুমের সময় তোমার পাকস্থলী ও মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকিবে এবং তুমি আর কোন খারাপ স্বপ্ন দেখিবেনা। দিন দিনই তোমার নিদ্রা অধিক গাঢ় ও দীর্ঘ হইবে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার এই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে—নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।”

(১৬) হিক্কার (Hiccough) চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিবে। রোগীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নাসা-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করণান্তর তাহাকে, ডান হাত খানা যথা সম্ভব জোরের

সহিত টান্ করিয়া লম্বাভাবে উপরের দিকে খাড়া করিতে বলিবে। এই অবস্থায় তাহাকে এক মিনিট কাল থাকিতে দিবে ; পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিতে বলিয়া তাহার গলার উপর (উহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত) কিঞ্চিৎ নিম্নাভিমুখী করিয়া তিনটি পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে রোগ আরোগ্য হউক বলিয়া ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে। এই সহজ প্রক্রিয়াটির দ্বারা কঠিন রকমের হিক্কাও আরোগ্য করা যাইবে।

উভয় প্রকার প্রণালীতেই চিকিৎসা করিবার কালীন রোগীকে উক্ত রূপ আদেশ দিতে হইবে ; সুতরাং একটি আদেশ উভয় প্রণালীতেই প্রয়োগ করা যাইবে। আদেশগুলিকে খুব গম্ভীর ও দৃঢ় স্বরে রোগীর মনে অঙ্কিত করিয়া দিবে। সময় সময় সরলভাবে না দিয়া ঘুরাইয়া আদেশ প্রদান করিলে, তাহা সহজে কার্য্যকর হয়। লেখাপড়ায় অমনোঃ-যোগী বালককে, কেবল "তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে আট ঘণ্টা পড়িবে" না বলিয়া যদি, "তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে আট ঘণ্টা পড়িবে—না পড়িলে তোমার শরীর ও মন ভাল লাগিবেনা"—বলা যায়, তবে তাহা অনেক সময় অধিক কার্য্যকর হইয়া থাকে। সম্মোহনবিৎ বিজ্ঞানের এই অংশে সাফল্য লাভের প্রয়াসী হইলে তাহাকে নিজ ক্ষমতার প্রতি অতিশয় আস্থাবান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার যথেষ্ট অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতাও থাকা চাই। সে প্রথম প্রথম নানা রকমের সহজ সহজ রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা পাইবে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভের পর কঠিন রোগের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিবে। শিক্ষার প্রারম্ভেই জটিল রোগ লইয়া চেষ্টা করিলে সাফল্য লাভ অত্যন্ত

কঠিন হইবে; সুতরাং এই বিষয়ে সে খুব বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবে। উপযুক্ত সংবেদনার অভাবে সকল লোককে মোহিত করা যায় না এবং যাহারা সংবেদ্য তাহারাও রুগ্ন হইলে, অনেক সময় রোগ যন্ত্রণার জন্য মন স্থির করিতে পারেনা বলিয়া মোহিত হয়না। আবার যাহারা মোহিত হয়, তাহারাও সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়না, এজন্য সম্মোহন আদেশ তাহাদের উপর তেমন কার্য্যকর হয়না। ইহা যে এই বিজ্ঞানের অক্ষমতা তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কারণ বর্ত্তমান আছে, যেজন্য জন সাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসার তাদৃশ প্রসার হইতে পারিতেছেনা। সময় সময় ডাক্তার কবিরাজগণের পরিত্যক্ত কঠিন রোগীরাও এই চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সদ্যই রোগ মুক্ত হইবার আশা করে। যদি তাহারা দুই-চার দিনের মধ্যে আরোগ্য না হয়, কিম্বা বিশেষ রকমের একটা উপশম বোধ না করে, তবে তাহারা ইহার প্রতি বিশ্বাসহীন হয় এবং 'ইহা কিছুই নয়' বলিয়া লোকের নিকট নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের রোগ যে অত্যন্ত জটিল এবং তাহা আরোগ্যের জন্য যে উপযুক্ত কাল চিকিৎসার প্রয়োজন, ইহা তাহারা বুঝিয়াও যেন বুঝেনা। এই চিকিৎসায় আমি নিজে যে সকল ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হইয়াছি, সেই সকল স্থানে রোগীদিগের অসহিষ্ণুতাই উহার প্রধান কারণ। যদি তাহারা রোগের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব বিবেচনা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া উপযুক্ত কাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকিত তবে যে, তাদের অনেকেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এক শ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, তাহারা এই চিকিৎসার বিরোধী। ইহার প্রতি

তাহাদের বিরোধ বা বিদ্বেষের কারণ অজ্ঞতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহারা হিপ্নোটিক্ বা মেস্‌মেরিক্ চিকিৎসার নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আবার কেহ কেহ নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা বদনাম করতঃ ইহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বৈদ্যগণ নিজেদের অবলম্বিত প্রণালী অপেক্ষা আর সকল চিকিৎসাই হীন মনে করিয়া থাকেন। ইহারা অত্যন্ত সেকেলে-ধরণের ও গোঁড়া প্রকৃতির। ডাক্তার ব্রেইড্, চার্‌কো, লিবো, ব্রামওয়েল, বার্ণহিম্, ফরেল্, ষ্টল্, রিসেনব্যাক্, বিলেট, ভেন্টি-ভেগ্‌নি, ওয়াটারষ্টাণ্ড্ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় নানাদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ যে, এই চিকিৎসা দ্বারা বহু প্রকার রোগ আরোগ্য করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়েও উচ্চ উপাধিধারী অনেক খ্যাতনামা ডাক্তার এই প্রণালীতে বহু রোগ আরোগ্য করিতেছেন, এবং তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে যে ইহা ক্রমশঃ চিকিৎসা জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেছে, তাহা বোধ হয় তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত; অন্যথায় তাহারা ইহার প্রতি নিশ্চয় শ্রদ্ধাবান হইতেন। তাহারা বোধ হয় ইহা জানেন না, অথবা জানিলেও ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না। আরোগ্য-শক্তি (healing power) রোগীর নিজ শরীরেই নিস্তেজাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ঔষধ কেবল উহাকে সতেজ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে মাত্র। যদি ঔষধের নিজস্ব আরোগ্যকরী শক্তি থাকিত তবে সমস্ত রোগই উহা দ্বারা আরোগ্য হইত। সকল চিকিৎসারই উদ্দেশ্য রোগীর এই আরোগ্য শক্তিকে উদ্দীপিত করা।

সকল কার্য্যকারক উত্তম শ্রেণীর চিকিৎসক হইতে পারে না ; কারণ সকলের রোগারোগ্যের ক্ষমতা—যাহাকে "হাত যশঃ" বলে, তাহা নাই ; ইহা ঈশ্বর দত্ত। যাহাদের এই শক্তি আছে, কেবল তাহারাই ইহাতে সমধিক পরিমাণে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই শক্তি সমন্বিত ব্যক্তিগণ যত সহজে নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন, অপরে তাহা পারে না।

দ্বিতীয় পাঠ

মন্ত্রপূত জল বা জল-পড়া

(Magnetised Water)

"মন্ত্রপূত জল" বা "জল-পড়ায়" আরোগ্যকরী শক্তি সর্ব্বত্র সুবিদিত। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যাসভ্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্প বিস্তর ইহার প্রচলন আছে। ইহা দ্বারা সময় সময় অত্যন্ত উৎকট ব্যাধিও অতি আশ্চর্য্যজনকরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয়, অজীর্ণ, হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা, মৃগী, বাত-ব্যাধি, অবশাঙ্গ বহু মূত্র, শিরঃ রোগ, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, শূল, হাঁপানি, জ্বর, কুষ্ঠ ইত্যাদি বহু প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। আমি নিজেও ইহা দ্বারা অনেক রকমের ব্যারাম অরোগ্য করিয়াছি, এবং কোন কোন স্থলে ইহার আরোগ্য করী শক্তি দেখিয়া রোগী অপেক্ষা আমি নিজেই অধিক বিস্মিত হইয়াছি। ইহা দ্বারা গাভীরও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। যে সকল গাই দুধাল কিন্তু কোন কারণে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, সেই সকল স্থলেও ইহার প্রয়োগে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই জল-পড়া ঔষধের ন্যায় রোগীকে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ৩।৪ বার সেবন করাইতে এবং রোগাক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। তদ্ব্যতীত ইহা রোগীর আহত স্থানেও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং তাহার স্নানের জলে মিশাইয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই জল দুই-এক দিনের বেশী ভাল থাকে না—পোকা পড়ে; কিন্তু গঙ্গার জল হইলে

বহুদিনও অবিকৃত থাকে। এ জন্য বিদেশস্থ রোগীকে ইহা দেওয়া যায় না। সেই সকল স্থলে হোমিওপ্যাথিক ভেষজ বর্জ্জিত "সুগার পিল" (unmedicated sugar pill) দেওয়া যাইতে পারে এবং উহাও জল-পড়ার ন্যায় কায করিয়া থাকে। ইহা মন্ত্রপূত করার প্রণালী খুব সহজ; সুতরাং নূতন কার্য্যকারকও ইহার সাহায্যে অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারিবে।

হাত দুইখানি নির্ম্মল জলে উত্তমরূপে ধুইয়া শুষ্ক ও পরিষ্কার রুমাল দ্বারা মুছিবে। তৎপরে উভয় হাতের তালু একত্রিত করিয়া বলের সহিত ঘর্ষণ করতঃ তাপ উৎপন্ন করিবে এবং ঘর্ষণ করিবার সময় খুব একাগ্রমনে চিন্তা করিবে যে, দেহের আকর্ষণীশক্তি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা হাতের অঙ্গুলীতে ঘনীভূত হইতেছে। এই প্রক্রিয়াটি ২।৩ মিনিট করার পর ঐ জলপূর্ণ গ্লাসটি বাম হাতে ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিগুলি নিম্নাভিমুখী করিয়া জলের উপর (জল স্পর্শ না করিয়া) ৫।৭ মিনিট সময় রাখিবে এবং খুব একাগ্রমনে চিন্তা করিবে যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দেহের আকর্ষণী-শক্তি জলে প্রবেশ করিয়া উহাকে আরোগ্যকরী শক্তি সমন্বিত করিতেছে এবং উহা রোগীকে নিশ্চয় আরোগ্য করিবে। এই মন্ত্রপূত জল দিবসে তিন-চার বার রোগাক্রান্ত স্থানে লাগাইবে ও পান করিবে। প্রতিদিন টাট্‌কা পরিষ্কার জল মন্ত্রপূত করিয়া দিবে। পূর্ব্বকথিত প্রণালীর চিকিৎসার সহিত এই জল-পড়াও চলিতে পারে।

তৃতীয় পাঠ

মনুষ্যেতর প্রাণী মোহিত করণ

মনুষ্যেতর প্রাণী—পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি প্রাণীদিগকে মোহিত করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক মত নহেন। কেহ বলেন, উহাদিগকে মোহিত করা যায়; আবার কেহ বলেন যে, যথার্থ-রূপে মোহিত করা যায় না, কেবল মোহিতাবস্থার সহিত সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি অবস্থায় অল্পাধিক সময়ের জন্য উহাদিগকে অভিভূত রাখিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মানুষ মোহিত হইয়া যেরূপ অবস্থায় উপনীত হয়, উহাদিগকে মোহিত করিয়া কখনও সেইরূপ অবস্থায় আনয়ন করা যায় না। উহা-দিগকে "মোহিত করা" অর্থে কেবল "স্তব্ধ করা" বা "হতবুদ্ধি করা"ই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল ব্যাপী নানা প্রকার পরীক্ষার পর, বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত প্রাণীদিগকে সংবেদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা—বানর, ঘোড়া, নেকৃড়া বাঘ, খরগোস, কাঠ বিড়াল, ইন্দুর, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, রাজ-হাঁস, তোতা, কবুতর, ঘুঘু, মুরগী, কুমীর, টিকটিকি, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি, এতদ্ব্যতীত ইয়ুরোপ ও আমেরিকার নানা প্রকার পাখী এবং মৎস্য প্রভৃতি। এই সকল প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলিকে মোহিত করার প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কবুতর মোহিত করণ

একটা কবুতরের ঠোঁটের উপর খানিকটা সাদা পুটিন, (যতক্ষণ না পাখীটা উহা দেখিতে পায়, ততক্ষণ) স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ

পরে মনুষ্যের চক্ষের ন্যায় উহার চক্ষু বুজিয়া যাইবে এবং পাখীটা মোহিত হইয়া পড়িবে। উক্তাবস্থায় উহার শরীর শক্ত করিয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই করা যায় না। উহার মাথার উপর রুমাল দ্বারা বাতাস কিম্বা ফু দিলেই মোহিতাবস্থা বিদূরিত হইয়া থাকে।

(২) মুরগী, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি মোহিত করণ

একটা মুরগীকে টেবিলের উপর রাখিয়া তর্জ্জনী দ্বারা উহার মাথা হইতে ঠোঁট পর্য্যন্ত কয়েকবার পাস দিবে। তৎপর একটা দড়ি দ্বারা উহার ঠ্যাং দুইটা বাঁধিয়া ঘরের মেঝেতে শায়িত করতঃ, ঠোঁট হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত ঘরের মেঝেতে সুস্পষ্টরূপে চক্ দ্বারা একটা রেখা আঁকিবে। এরূপ করার কয়েক মিনিট পরেই পাখীটা সম্পূর্ণরূপে শিথিল ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তখন উহার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া মাথা পাখার নীচে রাখিলে কিম্বা উহাকে অন্য কোন অবস্থায় রাখিলে বা ঠেলা দিলে, সেই অবস্থাতেই উহা জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে এবং নড়া-চড়া করিবার কিছু মাত্র চেষ্টা পাইবেনা। কবুতর জাগ্রত করার ন্যায় উহাকে জাগাইবে।

(৩) কুকুর, বিড়াল, ছাগল, খরগোস ইত্যাদি মোহিত করণ

কুকুর, বিড়াল, ছাগল, খরগোস ইত্যাদি জন্তুদিগের পিঠের উপর (মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত) সর্ব্বদা হাত বুলাইয়া দিলে, কিম্বা আস্তে আস্তে চাপরাইলে উহারা স্বভাবতঃই, যে উহা করে, তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। উহাদের কাহাকেও মোহিত করিতে উহার

মাথা হইতে চক্ষের উপর দিয়া নাকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পাস দিবে। যদি উহা চঞ্চলতা প্রকাশ করে, কিম্বা উহার শরীর কাঁপিয়া উঠে, তবে সে মোহিত হইবে বলিয়া বুঝিবে। উহার চোখ দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে বন্ধ করিতে চেষ্টা না পাইয়া, উহাদিগকে আপনা হইতে বন্ধ হইতে দিবে। উক্তরূপে কিছুক্ষণ পাস ও মানসিক আদেশ প্রদান করিলে উহার চক্ষু স্বতঃই বন্ধ হইয়া যাইবে। কুকুরদিগকে মোহিত করিতে কেবল পাসের উপর নির্ভর না করিয়া মোহিনী দৃষ্টির সহায়তা গ্রহণ করিবে, কারণ উহারা সময় সময় পাসের দ্বারা মোহিত করিবার শক্তির গতি রোধ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত স্থলে মোহিনী দৃষ্টির সাহায্যই অধিক গ্রহণ করিবে।

(৪) ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি মোহিত করণ

এই শ্রেণীর প্রাণীদিগকে চিৎভাবে মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া, দুইগাছা মোটা সুতাদ্বারা উহাদের সামনের পা দুইটা বাঁধিবে। পরে ঐ সূতা দুই গাছাকে মাটিতে পোতা দুইটা খুঁটির সহিত এমন ভাবে বাঁধিবে, যেন বেশী নড়া-চড়া করিতে না পারে। যতক্ষণ চঞ্চলতা প্রকাশ করিবে, ততক্ষণ এই অবস্থায়ই রাখিবে। পরে খুঁটির বাঁধন খুলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে নাড়া-চাড়া করিলেও, উহারা সম্পূর্ণ উদাসীনের ন্যায় উক্তাবস্থায়ই কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবে।

দুষ্ট ঘোড়া বশীভূত করণ

সম্মোহনবিৎ নির্ভয়ে ও দ্রুতপদে আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইবে। যদি তাহাকে দেখিয়া উহা গর্জ্জন করে, কিম্বা

কামড়াইতে আসে, তবে সে তাহাতে ভয় পাইবে না। সে উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দক্ষিণ হাত দ্বারা উহার মাথার সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছ ধরিয়া ফেলিবে, এবং বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী উহার নাসারন্ধ্র দ্বয়ে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিচ্ছিন্নকারী পরদাটাকে (যে পরদাটা ছিদ্র করিয়া বলদের নাকে দড়ি বাঁধে) শক্তরূপে ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে বলের সহিত উহার মাথা নীচের দিকে টানিয়া ধরিয়া ৫।৬ মিনিটকাল জোরের সহিত অথচ ধীরে ধীরে উহার কাণের মধ্যে ফুঁ দিবে। কিছুক্ষণ এরূপ করিলে সে আর লাফ-ঝাপ দিবে না এবং কামড়াইতেও আসিবে না; পক্ষান্তরে উহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকিবে। এখন উহাকে কাঁধের উপর শান্তভাবে ২।৩টি চাপড় দিবে এবং দৃঢ় স্বরে অথচ সদয়ভাবে—যেমন মানুষের সহিত কথা বলা যায়, সেইরূপে উহাকে শান্ত ও বাধ্য হইতে বলিবে। তৎপরে, বাম হাত দ্বারা নাকের ধৃত পরদাটা ছাড়িয়া না দিয়া, ডান হাত দ্বারা মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া, পিঠের উপর দিয়া যতদূর হাতে পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত কতকগুলি পাস দিবে। যদি উহা সম্মোহনবিদের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে, কিম্বা লাফ-ঝাপ দিতে বা লাথি মারিতে চেষ্টা করে, তবে সে ডান হাত দ্বারা খুব জোরের সহিত উহার কেশগুচ্ছ বা একটা কাণ ধরিয়া ফেলিবে এবং পুনর্ব্বার মাথাটা নীচের দিকে টানিয়া আনিয়া উক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিবে। উহা শান্ত হওয়া মাত্র আবার পাস দিবে ও কাঁধ চাপড়াইবে কিম্বা মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত পাসও দেওয়া যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত জন্তুটা সম্মোহনবিদের বশীভূত না হয়, অর্থাৎ বাধ্যতার সহিত তাহার হুকুম পালন না করে,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত ফুঁ দেওয়া প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করিবে। তৎপরে উহাকে আস্তাবলের মধ্যে দুই-একবার এদিক-ওদিক চালাইবার পর, বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার উপর চড়িবে, তজ্জন্য লম্বা জিন ও চাবুক ব্যবহার করিবে। এখন তাহাকে হাঁটিতে বা দৌড়াইতে দিবে এবং যখন উহার শরীরে ঘাম দেখা দিবে, তখন উহাকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে উহার শরীর বুরুশ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া একটু শান্ত হইতে দিবে। এক সপ্তাহ কাল প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এক ঘণ্টা এই প্রক্রিয়া করিলে সে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হইবে। দীর্ঘ সময় উক্তরূপে পাস দিলে উহাকে সম্মোহন নিদ্রায় নিদ্রিতও করিতে পারা যায়।

যে সকল বন্য জন্তর নিকটে যাইতে কার্য্যকারকের ভয় হয়, তাহার পক্ষে উহাদিগকে সম্মোহিত করার চেষ্টা বৃথা। ইহা কেবল ইতর জন্তর সম্মোহন সম্বন্ধে নয়, মানুষের সম্মোহন বিষয়েও তুল্যরূপে প্রযোজ্য। কার্য্যকারক গৃহপালিত বা বন্য জন্তুদিগের সম্মোহন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের প্রয়াসী হইলে, তাহাকে বিশেষভাবে উহাদের রুচি প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। তজ্জন্য সে নানাস্থানে যাইয়া চিড়িয়াখানা, সার্কেস পার্টির পশুশালা ইত্যাদি দেখিবে এবং যে সকল ব্যক্তি উহাদিগকে পালন করে বা শিক্ষা দেয়, তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিলামিশা করিয়া এবং তাহাদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিবে, অন্যথায় সে এই বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এই নিয়ম-প্রণালীগুলির অধিকাংশই মিঃ জেমস্ কৌটস্ এর বর্ণিত।

চতুর্থ পাঠ

ক্রিষ্টেল গেইজিং

(Crystal Gazing)

ক্রিষ্টেল নামক কাল বর্ণের এক প্রকার স্বচ্ছ প্রস্তর বা কাচ আছে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উহার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপনকেই "ক্রিষ্টেল গেইজিং" বলে। ইহা দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিতে পারা যায়; সুতরাং ইহা দিব্যদর্শন বা দিব্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে "নখদর্পণ" নামে একটা বিষয় আছে, অনেকেই হয়ত উহার নাম শুনিয়াছেন, ক্রিষ্টেল গেইজিং সেইমত হইলেও উহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়। নখ-দর্পণে ক্রিষ্টেল গেইজিং এর ন্যায় সকল বিষয়েরই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞাত হওয়া যায় কিনা, তাহা জানি না, তবে আমি কেবল উহা চোর ধরিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে উপযুক্ত পরিমাণে দিব্যদর্শন শক্তি-বীজ নিহিত আছে, কেবল তাহারাই ক্রিষ্টেলের ভিতর নানা প্রকার চিত্রাদি বা ভিশান্ (visions) দর্শন করিয়া থাকে, অপর লোকেরা উহাতে কিছুই দেখিতে পায় না। সুতরাং সকল লোক ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যাহাদের হৃদয়ে উক্ত শক্তি-কণা নিহিত আছে, তাহাদের অনেকেই ইহাতে অল্লাধিক সময়ের মধ্যে সফলমনোরথ

হয়, আর যাহাদের উহা নাই, তাহারা ক্রমাগত মাসের পর মাস চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হয় না।

যে কার্য্যকারক এই বিষয় চর্চ্চা করিতে আগ্রহান্বিত হইবে তাহাকে একটি ক্রিষ্টেল গেইজিং যন্ত্র (Crystal Gazing Apparatus) সংগ্রহ করিয়া * ইহা অভ্যাস করিতে হইবে। অথবা সে নিজেও নিম্নোক্ত প্রণালীতে একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া অভ্যাস করিতে পারে। একটা সাধারণ সাদা কাচের গ্লাসের (ordinary tumbler) ¾ ভাগ পরিষ্কার জলে পূর্ণ করতঃ একখানা কাল রুমাল বা কাল কাগজ দ্বারা উহার বাহিরের দিকটা এমন ভাবে আবৃত করিয়া দিবে, যেন উহার অভ্যন্তরস্থ জল খুব কাল দেখায়; কিংবা ঐ জলের মধ্যে কয়েক ফোটা কাল কালি ঢালিয়া উহাকে খুব কাল করিয়া লইলেও তদ্দ্বারা ক্রিষ্টেল গেইজিং অভ্যাস করা যাইতে পারে। গ্লাসের জল প্রতিদিনই বদলাইতে হয়।

অভ্যাসের প্রণালী ঃ—একটি খুব নীরব ও নির্জ্জন গৃহে দিবসে বা রাত্রিতে ইহা অভ্যাস করিবে। অভ্যাসকারী চেয়ারে বসিয়া ডান হাতে ক্রিষ্টেলটি ধারণ পূর্ব্বক ঐ হাতখানা নিজের কোলের উপর রাখিবে। আর যদি সে গ্লাস লইয়া অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করে, তবে চেয়ারে বসিয়া গ্লাসটিকে কাল রংয়ের অয়েল ক্লথ বা কাপড় দ্বারা ঢাকা টেবিলের উপর এমন ভাবে স্থাপন করিবে যেন, উহার অভ্যন্তরস্থ কাল জলের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে, উহাতে তাহার মুখের ছবি প্রতিবিম্বিত না হয়। দিনের

* ক্রিষ্টেল গেইজিং যন্ত্রের মূল্য ও প্রাপ্তি স্থান সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বেলা অভ্যাস করিলে ঘরের উত্তর দিকের জানালার ভিতর দিয়া বিক্ষিপ্ত সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে, এমন ভাবে জানালা খোলা রাখিয়া উহার দিকে পিছন দিয়া, আর রাত্রিতে অভ্যাস করিলে বাতির আলোকের দিকে পিছন দিয়া বসিবে। আহারের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে অভ্যাসের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিবে ; যেহেতু খুব ভরা বা খালি পেটে ইহা অভ্যাস করা উচিত নহে। কথিত নিয়মে ক্রিষ্টেল বা গ্লাসটি স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তাশূন্য ও একাগ্রচিত্তে (ক্রিষ্টেল হইলে) উহার উপরি ভাগের উপর, আর গ্লাস হইলে, উহার অভ্যন্তরস্থ জলের উপর, স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবে। তখন চোখের পলক পড়িলেও কোন ক্ষতি নাই। এরূপ শান্তভাবে ১০ হইতে ২০ মিনিট কাল তাকাইয়া থাকিলে, যদি অভ্যাসকারীর আত্মিক সংবেদনা থাকে, তবে সে ক্রিষ্টেল বা ঐ কাল জলের উপর প্রথম অস্পষ্ট ধূমের ন্যায় বাষ্প দেখিতে পাইবে এবং উহা তখনই সাদা মেঘের আকার ধারণ করিবে ও উহার মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-কণা দৃষ্ট হইবে। তাহার দৃষ্টি তখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির না হওয়া বশতঃ চক্ষুর মণি তাড়াতাড়ি সঙ্কোচিত ও প্রসারিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রিষ্টেল বা গ্লাসটা যেন এক একবার আঁধারে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। প্রথম প্রথম কয়েক বৈঠক পর্য্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বৈঠক পর্য্যন্তও) এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সাফল্যের লক্ষণ। তৎপরে, হঠাৎ একদিন ঐ ভ্রাম্যমান আলোক-বিন্দুর সহিত পরদার ন্যায় সাদা মেঘ খানা সরিয়া গিয়া, উজ্জ্বল নীলাকাশ-বক্ষে দ্রষ্টব্য বস্তু সকল (visions) প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে।

যখন অভ্যাসকারীর শরীরে একের পর একটি করিয়া নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকিবে, তখন দ্রষ্টব্য বস্তু বা ভিশান্ নিশ্চিতরূপে দেখা দিবে বলিয়া বুঝিবে। সেগুলি এই :—(১) মেরুদণ্ডের ভিতরে, ঘাড়ের মূল হইতে মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, শীতল জল ধারার ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ; (২) পরক্ষণেই, আবার মেরুদণ্ডের মূল হইতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত স্থানে, আকস্মিক উত্তাপ প্রবাহের অনুভূতির ন্যায় উহার প্রত্যাবর্ত্তন (৩) খোলা ও বন্ধ হওয়ার মত মাথার ভিতর আক্ষেপ বা খেঁচুনি; (৪) সর্ব্বশেষে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু, বিষয় ও অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল বৈঠক দিলে অভ্যাসকারীর শরীরে আরও নানা রকমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য বস্তু বা ভিশান্গুলি দুই রকমে প্রকাশিত হইয়া থাকে; সরল ভাবে এবং সাঙ্কেতিক রূপে। যে ঘটনা কোন অতীত কালে ঘটিয়াছে, অথবা বর্ত্তমানে ঘটিতেছে কিম্বা ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে, উহার অবিকল চিত্র ক্রিষ্টেলে প্রতিফলিত হইলে উহাকে সরল বা "ডাইরেক্‌ট ভিশান্" (direct vision), আর কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা চিত্র দ্বারা প্রকাশ পাইলে, উহাকে "সিম্বলিক্ ভিশান্"(symbolic vision) বলে। ডাইরেক্ট্ ভিশান্ সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু সিম্বলিক্ ভিশান্ বুঝা কঠিন; কারণ উহাতে কেবল একটি মাত্র সঙ্কেত দ্বারা কোন একটি বিষয় বা ঘটনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে যে তাহার কোন বন্ধু রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেল এবং তাহা সত্য হয়, তবে উহাকে "ডাইরেক্‌ট ভিশান্" বলে; আর কোন একটি রুগ্ন আত্মীয় বা বন্ধুর আরোগ্যের জন্য

কোন ব্যাকুল চিত্ত ব্যক্তি যদি স্বপ্নে তাহাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে আহ্লাদের সহিত নদী বা পুকুরে সাঁতার দিতে দেখে, এবং তৎপরেই সেই রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য লাভ হয়, তবে উহাকে "সিম্বলিক্ ভিশান্" বলে। কোন সংবাদ জানিবার জন্য যাহার মন খুব ব্যাকুল, সে স্বপ্নে জাহাজ আসিতেছে দেখিলে, তাহার ঐ সংবাদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই সকল ভিশান্কে সিম্বলিক্ ভিশান্ অফ ড্রিম (symbolic visions of dream) বলে।

অভ্যাসকারীর প্রকৃতি অনুসারে দ্রষ্টব্য বস্তু বা ভিশান্ গুলি তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি সে স্বভাবরূপ (positive) হয় তবে ভিশান্গুলি সিম্বলিক্ বা সাঙ্কেতিকরূপে, আর সে অভাবরূপ (negative) হইলে ডাইরেক্ট বা সরল ভাবেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকে। যাহাদের নিকট উহারা সাঙ্কেতিকরূপে প্রকাশ পায়, তাহারা নিজের অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা অনুবাদ করিয়া উহাদের অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা পাইবে; তদ্ব্যতীত উহার আর অন্য কোন সরল পন্থা নাই।

পঞ্চম পাঠ

সম্মোহন-শক্তির আরোপিত অনিষ্টকারিতা

সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে যাহাদের ব্যক্তিগত আদৌ কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের অনেকের বিশ্বাস, যাহাকে মোহিত করা যায়, তাহার মানসিক শক্তি হ্রাস পায় এবং পুনঃ পুনঃ মোহিত করিলে তাহার মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তখন আর তাহার কিছুমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা থাকেনা। তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে, সম্মোহনবিৎ ইচ্ছামাত্রই মানুষের দ্বারা নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি বহু প্রকার অপকর্ম্ম করিতে এবং সাধ্বী রমণীগণকেও ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে পারে। এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই সম্ভবতঃ অদ্ভুত কাহিনীপূর্ণ সম্মোহন উপন্যাসাদি (hypnotic novels etc.) পড়িয়া ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। উপন্যাসকারগণ তাহাদের পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত না হইয়া, উহাদিগকে সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যই নানারূপ মিথ্যা ও অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহারা কেবল উপন্যাসাদি পড়িয়া এই বিজ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহাদের কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

মনোবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, সম্মোহন নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক নিদ্রার অনুরূপ, সুতরাং যখন স্বাভাবিক নিদ্রা মানুষের শরীর কিম্বা মনের কোন প্রকারে হানিকর নয়, তখন

সম্মোহন নিদ্রাও মোহিত ব্যক্তির কিছুমাত্র অনিষ্টকর হইতে পারেনা। সম্মোহন নিদ্রা পাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর নহে বলিয়া, তাহাকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিলেও তাহার কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, মোহিত হইবার সময় পাত্রকে একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হয়; সুতরাং তাহাকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিলে, তাহার একাগ্রতা শক্তিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও উচ্চ উপাধি-ধারী কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তারের (চিকিৎসকের) দ্বারা পরিচালিত নিউইয়র্কের একটি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান সমিতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, উক্ত সমিতি তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য যে সকল পাত্রকে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দুইবার করিয়া ক্রমাগত দশ বৎসর কাল মোহিত করিয়াছেন, সেই সকল লোকও শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন বিষয়েই অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। সম্মোহনবিৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক মোহিত ব্যক্তিকে তাহার শরীর বা মনের হানিকর কোন আদেশ না দিলে, তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।

সম্মোহন-শক্তি যথার্থ সৎস্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কুকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কারণ বাল্যকাল হইতে যে কার্য্যগুলি তাহারা নৈতিক পাপ কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তর্মন সেই সকল কার্য্য করিতে কখনও স্বীকৃত হয়না। নরহত্যা, ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি নৈতিক পাপ কর্ম্ম; সুতরাং কোন চরিত্রবান পুরুষকে ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে কিম্বা কোন সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে পারা যায় না। যদি সম্মোহনবিৎ উক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন কার্য্য করিতে আদেশ

করে, তবে সে উহা করিতে নিশ্চয় অস্বীকার করিবে এবং তজ্জন্য বেশী জিদ্ করিলে স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। যাহারা চরিত্রহীন এবং সুবিধা পাইলে স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করে না, সম্মোহন-শক্তি কেবল তাহাদিগকেই পাপ কার্য্যে উত্তেজিত করিতে সমর্থ। প্রাসাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে যেমন উহা প্রবল ঝড়েও অটল থাকে, সেইরূপ নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হইলে উহা পাপ কর্ম্মোত্তেজক সকল প্রকার আদেশের বিরুদ্ধে অবিচলিত থাকিতে পারে। আর সম্মোহনবিৎ যে, সকল লোককে মোহিত করিতে পারে না, একথা ইতঃপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ; সুতরাং উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সম্মোহন-শক্তি সাহায্যে যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন বা স্বার্থলোলুপ কার্য্যকারক লোকের কোন অপকার করিতে পারে না, আমি এরূপ বলিতেছিনা ; কিন্তু তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া সে, কোন গুরুতর পাপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়না।

সময় সময় তথা-কথিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সম্মোহন বিদ্যার প্রতি জন সাধারণের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রকার আজগবী গল্প প্রচার করেন, তাহাতে তাহারা ইহাকে ভীতির চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকে। যদি তাহারা তাহা না করিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ইহা দ্বারা যে লোকের প্রভূত বিষয়ে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা প্রচার করে, তবে এই বিদ্যা-চর্চ্চা জন সাধারণের মধ্যে সহজেই প্রসারিত হইতে পারে।

উপসংহার

শিক্ষার্থিগণ ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, কেবল দুই-চার জন লোককে সম্মোহিত করিয়া নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শনই সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়। ইহার চরম উদ্দেশ্য নানা প্রকার রোগারোগ্য ও চরিত্র দোষাদি সংশোধন করিয়া লোকের উপকার ও আত্ম সংযম শিক্ষা দ্বারা নিজের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি লাভ এবং কর্ম্ম-জীবনে যে সকল লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, তাহাদের মনের উপকার আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক ন্যায্য ভাবে বৈষয়িক উন্নতি সাধন। যাহারা এই সকল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া শিক্ষার প্রবৃত্ত হইবেন, তাহারা উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পারিলে যে তাহাদের সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহারা কোন মন্দ উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ কাহারও শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা বৈষয়িক বিষয়ের কোনরূপ ক্ষতি করিবার জন্য শিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইবে তাহারা ইহাতে কখনও পূর্ণ মাত্রায় সাফল্য লাভে সমর্থ হইবেনা। অপরের অনিষ্ট করিলে যে নিজের অনিষ্ট হয়, একজনকে আঘাত করিলে যে উহার দ্বিগুণ আঘাত নিজের শরীরে আসিয়া লাগে, ইহা তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহারা সদুদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষায় নিযুক্ত হইবেন, ভগবানই তাহাদিগকে শিক্ষার সিদ্ধি দান করিবেন।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য

হিপ্নোটিজম্, মেস্‌মেরিজম্, সাইকিক্ হিলিং ইত্যাদি সম্বন্ধে এ যাবৎ বাঙ্গলায় এমন কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই, যাহা দ্বারা উহাদের বিস্তৃত ইতিহাস, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি জানা যাইতে পারে। তাহা জানিতে হইলে ইংরাজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। যে সকল শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ, তাহারা এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলে, নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন।

1. Hypnotism—By Dr. Albert Moll.
2. The Law of Psychic Phenomena.
   By Dr. T. J. Hudson.
3. Hypnotism : Its History, Practice & Theory.
   By J. M. Bramwell M. B. C. M.
4. Your Mesmeric Forces and How to Awaken Them. By R. H. Randall.

নিম্নোক্ত স্থানে এই সকল বিষয়ের যাবতীয় পুস্তক এবং ক্রিষ্টেল গেইজিং যন্ত্রাদি (Crystal Grazing Apparatus) কিনিতে পাওয়া যায়। একটি সাধারণ ক্রিষ্টেলে মূল্য ১০ হইতে ২০ শিলিং।

পুস্তক বিক্রেতাদের ঠিকানা

1. Messers L. N. Fowler & Co.
   7. Imperial Arcade, Ludgate Circus, London. E. C.
2. Messers William Rider & Co. Ltd.
   8. Patternoster Row, London. E. C.

নিম্নোক্ত স্থানেও অনেক পুস্তক পাওয়া যায়।

3. Theosophical Publishing Co. Adyar, Madras.

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ

১। চিন্তা-পঠন বিদ্যা

এই পুস্তকের সাহায্যে এবং আবশ্যক মত চিঠি-পত্রে উপদেশ দ্বারা শিক্ষাভিলাষীকে "থট্-রিডিং" (Thought-Reading) বা "চিন্তা-পঠন বিদ্যার" নিম্ন ও উচ্চশাখা "মাসল্‌রি-ডিং" ও "টেলিপ্যাথি" (Muscle Reading and Telepathy) হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার ফিঃ সডাক ৩৸৴০ মাত্র। শিক্ষাভিলাষী এই ফিঃ অগ্রিম মনি অর্ডারে পাঠাইলেই তাহাকে শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিনা মূল্যে এই "চিন্তা-পঠন বিদ্যা শিক্ষার উপদেশমালা" দেওয়া হইয়া থাকে।

২। ইচ্ছাশক্তি

ইচ্ছাশক্তি কি? কি উপায়ে উহা সহজ প্রণালীতে বর্দ্ধিত করিয়া শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে এই পুস্তকে সরল ভাষায় বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার সাহায্যে দূরস্থ স্ত্রী পুরুষদিগকে তাহাদের অজ্ঞাত সারে বশীভূত এবং নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্যাদি সাধন করা যাইবে। যাহারা জীবনের উন্নতি কামী তাহাদের এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যক ছাত্রের এই পুস্তক পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল বালক ও যুবক কুঅভ্যাস লিপ্ত হইয়া নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি গ্রস্ত হইয়াছে, এই পুস্তকের উপদেশগুলি পালন করিয়া তাহারা উহাদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। শত শত লোক ইহার সাহায্যে তাহাদের ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া নানাবিষয়ে আপনাপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র; ডাক মাশুল ।৴০ আনা।

৩। হিপ্নোটিজম্ ও মেসমেরিজম শিক্ষক

যাহারা ছয় টাকা ব্যয়ে সম্মোহন বিদ্যা গ্রহণ করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, বিশেষভাবে তাহাদিগের জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সম্মোহন বিদ্যার প্রায় সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে উক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। যাহারা ইহার নিয়ম প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিবেন, তাহারা বাড়ী বসিয়া বিনা শিক্ষকের সাহায্যেই এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই পুস্তক সাধারণ ভাবে বিক্রয়ের জন্য লিখিত হইয়াছে, অতএব শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত না হইয়াও ইহা ক্রয় করিতে পারিবেন। বহু লোক ইহার সাহায্যে শিক্ষা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন। পুরু কাগজে পরিস্কার অক্ষরে মুদ্রিত, সুন্দর কাগজের বাঁধাই ১৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৲ টাকা; ডাক মাশুল ।/০ আনা স্বতন্ত্র।

সম্মোহন চক্র

এই "চক্র" বা যন্ত্র দ্বারা সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষার্থী এবং ইচ্ছাশক্তি চর্চ্চাকারীর শিক্ষা ও সাধনার বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। যাহারা সাধারণ নিয়মে সম্মোহিত হয় না, তাহাদের অনেককে ইহা দ্বারা মোহিত করা যায়। ইহা দ্বারা নিজে নিজেকে সম্মোহিত করিয়া বহু প্রকার শারীরিক অভ্যাস ও চরিত্র দোষ বিদূরিত করা যায়। অস্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয় চালনা ইত্যাদির ফলে যাহারা নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও উক্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেনা, কিম্বা যাহারা মনের সদবৃত্তিগুলি বিকাশ করিবার অভিলাষী, ইহা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই চক্র সাহায্যে অল্প শ্রমেই 'চক্ষুর মোহিনী শক্তি', 'একাগ্রতা শক্তি' ইত্যাদি বর্দ্ধন করা যায়। সকল শিক্ষার্থীরই ইহা নিত্য ব্যবহারোপযোগী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পুরু পিস্‌বোর্ডে আটা, উজ্জ্বল কালিতে চিত্রিত "ব্যবহার বিধিসহ" এই চক্রের মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাকটিকেল ট্রেনিং ক্লাস

(Practical Training Class)

যে সকল শিক্ষার্থী এবং ক্লাসে ভর্ত্তি হইবেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে চার সপ্তাহের মধ্যে সুন্দররূপে সম্মোহন বিদ্যা—হিপ্নোটিজম্ ও মেসমেরিজম্; চিন্তা-পঠন বিদ্যাও শাখা বিজ্ঞান সমূহ হাতে-কলমে (Practically) শিখাইয়া কৃতকার্য্য করিয়া দেওয়া হইবে। শিক্ষার ফিঃ—সম্মোহন বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞান সমূহ শিক্ষার জন্য ৫০৲ টাকা, এবং চিন্তা-পঠন বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৫৲ টাকা, মোট ৬৫৲ টাকা (উপদেশ মালার মূল্য স্বতন্ত্র)। এই ফিঃ অগ্রিম দেয়। এই ক্লাসে ভর্ত্তি হইলে শিক্ষার্থীর শিক্ষায় কৃতকার্য্যতা সুনিশ্চিত। অন্যথায় তাহার প্রদত্ত এই ফির সমস্ত টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে।

আত্মিক চিকিৎসা

(Psychic Healing)

হিপ্নোটিজম্, মেসমেরিজম্ ইত্যাদি দ্বারা বহু প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ চিকিৎসা এবং সর্ব্বপ্রকার অভ্যাস ও চরিত্র দোষাদি বিদূরিত করা হইয়া থাকে। এ যাবৎ বহু কঠিন রোগী আরোগ্য এবং নৈতিক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে সংশোধিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা আছে। চিকিৎসা প্রার্থিগণ রোগের বিস্তৃত ইতিহাস ও উত্তরের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র,
১০০।৫ সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি রোড, কলিকাতা।
অথবা
সাধনা কুটির, পোঃ আলমনগর, রংপুর।